চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 330 Thursday, 2 November, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৩৩০ সংখ্যা ✱ ১৫ কার্তিক, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২ নভেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলরদের সম্পত্তি বৃদ্ধির উৎস কী? তা নিয়ে তদন্তের আবেদন জানিয়ে ইডির কাছে স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ফের বিতর্ক। শান্তিনিকেতনে ধর্ণার মাঝে আরেক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অভিযোগ, এম টি এস কর্মীদের বেতন আটকে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন উপাচার্য। ...বিস্তারিত পাতা ৫

পাঞ্জাব ইস্যুতে মান সরকারের মহাবিতর্কের আগে রাজ্যপাল বনোয়ারি লাল পুরোহিত তিনটি বিলের মধ্যে দুটি বিল অনুমোদন করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কিং কোহলির জন্মদিনের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা করেছিল সিএবি। কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেট কর্তাদের সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল বিসিসিআই। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'কিছু প্রমাণের আগেই চোর বানিয়ে দিলেন!'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকার ইস্যুতে ফের সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন, আগামী ১৬ নভেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েতের সবাইকে নিয়ে বৈঠক হবে। এরপরই আন্দোলনের আগামী রূপরেখা চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''দীর্ঘদিন আন্দোলন হয়েছে। দিল্লিতেও আন্দোলন হয়েছে। প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা এখনও পাওনা আছে। গ্রামের গরিব মানুষদের টাকা এখনও পাওয়া যায়নি। আমাদের সাংসদ-মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার সময় দিয়েও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি।'' এরপরই মমতার হুঁশিয়ারি, ''১৬ নভেম্বর আমরা নেতাজি ইনডোরে সব পঞ্চায়েত, পুরসভা, গ্রাম সভা, জেলা পরিষদ, ব্লক সভাপতি, সাংসদ-বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছি। সেই বৈঠকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। টাকা না দিলে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে।'' উল্লেখ্য, একশো দিনের কাজের টাকা ও আবাস যোজনার টাকার ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের শাসক শিবির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ধরনায় বসেছিলেন। তারপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেও তৃণমূলের প্রতিনিধি দল বঞ্চিতদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করেছে। কলকাতায় ফিরে রাজভবনের বাইরেও ধরনা-অবস্থানে বসেছিলেন অভিষেকরা। রাজ্যপাল বোসের সঙ্গে সদর্থক বৈঠকের পর রাজভবনের বাইরে ধরনা তুলে নেওয়া হয়। সেই সময়েই অভিষেক জানিয়ে দিয়েছিলেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতারির পর রেশন দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে এই প্রথম মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বললেন, ''সবাইকে গ্রেফতার করে নিলে কি পশ্চিমবঙ্গ

সুর চড়িয়ে বালুর পাশেই মমতা

সরকারকে ভেস্তে দেবে ভাবছে? সব মন্ত্রীকে কিছু না কিছু বলে গ্রেফতার করবে? কিছু প্রমাণই হল না, আপনারা চোর বানিয়ে দিলেন! একবারও ভাবছেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের কী অবস্থা? যাঁরা এসব অভিযোগ তুলছেন, তাঁদের নিজেদের কত বেনামি সম্পত্তি আছে সে কি আমরা জানি না!'' কারও নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন, কাদের কী সম্পত্তি রয়েছে সবই তাঁর জানা। বললেন, ''নামগুলি জানা আছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে আমরা কিছু করি না। অনুসন্ধান, তদন্ত তো আমরাও করতে পারি। কিন্তু আমরা বলেছিলাম, বদলা নয় বদল চাই। তবে যদি কেউ একতরফাভাবে কিছু করে যায়, তাহলে লেবু কচলাতে কচলাতে তেতো হয়ে যায়।'' মমতার বক্তব্য, আকাশছোঁয়া দুর্নীতির উপর বসে থেকে কেউ যদি অন্যকে টার্গেট করে, তাহলে এর জবাব দেওয়ার জন্য মানুষ তৈরি। রাজ্যে রেশন দুর্নীতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপান উতরের আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এ প্রসঙ্গে পূর্বতন বাম সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তাঁর দাবি, ২০১১ সালে তৃণমূল যখন রাজ্যে ক্ষমতায় আসে, সেই সময় ১ কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড ছিল। তাঁর সরকার সেই ১ কোটি কার্ড বাতিল করে রেশনে কার্ডের ডিজিটালকরণ ঘটিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও ১০০ শতাংশ ডিজিটালকরণের জন্য রাজ্যের প্রশংসা করেছে। আগে দালালরা মানুষের প্রাপ্য রেশন নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিত। তা অনেকটাই আটকানো সম্ভব হয়েছে। অসাধু রেশন ডিলার, দালাল, ভুয়ো রেশন কার্ড নিয়ে পদক্ষেপ করতে গিয়ে সরকার পদে পদে আইনি বাধা পেয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান চলতি বছরে পুজোকে ঘিরে ৭২ হাজার কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়েছে এবং তিন লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে বলে ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক প্রাথমিক সমীক্ষা রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তার অনুমান চূড়ান্ত ফলে এই পরিমাণ ৮০ থেকে ৮৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। গত বছর পুজোকে ঘিরে আর্থিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ ৩৮ হাজার কোটি টাকা ছিল বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন এই টাকার অনেকটাই সাধারন দরিদ্র মানুষ, লোকশিল্পীদের হাতে এসেছে। এতে তারা প্রভূত উপকৃত হবেন। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পুজো এবং কার্নিভালের আয়োজনের জন্য পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আপামর বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বাংলার বৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য তিনি লোকশিল্পীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশ কিছুদিন বাড়িতেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি থেকেই প্রশাসনিক সব কাজকর্ম সামলেছেন। ফাইল-পত্রে সই করেছেন। শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকেই আবার নবান্নে যেতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানালেন, তাঁর ভুল চিকিৎসা হয়েছিল। বললেন, ''আমার ইনফেকশনটা সেপটিক টাইপের হয়ে গিয়েছিল ভুল চিকিৎসার জন্য। ফলে হাতে স্যালাইনের চ্যানেলের মতো করে চ্যানেল লাগানো হয়েছিল। সাতদিন চ্যানেল করা হয়েছিল। সেই অবস্থায় বিছানা থেকে উঠতে পারিনি।''

রামলালার জন্য তৈরি হচ্ছে ৮ ফুটের সোনায় বাঁধানো মুকুট

অযোধ্যা, ১ নভেম্বরঃ জানুয়ারির ২২ তারিখ! আর সেই দিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে শুভ উদ্বোধন অযোধ্যার রামমন্দিরের। সেই দিনই মন্দিরে হবে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এবার জানা গেল, রামলালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ঘিরে কী পরিকল্পনা রয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে, আট ফুট উচ্চতার সোনায় বাঁধানো মুকুটের উপর বসানো হবে রামলালাকে। রাজস্থানের শিল্পীর হাতে তৈরি হচ্ছে গোল্ড প্লেটেড সেই বিশেষ মার্বেলের মুকুট। ১৫ ডিসেম্বর যা পৌঁছে যাবে অযোধ্যায়। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্য অনিল মিশ্র জানান, রামমন্দিরের গর্ভগৃহে থাকবে এই ৮ ফুট উচ্চতার মুকুট। যেটি তিন ফুট দীর্ঘ এবং চার ফুট চওড়া। সেখানেই প্রতিষ্ঠা পাবে রামলালা। তিনি আরও জানান, রামমন্দিরের জন্য বহু ভক্ত সোনা এবং রুপোর কয়েন, ইট দান করেছেন। এই বিপুল পরিমাণ সোনা-রুপো সুরক্ষিত রাখাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ মন্দির কর্তৃপক্ষের সামনে। অনিল মিশ্র জানাচ্ছেন, যাতে কোনও ভাবে সোনা-রুপো চুরি না যায়, তার জন্য তা গলিয়ে সংরক্ষণ করা হবে। উল্লেখ্য, মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র আগেই জানিয়েছিলেন, চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে চারতলা মন্দিরের একতলার কাজ শেষ হয়ে যাবে। ২২ জানুয়ারি হবে মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা। উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা ১০ দিনের বিরাট সমারোহের পূর্বে রামমন্দির দর্শনে যেতে পারেন রাহুল গান্ধিও।

ফের দু'দিনের বিশেষ অধিবেশন বিধানসভায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ দুর্গা পুজোর আগে দ্বিতীয়ার দিন বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকেছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সব বিধায়কেরা উপস্থিত থাকলেও নিস্ফলা হয়েছিল সেই অধিবেশন। এবার পুজো শেষ হওয়ার পর ফের অধিবেশন নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর কালীপুজোর আগে দু'দিনের বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে বিধানসভায়। ৭ ও ৮ নভেম্বর-এই দুটি দিন প্রাথমিকভাবে ধার্য করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা যাচ্ছে, তৃণমূল পরিষদীয় দলের তরফে ইতিমধ্যে সদস্যদের বার্তা দেওয়া হয়েছে, প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এই বিশেষ অধিবেশনে মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা আছে। এক, মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন সংক্রান্ত বিল আর দ্বিতীয়টি হল জিএসটি সংক্রান্ত বিল। এই দুটি বিল নিয়ে হতে পারে আলোচনা। এর আগে রাজ্যপাল অনুমোদন না দেওয়ায় পুজোর আগে বিশেষ অধিবেশনে বেতন বিল পেশ হলেও আলোচনা করা যায়নি। ফলে সবাই উপস্থিত হওয়ার পরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অধিবেশন মুলতুবি করে দিতে হয়। এবার তাই বেতন বিল গুরুত্ব পাবে অধিবেশনে। আরও জানা যাচ্ছে, ওই অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিধানসভাতেই বসতে পারে মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

'চাকরের মতো কাজ করেছেন এসডিপিও'

শুভেন্দুর দাদার মামলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাদা কৃষ্ণেন্দু অধিকারীর করা একটি মামলায় পুলিশকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। যেভাবে মামলকারীকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে, তাঁর কাছ থেকে আয়করের হিসেব চাওয়া হয়েছে, তা পুলিশের উপযুক্ত কাজ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। চার বছরের পুরনো ওই মামলায় বিচারপতি বলেছেন, ''এসডিপিও একজন চাকরের মতো কাজ করেছেন, নিজের অশোক চক্রের জন্য কাজ করেননি।'' পুলিশ আধিকারিককে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি। ২০১৭-১৮ সালে পল্লব দত্ত নামে কাঁথির এক বাসিন্দা অভিযোগ তোলেন, রাস্তার এলইডি লাইট লাগানোর ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়ে থাকতে পারে। এরপর এফআইআর দায়ের হয় ও তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মামলাকারী কৃষ্ণেন্দুর দাবি, মূল অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু চার বছর আগের সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিস পাঠায় পুলিশ। অভিযোগ, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় শেষ ১০ বছরের আইটি রিটার্ন জমা দিতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সাক্ষী হিসেবে ডেকে কেন আইটি রিটার্ন চাওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলে মামলা করেছিলেন কৃষ্ণেন্দু। আজ বুধবার ছিল মামলার শুনানি। সরকারি আইনজীবীকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন সাক্ষী হিসেবে ডেকে কীভাবে আইটি রিটার্ন চাওয়া হল? বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, একজন সাক্ষীকে হয়রানি ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। ''পুলিশ কোনও নাগরিককে হয়রানির করার জন্য কাজ করে না'', নির্দেশে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি। সেই সঙ্গে এগরার এসডিপিও-কে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, ''তিনি একজন চাকরের মতো কাজ করেছেন। নিজের অশোক চক্রের জন্য কাজ করেননি বলেই এই জরিমানা।'' নির্দেশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আদালত অনুধাবন করতে ব্যর্থ যে কেন আইটি রিটার্ন দিতে হবে সাক্ষীকে। এটা স্পষ্ট যে প্রমাণের জন্য নয়, অন্য কোনও কারণে রিটার্ন চাওয়া হয়েছে। কিছু মেরুদণ্ডহীন পুলিশ প্রসাশনের কাজ। কৃষ্ণেন্দুকে দেওয়া নোটিস খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি। হাইকোর্টের নির্দেশ, আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও নোটিস দেওয়া যাবে না। কড়া পদক্ষেপও করা যাবে না তাঁর বিরুদ্ধে।

স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে বড় পদক্ষেপ, বেসরকারি হাসপাতালে রেফারে রাশ টানতে কড়া সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের। সরকারি হাসপাতালের রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে রেফারে রাশ টানতে চলেছে সরকার। রাশ টেনে নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য ভবনের। প্রসঙ্গত, রেফার রোগ বাংলার বুকে নতুন নয়। রোজই ভূরি ভূরি অভিযোগ আসে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে। রোগীর পরিজনের একটা বড় অংশের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালে তাঁদের রোগীকে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসার পরিবর্তে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময়েই রেফার করা হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা বহু রোগীর পরিজনদের থেকেও উঠেছে এই অভিযোগ। অন্যদিকে শহর হোক বা মফঃস্বল, বহু বেসরকারি হাসপাতালে আজও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা নিয়ে রয়েছে জটিলতা। এদিকে সরকারি হাসপাতালের বদলে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর খরচ বহন করতে না পেরে ফাঁপরে পড়ছেন রোগীর পরিজনেরা। দেওয়ালে কপাল ঠুকেও হচ্ছে না কাজ। হয়ে যাচ্ছে বড় বিপদ। এবার এই সঙ্কট কাটাতে মাঠে নেমে পড়েছে সরকার। বেসরকারি হাসপাতালে রেফারে তলব করা হচ্ছে কৈফিয়ত। যে চিকিৎসক রেফার করছেন তাঁকেই দিতে হবে এই কৈফিয়ত। কেন করলেন, কী সমস্যা, রোগীর রোগের চিকিৎসা কেন সংশ্লিষ্ট সরকারি হাসপাতালে হচ্ছে না, সমস্ত বিষয়ে দিতে হবে কৈফিয়ত। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি যে বেসরকারি হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেই হাসপাতালের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের এই নতুন নির্দেশিকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নানা মহলে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, সরকারি কর্তারা মনে করছেন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক যদি স্বাস্থ্যসাথীর রোগীকে কোথাও রেফার করতে চান তাহলে সরকারি হাসপাতালে রেফার করাও দস্তুর। কিন্তু, কেন তিনি সরকারি হাসপাতালে না পাঠিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন সেই বিষয়ে দিতে হবে কৈফিয়ত। জবাবে সন্তুষ্ট না হলেই নেওয়া হবে ব্যবস্থা।

রাজ্যপালকে দেওয়া অভিষেকের চিঠির জবাব এল কেন্দ্র থেকে, কী রয়েছে তাতে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ ৩০ জনের প্রতিনিধি দলকে নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি ছিল একশো দিনের কাজে কেন্দ্রের বকেয়া আদায়। চিঠিও দিয়েছিলেন। রাজ্যপাল সেই চিঠি পরের দিনই পৌঁছে দিয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রের তরফে রাজ্যপাল সেই চিঠি জবাব পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানালেন। বুধবার রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সাংবাদিকদের বললেন, আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজ নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তর এসেছে কেন্দ্র থেকে। তিনি জানান, চিঠি তিনি পেয়েছেন, তা তিনি তাঁর সাংবিধানিক সহকর্মী, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি বিষয়ে নিয়ে জানিয়েছে। তা

আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজ নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তর এসেছে কেন্দ্র থেকে।
-রাজ্যপাল আনন্দ বোস

মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলেও জানালেন তিনি। অক্টোবরের শুরুতেই রাজভবনের সামনে ধরনায় বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে চর্চাও কম হয়নি। এরপর রাজভবনে রাজ্যপাল অভিষেককে সময় দেন। ৯ অক্টোবর ৩০ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান অভিষেক। একশো দিনের কাজের টাকা না পাওয়া বঞ্চিতদের চিঠিও নিয়ে যান। সঙ্গে সেদিন রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি জমা দেন অভিষেক। তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজভবনের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তিনি ধৈর্য্য ধরে অভিষেকদের বক্তব্য শুনেছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলেও আশ্বাস দেন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন অভিষেক। রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের পর ধরনা তুলে নেয় তৃণমূল। আর এদিকে বৈঠকের পরদিনই দিল্লি যেতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যপালকে। এরপর বোস অভিষেককে আশ্বাস দেন, বিষয়টি কেন্দ্রের গোচরে আনা হয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে সে কথা জানিয়েছিলেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এরপর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক রাজ্যপালের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন।

থাকবেন মমতা, পাশে থাকবেন অভিষেক! কালীপুজোর পরই বিরাট কাণ্ড তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ দীপাবলি মিটলেই আন্দোলনে ঝাঁঝ বাড়াতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১৬ নভেম্বর বিজয়া সম্মেলনের আদলে সভা করতে পারে তৃণমূল। সূত্রের খবর, সেই সভায় বক্তব্য রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শীর্ষ নেতারা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নেতারা থাকবেন। লোকসভার আগে এই সভা থেকে আন্দোলনের ডাক দিতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। পুরনো কর্মী ও বর্ষীয়ান নেতাদের সংবর্ধনা। যাঁরা অনেকদিন সক্রিয় রাজনীতিতে নেই, বসে গিয়েছেন, তাঁদেরকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসা। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তাই এখন থেকেই একজোট হওয়ার লক্ষ্যে এগোবে তৃণমূল। কলকাতাতেও বিধানসভা ভিত্তিক বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে শাসক দলের তরফে। লক্ষ্য লোকসভা। তাই প্রতিদিন প্রচারে থাকার নির্দেশ দলের নেতা-কর্মীদের। পুজো মিটতেই রাস্তায় নামার নির্দেশ দলের নেতা-কর্মীদের। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বঞ্চনা নিয়ে এলাকায় রোজ রোজ প্রচার করতে বলা হয়েছে। বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে সেই প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছে। রাজভবনের ধরনা মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়েছিল, ৩১ অক্টোবর অবধি তারা অপেক্ষা করবে। কেন্দ্র যথাযথ জবাব না দিলে ১ তারিখ থেকে ফের রাস্তায় নামা হবে, এমনটাই জানিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নামবেন। সূত্রের খবর, এই আন্দোলন করার জন্য সব বিধায়ক তার এলাকার ব্লক ভিত্তিক বঞ্চিতদের তালিকা তৈরি করছেন তা নিয়ে আন্দোলন হবে। দীপাবলি মিটতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

কালীঘাটের নালার পাশে লোকের জায়গা জবর দখল করে বড়লোক হইনি শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ নাম না করে তাঁর সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পালটা আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বাঁকুড়ার কোতুলপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব কিছু আয়করে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ রয়েছে নির্বাচনী হলফনামাতেও। এদিন শুভেন্দু বলেন, ''মিথ্যাবাদী, লায়ার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি শুনে রাখুন। আপনার ভাইপো, আপনার পরিবারের আয়করে কিচ্ছু দেখানো নেই। আমার সব দেখানো আছে। পেট্রল পাম্প সব বৈধ। আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগের পেট্রল পাম্প। আয়কর রিটার্ন দেখে নেবেন, ২১ সালে শুভেন্দু অধিকারীর হলফনামা দেখে নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া। আপনার মতো কালীঘাটের নালার পাশে লোকের জায়গা জবর দখল করে বড়লোক হইনি।'' এর আগে নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমি শুনেছি কার ৭০-৮০টা ট্রলার আছে। পেট্রল পাম্প আছে। আমরা জানি না বিজেপির কোন নেতার কত সম্পত্তি আছে। সেগুলি কী করে হল? এবার কাগজপত্র আমরাও বের করতে শুরু করব। তদন্ত আমরাও করতে পারি। এটা ভুলে যাবেন না। সহ্যেরও একটা সীমা-পরিসীমা আছে। কোনও কিছু লিমিটলেস হয়ে গেলে তখন বলতেই হয়। ইনভেস্টিগেশন আমরাও করব। তখন ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই গ্রেফতার করা হচ্ছে।''

জ্যোতিপ্রিয়র বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট! কোটি কোটি লেনদেন? রেশন-কাণ্ডে তৈরি হচ্ছে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার ইডি-র তদন্তকারীদের নজরে 'সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার'দের নাম। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত, রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ৩টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিস পেয়েছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা। ইডির অভিযোগ, জ্যোতিপ্রিয়র প্রচুর বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি 'সন্দেহজনক ব্যক্তিদের' নামে রয়েছে। বেনামি অ্যাকাউন্টগুলি যাঁদের নামে, এবার তাঁদের লিস্ট তৈরি করেছে ইডি। সেই লিস্ট ধরে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে সূত্রের খবর। ইডির অভিযোগ, এই বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলোর মাধ্যমেই কোটি কোটি টাকা লেনদেন করা হত। অন্যদিকে, রেশন দুর্নীতি মামলায় জোতিপ্রিয় মল্লিকের আপ্ত সহায়ক শান্তনু ভট্টাচার্য ও কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অভিজিৎ দে-কে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। কারণ, ইডি সূত্রে খবর, জ্যোতিপ্রিয়র বাড়ি থেকে যখন বেসরকারি স্ট্যাম্প বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তখন জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে ও স্ত্রী এই বিষয়ে মুখ খোলেননি। তাঁরা দায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন অভিজিৎ দে-এর উপর। ইডি সূত্রের দাবি, প্রিয়দর্শীনি মল্লিক ও মণিদীপা মল্লিক (জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে ও স্ত্রী) ইডি-কে বয়ান দেন, কোম্পানির নথি ও কোম্পানির সম্পত্তি বিষয়ক নথিতে অভিজিতদের কথা ও পরামর্শতেই সই করতেন। কোম্পানির বিষয়ে তাঁরা জানেন না কিছু। তাই এবার কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অভিজিৎ দে-কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করবে ইডি। জ্যোতিপ্রিয়র পিএ শান্তনু ভট্টাচার্য বাঁকুড়ার দু'টি কোম্পানির আংশিদারিত্বে ছিলেন। ওই কোম্পানিতে ব্যবসা হত না। কালো টাকা সাদা করার জন্য এই কোম্পানি খোলা হয়েছিল? সেটাও জানতে চায় ইডি। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কম্যান্ড হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষা জন্য নিয়ে আসা হয়। মেডিক্যাল বোর্ড আগের যেসব প্রেসক্রিপশন ছিল, সেগুলি খতিয়ে দেখে। সুগার, বিপি-সহ বিভিন্ন মেডিক্যাল পরীক্ষা চলে। প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা পরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কম্যান্ড হাসপাতাল থেকে বের করে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে জেরা করা হয় বলে সূত্রের খবর।

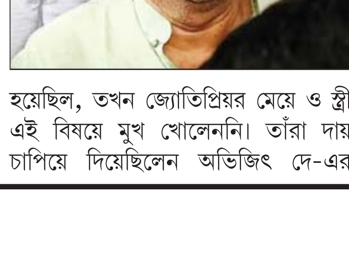

কালীপুজোয় বারাসতে একাধিক বিধিনিষেধ জারি পুলিশের

উত্তর ২৪ পরগনা, ১ নভেম্বর ঃ বারাসতের কালীপুজোর জনপ্রিয়তা দেশজোড়া। দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজো শেষে এবার শুরু হয়েছে কালীপুজোর প্রস্তুতি। শ্যামা মায়ের আরাধনায় সেজে ওঠে বারাসত সহ উত্তর ২৪ পরগনা। কিন্তু, কালীপুজোর আগে জনতা অর্থা দর্শনার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পুলিশ।নির্দেশিকা জারি করে বারাসত পুলিশ জেলার তরফে জানানো হয়েছে, এবছর কালীপুজোয় জাতীয় ও রাজ্য সাকের উপরে কোনও ধরনের পুজোর তোরণ করা যাবে না। এই নির্দেশের পরই একাধিক পুজো কমিটির দাবি, এতে কমে যাবে পুজোর জৌলুস।নাওয়া খাওয়া ভুলে যুদ্ধকালীন তপরতায় কাজ করছেন বারাসতের মণ্ডপশিল্পীরা। এর মধ্যেই তোরণ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি হতেই অসন্তুষ্ট পুজো কমিটিদের একাংশ। কিন্তু পুলিশ সূত্রে খবর, দর্শনার্থীদের সুরক্ষার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।বুধবার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, কালীপুজো উপলক্ষে লাখ লাখ মানুষ আসেন বারাসতে ঠাকুর দেখতে। কলকাতা থেকে শহরতলির বাসিন্দারা ভিড় করেন কালীপুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে। কালী পুজোর আর বাকি হাতে গোনা ক'দিন। ভিড় সামাল দিয়ে সুষ্ঠ পথে ঠাকুর দেখার সুযোগ করে দিতে সেই নিয়ে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে অতি সম্প্রতি বৈঠকে বসেন বারাসত জেলা পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা। সেই বৈঠকেই এই বিপুল ভিড় সামাল দিতে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও জারি করা হয় বিধি নিষেধও।

কলকাতার শিক্ষাঙ্গনে র‍্যাগিং, এবার পড়ুয়াকে শারীরিক নিগ্রহ, কুইঙ্গিত সিনিয়রদের

দুরন্ত বার্তা,১নভেম্বরঃ আবারও কলকাতায় এক ছাত্রের উপর কলেজের ' বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠল। ' ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, কলেজের সিনিয়রেরা ওই পড়ুয়ার উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এ নিয়ে মঙ্গলবার আনন্দপুর থানায .অভিযোগ দায়ের করেছে ' ছাত্রের পরিবার। পুলিশের দাবি, ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়েছে।আক্রান্ত ছাত্র পূর্ব কলকাতার একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। তাঁর বাড়ি রামগড়ে। ছাত্রের বাবা বলেন, পুজোর আগে গত ১১ অক্টোবর এক বার আমার ছেলের উপর আক্রমণ হয়েছল। সেই সময় আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানাই। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, যাতে থানায় না যাই। আমরাও তখন ভেবেছিলাম, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে আইনি পথে যাব না। কিন্তু ফের একই ঘটনা ঘটল।ওই ছাত্রের বাবা আরও বলেন, আমার ছেলে গাড়ি চালিয়ে কলেজে যায়। বুধবার ফেরার সময় ওর উপর হামলা হয়। গাড়ি থেকে নামিয়ে সিনিয়র দু'জন পড়ুয়া ওকে বেধড়ক পেটায়। জামাকাপ। ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিই। ছাত্রের বাবা এ-ও জানিয়েছেন, বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে তাঁর ছেলের মেডিক্যাল পরীক্ষা করে সেই রিপোর্ট আনন্দপুর থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।ন্ডপুলিশের বক্তব্য, ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। সেই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ' ছাত্রের বাবা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে মঙ্গলবারের ঘটনার পর ট্রমার মধ্যে রয়েছেন।

কল্পতরু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্ধোপাধ্যায়।

অভিষেক দাস, মালদাঃমালদার চাঁচলে নিহত শ্রমিকের স্ত্রীকে হোমগার্ডের কাজে নিযুক্ত করলেন রাজ্য সরকার।মালদহ পুলিস লাইনে ৪২ দিন প্রশিক্ষণ শেষে মঙ্গলবার থেকে চাঁচল থানায় কাজে যোগ দিয়েছে রুপসেনা খাতুন।ন্ডজানা গিয়েছে, গত চার মাস আগে উড়িষ্যার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত হন চাঁচল ২ ব্লকের ধানগারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াঘাটের পরিযায়ী শ্রমিক মাসরেকুল।ন্ডা।তে কফিন দেহ ফিরার পর রাজ্য সরকার,রেল ও প্রধানমন্ত্রীর তরফে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।সেসময় রাজ্য সরকার তরফে ওই পরিবারের একজন সদস্য সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।অবশেষে তা বাস্তবায়িত করা হয়েছে।ন্ডদুই সন্তানের ভবিষ্যত দেখে রাজ্য সরকার রুপসেনা খাতুনকে হোমগার্ডের কাজে নিযুক্ত করেন। চাঁচল থানায় কাজে যোগ দিয়ে তিনি স্থানীয় পুলিস প্রশাসন ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

যৌথভাবে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনে করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার যৌথভাবে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন । এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় ছুঁয়েছে। নয় বছরে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে তা বহু দশকেও হয়নি। অন্যদিকে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন জোরদার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বুধবার সকাল ১১টার দিকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের সহায়তায় তৈরি তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প যৌথভাবে উদ্বোধন হয় । এই তিনটি প্রকল্প হলো- আখাউড়া-আগরতলা আন্ত ঃসীমান্ত রেল সংযোগ, খুলনা-মংলা বন্দর রেল লাইন এবং মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্টের ইউনিট-২। এদিনের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমরা আবার ভারত-বাংলাদেশের সাফল্য উদযাপন করতে একত্রিত হয়েছি। আমাদের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় ছুঁয়েছে। নয় বছরে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে তা বহু দশকেও হয়নি। দুই দেশের মধ্যে স্থলসীমান্ত চুক্তি ও সামুদ্রিক চুক্তি হয়। উভয় দেশের আশা-আকাঙ্খা পূরণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তিনটি নতুন বাসের সার্ভিস চালু হয়েছে। গত নতুন বছরে তিনটি রেল পরিষেবাও চালু হয়েছে।ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন জোরদার করার জন্য আপনার প্রতিশ্রুতির জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৩-৫ নভেম্বর ডিমাসা সাহিত্য সভার রজতজয়ন্তী ডিমা হাসাও জেলার মাইবাঙে

হাফলং (অসম), ১ নভেম্বর ঃ ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গুচ্ছ কার্যসূচি গ্রহণ করেছে ডিমাসা সাহিত্য সভা। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত তিনব্যাপী ডিমাসা সাহিত্য সভা রজতজয়ন্তী উদযাপন ও বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে ডিমা হাসাও জেলার মহকুমা সদর মাইবাঙে।রজতজয়ন্তী উদযাপন ও বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। ডিমাসা সাহিত্য সভার তিন দিনের রজতজয়ন্তী উদযাপন ও বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যসূচির মধ্যে রয়েছে বইমেলা, বিভিন্ন প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রকাশ্য অধিবেশন সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান।ডিমাসা সাহিত্য সভার তিন দিন ব্যাপী রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকবেন রাজ্যের বিদ্যুৎ তথা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং। এছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা, উপাধ্যক্ষ বিমল হোজাই, পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যরা। তাছাড়া আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে অসম সাহিত্য সভা, ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্য সভা, কুকি মার কারবি মিসিং রাভা তিওয়া খাসি জয়ন্তিয়া রাংখল নেপালি সাহিত্য সভার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।কেবল তা-ই নয়, নেপালের ধিমল অ্যাথনিক ডেভোলপমেন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিকে ৫ নভেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে ডিমাসা সাহিত্য সভা। ডিমাসা সাহিত্য সভার তিন দিনের রজতজয়ন্তী উদাযাপন ও বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে মাইবাং ডিগ্রি কলেজের খেলার মাঠে।

অবৈধ বালি উত্তোলন এবং অস্ত্র মামলায় 'স্বস্তি সৌমিত্রর

দুরন্ত বার্তা,১নভেম্বরঃ গ্রেফতারি পরোয়ানা থেকে স্বস্তি পাচ্ছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশ, ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে হাজিরা দিয়ে আগাম জামিন নিতে পারবেন সাংসদ। এবং তিনি হাজিরা দিলে জামিন দিতে হবে।ন্ডউল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বাঁকুড়ার পাত্রসায়র এবং বিষ্ণুপুর থানায় সৌমিত্রের বিরুদ্ধে অবৈধ বালি উত্তোলন এবং অস্ত্র আইনে করা মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। সৌমিত্রের বিরুদ্ধে নদীর চর থেকে অবৈধ ভাবে বালি তোলার মামলা আগে থেকেই ছিল। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানের পর তাঁর বিরুদ্ধে চার চারটি গুরুতর অভিযোগে মামলা হয়। এ জন্য ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রচারেও যেতে পারেননি সাংসদ।ন্ড সে সময় হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সৌমিত্র। কিন্তু সেখানে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। প্রচারের জন্য বাঁকুড়ায় ঢোকার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেলে সৌমিত্রকে প্রশ্ন করা হয়, ' বর্তমানে সাংসদ? আপনার বিরুদ্ধে চারটি মামলা? অস্ত্র আইনেও মামলা রয়েছে? আপনি দল বদল করেন? আগে কোন দলে ছিলেন? এখন কোন দলে গিয়েছেন?'' পরে শুধুমাত্র মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে বাঁকুড়ায় ঢোকার অনুমতি দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু প্রচারের জন্য বাঁকুড়ায় ঢোকার অনুমতি শীর্ষ আদালত থেকে পাননি তিনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, তার জন্য সৌমিত্রকে কলকাতা হাই কোর্টেরই দ্বারস্থ হতে হবে।শেষে লোকসভা ভোটের পর বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে বাঁকুড়ায় ঢোকার অনুমতি দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। সাংসদ হিসাবে কাজ করার জন্য বাঁকুড়ায় ঢোকার অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণা, বালি পাচার এবং অস্ত্র আইন-সহ একাধিক মামলা চলছে। আদালতের নির্দেশে ওই দুই মামলায় গ্রেফতারি এড়াতে আগেই আগাম জামিনের জন্য আবেদন করতে পারতেন সৌমিত্র। সে জন্য তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হত। সেটা সাংসদ করেননি। সম্প্রতি আবার সাংসদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লিঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনঃদন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্ট কে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক

ছটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ ছটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১ নভেম্বর কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদী হিন্দি, ইংরেজি এবং রাজ্যগুলির ভাষায় 'এক্স'-এ অভিনন্দন জানিয়েছেন।হরিয়ানার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছেন, রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে হরিয়ানার সমস্ত পরিবারের সদস্যদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই রাজ্য সর্বদাই কৃষি এবং প্রতিরক্ষার মতো বিষয়ে দেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আমি কামনা করি এই রাজ্য উন্নযনের প্রতিটি প্যারামিটারে নতুন রেকর্ড তৈরি করুক।মধ্যপ্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে মধ্যপ্রদেশের সমস্ত পরিবারের সদস্যদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের মধ্যপ্রদেশ প্রতিদিন উন্নযনের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে অমৃতকালে দেশের সিদ্ধান্তগুলিকে উপলব্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই রাজ্য উন্নতির পথে এগিয়ে চলুক এই কামনা করি।কর্ণাটকের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, কর্ণাটকের রাজজ্যোসবে আমরা কর্ণাটকের মহান চেতনা উদযাপন করছি। এই রাজ্যের জনগণ উষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তার মিশ্রণ। কর্ণাটক তার প্রতিষ্ঠা দিবসে উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের জন্য অনুপ্রাণিত হতে থাকুক।প্রধানমন্ত্রী কেরল সম্পর্কে মালাযালাম এবং ইংরেজিতে লিখেছেন, কেরলের পিরাভি উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা। কেরল তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। কেরালাবাসীরা স্থিতিস্থাপকতা এবং সংকল্পের প্রতীক।অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, এই গতিশীল রাজ্যের মানুষকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাদের অসাধারণ প্রতিভা, দৃঢ় সংকল্প এবং দৃঢ় অধ্যবসা দিয়ে .এখানকার জনগণ তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের ছাপ রাখছেন। তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্কে আরও কড়া রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা,১নভেম্বরঃ বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্ক নিয়ে চিঠি লিখলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।চিঠি তে তিনি সাফ জানান রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি মোছার চেষ্টা চলছে। অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না।ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া শান্তিনিকেতনের নামফলকে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। তা নিয়ে সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা প্রাপ্ত শান্তিনিকেতনের নামফলকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম না থাকা নিয়ে উপাচার্যকে ভুল সংশোন করার পরামর্শ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীও । উপাচার্যের ' আক্রমণ করলেন। রাজ্যপালও চিঠি লিখেছিলেন বিদ্যুৎচক্রবর্তীতে। পালটা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন উপাচার্য। সেই বিতর্ক এখনও থামেনি। এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এদিন ফের বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে চিঠি পাঠালেন তিনি। বললেন, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি মোছার চেষ্টা চলছে। বিশ্বভারতীতে নিয়ম ভাঙা হয়েছে। এই বিষয়টি যে বরদাস্ত করা হবে না, এদিন সাফ তা জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল।

তিন বছর পর আবার কলকাতায় বাজি বাজার, ব্যবসায়ীদের নজর হাই কোর্টের দিকে

দুরন্ত বার্তা,১নভেম্বরঃ ২০১৯ সালের কালীপুজো ও দিপাবলির আগে শেষ বার বাজি বাজারের আয়োজন হয়েছিল কলকাতায়। তার পর কোভিড সংক্রমণের কারণে আর কলকাতার শহিদ মিনারে বাজি বাজার বসেনি। কিন্তু এ বার অনেক আগে থেকেই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল সংগঠনের তরফে। অনুমতি পেতে আবেদন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অনুমতি পেয়ে গিয়েছেন বাজি ব্যবসায়ীরা। তবে এই উৎসবের মরসুমে শব্দবাজি পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে বলে আশঙ্কা করে কলকাতা হাই কোর্টে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। বুধবার সেই মামলার শুনানি রয়েছে। তাই বাজি ব্যবসায়ীরাও কলকাতা হাই কোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে।সেই অনুমতি পাওয়ার পর বুধবার থেকে বাজি বাজারের স্টল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ৬-১২ নভেম্বর কলকাতার শহিদ মিনারে বসবে বাজি বাজার। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক শান্তনু দত্ত বলেন, ' বাজারের স্টলগুলি তৈরি করতে তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে। বাজারের প্রস্তুতিপর্ব খতিয়ে দেখতে ৪ নভেম্বর কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা পরিদর্শনে আসবেন। সব পরিকল্পনা মাফিক এগোলে আগামী সোমবার থেকে পুরোদমে বাজি বাজার শুরু হয়ে যাবে।'' এ বছর বাজি বাজারে শুধু মাত্র কিউআর কোড যুক্ত সবুজ বাজি বিক্রি হবে বলে জানানো হয়েছে। ভারত সরকারের ঠিক করে দেওয়া ১২৫ ডেসিবেল শব্দতরঙ্গের মধ্যে সব বাজিই পাওয়া যাবে বাজি বাজারে।ন্ডঅন্য দিকে, বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টে বাজি সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি হবে। এই মামলাটি দায়ের করেছে ' মঞ্চ' নামে একটি সংগঠন। তাদের বক্তব্য, সরকার শব্দবাজির মাত্রা ১২৫ ডেসিবেলে বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু পরিবেশগত কারণে বাজির শব্দ ৯০ ডেসিবেলের বেশি হওয়া উচিত নয়। তাই সংগঠনের আবেদন, শব্দবাজির মাত্রা ৯০ ডেসিবেল করে দেওয়া হোক। সারা বাংলা আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির তরফে বাবলা রায় বলেন, ' মাত্রা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাড়ায়নি। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সারা ভারতের জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সে হেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছুই করার নেই। যা হচ্ছে, সবই উচ্চ আদালতের নির্দেশে। তবে, বাজারে বিক্রির জন্য আনা সব বাজিকেই সবুজ আতশবাজি হতে হবে।''

শুভেন্দুর সভা নিয়ে বড়ো রায় কলকাতা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা,১নভেম্বরঃ গত বৃহস্পতিবার আচমকাই কলকাতায় গিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। তার পর বিজেপিকে নিয়ে নানা সভায় খড়্গহস্ত তিনি। তাঁর পাল্টা জবাব দিতে কোতুলপুরের মাটিকেই বেছে নিয়েছে বিজেপি। শুরু হয় বিজয়া সম্মিলনী এবং সভার আয়োজন। বুধবার সেখানে শুভেঃদু অধিকারীর থাকার কথা। মঙ্গলবার বিজেপি নেতৃত্ব জানান, পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বুধবার বেলা গড়িয়ে গেলেও সেই অনুমতি আর মেলেনি। অন্য দিকে, মঞ্চ বাঁধার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এক-দু'জন করে বিজেপি কর্মীরাও মঞ্চে আসতে শুরু করেছেন। এই অবস্থায় হাই কোর্টের নির্দেশের দিকে তাকিয়ে ছিল বিজেপিএরপর হাইকোর্ট জানায় বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারীদের সভা এবং বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে অনুমতি দেওয়ার জন্য আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল বাঁকুড়ার পুলিশকে। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ, আধ ঘণ্টার মধ্যে নির্দেশ কার্যকর না হলে পুলিশকে হাজিরা দিতে হবে।বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, দুপুর ২টোর মধ্যে পুলিশ অনুমতি না দিলে বাঁকু।ার পুলিশ সুপারকে হাজিরা দিতে হবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। বিচারপতির মন্তব্য, ' অনুমতি নয়, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে পুলিশ সুপারকে। না হলে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করব।''ন্ডউল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আগে কোতুলপুরের বিধায়কের দলবদলে গেরুয়া শিবিরের মধ্যে অস্বস্তি রয়েছে। তার মধ্যে গত বেশ কিছু দিন ধরে বাঁকুড়ায় গোষ্ঠীকোঃদলের সমস্যায় ভুগছে বিজেপি। তাই এই সভার মাধ্যমে বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের বার্তা দিতে চান নেতৃত্ব।ন্ডহাই কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখা বলেন, ' করি, কিছু ক্ষণের মধ্যেই অনুমতি এসে যাবে। বিজয়া সম্মিলনীর অনুমতির জন্য কেন আদালতের কা। না।তে হবে? এখন পুলিশ অনুমতি না দিলেও সভা হবে।''

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২নভেম্বর ঃবৃহৎবার, ১৫কার্তিক মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২নভেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৫কার্তিক মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫কার্তিক মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৫কার্তিক মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন
বৃষভ রাশিঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। অতীতের বিনিয়োগ
মিথুন রাশিঃআপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। ব্যস্ততার মধ্যে বিনিয়োগ করবেন
কর্কট রাশিঃজীবনের প্রতি গম্ভীর মনোভাব বর্জন করুন। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু টাকা ।
সিংহ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। সংসারে শান্তি হবে
কল্যারাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে
তুলা রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার বন্ধু বান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু হবে
ধনু রাশিঃ মদ্যপান করবেন না-এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং গাঢ় বিশ্রাম হয় না। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।
মকর রাশিঃকোন বন্ধুর দ্বারা জ্যোতিষতাত্বিক পথপ্রদর্শন আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য ভালো করতে উসাহিত করবে।শুভদিন
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে।
মীন রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। হাঁটার সময় আপনার আরো সতর্ক থাকা উচিত। আশীর্বাদ এবং সৌভাগ্য আপনার পথে আসায় -এবং অতীতের কঠোর পরিশ্রমগুলি ফল আনায় ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হবে। শিশুদের সঙ্গে আপনার খারাপ ব্যবহার তাদের অসন্তুষ্ট করবে।

৮ মাস বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু! বিকল্প রুট জানালেন পুলিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ সেতুর উপর উঠলেই অসমান বাউন্স। লাফিয়ে চলে গাড়ি। দীর্ঘ ও লাগাতার ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে এক্সপ্যানশন জয়েন্ট। চাপ বেড়েছে সেতুকে দু-দিক দিয়ে টেনে রাখা উন্নত মানের ইস্পাত ফাইবারের টেনশন কেবলের উপর। ফলে প্রয়োজন মেরামতি। মেরামতির জন্য আজ থেকে টানা ৮ মাস বিদ্যাসাগর সেতুতে ভারী পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিকল্প রুট দিয়ে গাড়ি চলাচলের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন কলকাতা পুলিসের নগরপাল। পুলিসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিকল্প রুট হাওড়া থেকে কলকাতার দিকে এবং বিপরীত দিকে (বন্দর এলাকা বাদে) পণ্যবাহী ভারী গাড়ি ডিএলখান রোড হয়ে হসপিটাল রোড, ডাফরিন রোড, মেয়ো রোড, ধর্মতলা আসবে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে টালা ব্রিজ হয়ে ডানলপ দিয়ে নিবেদিতা সেতু হয়ে ঘুরে যাতায়াত করবে। বন্দর এলাকায় যাতায়াতকারী গাড়িগুলি নিবেদিতা সেতু হয়ে শ্যামবাজার মোড় ঘুরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে হেস্টিংস মোড় দিয়ে কেপি রোড হয়ে গার্ডেনরিচ বা খিদিরপুর ডক সহ বন্দর এলাকায় যাতায়াত করবে।

শিল্পপার্ক উন্নয়নের জন্য রাজ্যে ৯টি জেলায় ২৪টি জমি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপার্ক উন্নয়নের জন্য ৯ টি জেলায় ২৪ টি জমি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার এই মর্মে ঘোষণা করেছে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বস্ত্র শিল্প দফতর। বুধবার নবান্নর এক আধিকারিক জানান, 'স্কিম অফ অ্যাপ্রুভড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ২০০০' অনুযায়ী বিক্রি অথবা লিজে দেওয়া হবে জমিগুলো। বিক্রির ক্ষেত্রে সংলগ্ন জমির মূল্যই বিবেচিত হবে। একই জমির জন্য একাধিক আবেদনকারী থাকলে যিনি বেশি দিতে পারবেন, তাঁকেই জমি হস্তান্তর করা হবে। মূল্যের ১০ শতাংশ জমি চূড়ান্ত হওয়ার এক মাসের মধ্যে দিতে হবে। বাকিটা তিন মাসের কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমি বীরভূমে- ৭৯ একরের সামান্য বেশি। সেখানে জমি দেওয়া হবে চারটি ব্লকে। এর পরেই আছে বাঁকুড়ার তিনটি ব্লক। সেখানে জমি আছে প্রায় সাড়ে ৩৩ একর। অন্য যে সব জেলায় শিল্পপার্ক তৈরির জন্য জমি দেওয়া হবে, সেগুলোর মধ্যে আছে মালদা, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও পশ্চিম মেদিনীপুর। দফতর সূত্রের খবর, যে কোনও শিল্পপার্কে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির মাসুলে ছাড় দেওয়া হবে। এ ছাড়াও সরকারি নানা মাসুলে ছাড় মিলবে তিন কিস্তি। দেড় কিলোমিটার রাস্তা (টু লেন) তৈরির কোনও খরচ লাগবে না। বর্জ্য নিষ্কাশনের খরচ (প্রতি একরে ৫ লক্ষ টাকা হিসাবে) উদ্যোক্তাকে সরকার ফিরিয়ে দেবে। এ ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট জমির স্ট্যাম্প ডিউটির খরচও উদ্যোক্তাকে সরকার পরে দিয়ে দেবে।

তৃণমূল কাউন্সিলরদের সম্পত্তি বৃদ্ধির উৎসের ইডি তদন্ত চাইল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ গত এক দশকে বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলরদের সম্পত্তি বৃদ্ধির উৎস কী? তা নিয়ে তদন্তের আবেদন জানিয়ে ইডির কাছে স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপির বিধাননগর শাখা। বুধবার, সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির কার্যালয়ে হাজির হন বিধাননগরের বিজেপি নেতা, কর্মীরা। তাঁরা স্মারকলিপি জমা দিয়ে মূলত তৃণমূল কাউন্সিলরদের সম্পত্তি নিয়ে ইডির কাছে তদন্তের দাবি জানান। বিধাননগরের বিজেপি নেতা সঞ্জয় পয়রা বলেন, "সূত্র মারফত আমরা খবর পেয়েছি যে, বিধাননগর পৌরনিগমের অনেক প্রাক্তন এবং বর্তমান প্রতিনিধির সম্পত্তি বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। এমন পুর প্রতিনিধিও আছেন, যিনি নির্বাচনে যখন অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৭৭৩ টাকা পড়ে ছিল। তাঁদের সম্পত্তি হাজার গুণ বৃদ্ধি পেল কোন জাদুতে! এটা অস্বাভাবিক। এর উৎস কী? বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে যান বিজেপির প্রতিনিধিরা। বিজেপির পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দিতে যায়। কিন্তু সরকারি দফতরে এক জনকেই ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। বিজেপির এক প্রতিনিধি ভিতরে ঢুকে স্মারকলিপি জমা দেন। বিজেপি-র অভিযোগ, এক-একজন ২৪ লক্ষ, ৩০ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনতে পারছেন কী করে? আমরা এই লুটের টাকার হিসাব জানতে চাই। এগুলো কার টাকা? এটা ইডির কাছে জানিয়েছি। আয়ের উৎস কী সেটা ইডি তদন্ত করে দেখুক।"

বাড়ছে ক্যাট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ এবছরের কমন অ্যাডমিশন টেস্ট ('ক্যাট') আগামী ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ৩০ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর (২০২২) '২১-এর তুলনায় এই নিবন্ধনের বৃদ্ধির হার ছিল ১১। সংখ্যার হিসাবে ২.৫৫ লক্ষ আবেদনকারী। নামী ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য- ১৯৭৭ সালে ক্যাট পরীক্ষার সূচনা হয়। এ বছর এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে। প্রায় ৩.৩০ লক্ষ প্রার্থী সারা দেশের শীর্ষ কলেজগুলিতে এমবিএ ভর্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পাঠ সমাপ্তে অনেকেই বিদেশে মোটা বেতনের কাজ পেয়ে চলে যান। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট লখনউয়ের ডিসিশন সায়েন্সেস এরিয়ার অধ্যাপক এবং ক্যাট ২০২৩-এর আহ্বায়ক সঞ্জিত সিংয়ের মতে, আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা, এবং পুরো ক্যাট টিম, এই পরীক্ষায় আবেদনের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রচারমাধ্যমে লেখালেখি, প্রার্থীদের সময়োপযোগী অনুস্মারক, আরও পরীক্ষামূলক শহরের সংযোজন অর্থাৎ পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি আরও বেশি পড়ুয়াকে ক্যাট - এর জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যবহারকারী-বান্ধব অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম তৈরির মতো উদ্যোগ। রেকর্ড-উচ্চ নিবন্ধন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, তিনি বলেন, এই বছর, গুগল, অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, মেটা ইত্যাদির মতো বড় আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা, কর্মীদের ছাঁটাই করেছে। কিছু স্টার্টআপও বিভিন্ন সেক্টরে কাটছাঁটের ঘোষণা করেছে। এমন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁরা অনেকে আরও উচ্চ শিক্ষা নিতে পছন্দ করছেন। ভারতে মোট আইআইএম- এর সংখ্যা ২০। প্রতি বছর এগুলোর মোট আসনসংখ্যা ৫,১০০। গড়ে এগুলোর ফিজ ২০ লক্ষ টাকা। আগের তুলনায় ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় আর্থিকভাবে ততটা স্বচ্ছল না হলেও মেধাবী পড়ুয়াদের অনেকেই আইআইএম-এ ঢোকার চেষ্টা করছেন। দেশের মধ্যে প্রাচীনতম আইআইএম কলকাতায়। এটির যাত্রা শুরু ১৯৬১-তে। এর ১২ বছর বাদে তৈরি হয় বেঙ্গালুরুর আইআইএম। নবীনতম আইআইএম জম্মুতে। এটি তৈরি হয় ২০১৬। এমবিএ ছাড়াও এক্সিকিউটিভ এমবিএ, পিজিপি, পিজিডিএম প্রভৃতি পাঠ্যক্রমের আয়োজন করে বিভিন্ন আইআইএম। ভারত সরকার এগুলোকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছে। আইআইএম কলকাতা এবং আইআইএম আমদাবাদ এবং আইআইএম বেঙ্গালুরু রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায়।

প্রেমিকার ছবি বিকৃত করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট! গ্রেপ্তার প্রেমিক-সহ ৩

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১ নভেম্বর ঃ ইঞ্জিনিয়ার প্রেমিকের একাধিক বান্ধবী রয়েছে। জানতে পেরে কয়েকমাস আগে প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন প্রেমিকা। সেই রাগেই প্রাক্তন প্রেমিকার ছবি বিকৃত করে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর দুই বান্ধবীকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম সৌমেন মল্লিক। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। বাড়ি বাগদা থানার বাগদা বাজার এলাকায়। জানা গিয়েছে, কয়েকমাস আগে নিগৃহীত তরুণী জানতে পারেন, সৌমেনের সঙ্গে একাধিক মেয়ে ও মহিলার সম্পর্ক রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর পর ওই যুবতী প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এতেই চটে যায় সৌমেন। বিভিন্নভাবে প্রেমিকাকে আটকে রাখার চেষ্টা করে। অভিযোগ ওই যুবতীকে কোনওরকম বাগে আনতে না পেরে তার ছবি বিকৃত করে যুবতীর দুই বান্ধবীকে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিতে বলে প্রেমিক। বিষয়টি জানাজানি হতেই অস্বস্তিতে পড়ে যায় যুবতী। সুস্থ হওয়ার পর ২০ আগস্ট সাইবার ক্রাইম থানার দারস্থ হয় ওই যুবতী ও তার পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বেশ কিছুদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল। খবর পেয়েই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

সৌমিত্র খাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালত থেকে তাঁকে জামিন নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দের অবকাশকালীন বেঞ্চ। ২০১৯ সালে পত্রসায়ের ও বিষ্ণুপুর থানায় এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে বালি ও অস্ত্র মামলায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর আগে হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ থেকে জামিন নেন সৌমিত্র খাঁ। কলকাতা হাইকোর্ট নিম্ন আদালত থেকে জামিন নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং তার আগাম জামিন মঞ্জুর করে। যদিও নির্দেশ কার্যকর করেননি সৌমিত্র। ফলে গ্রেফতারি পরোয়ানা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এবার আরও একবার রক্ষাকবচ পেলেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া সাংসদ।

মদের আসরে হামলায় জখম বন্ধুর মৃত্যু কলকাতার হাসপাতালে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১ নভেম্বর ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ে মদের আসরে হামলায় জখম বন্ধুর মৃত্যু হলো কলকাতার হাসপাতালে। মদ্যপ অবস্থায় বন্ধুদের মধ্যে বচসা এবং মদের আসরে কথা কাটাকাটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার মুখে রড ঢুকিয়ে এক বন্ধুকে খুনের চেষ্টা করেছিল অন্য এক বন্ধু। শনিবার রাতের ওই ঘটনায় জখম তন্ময় দাসের মৃত্যু হলো বুধবার কলকাতার হাসপাতালে। প্রসঙ্গত, মদের আসরে বচসায় বন্ধুরের হাতেই আক্রান্ত হন তন্ময়। ঘটনাটি ঘটেছিল হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় আহত যুবক চিকিৎসাধীন ছিলেন কলকাতার এক হাসপাতালে। শনিবার রাতে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন তিনি। বাড়ির কাছে রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হয় দুই বন্ধুর। তারাও মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেখানেই ওই দুই বন্ধুর মধ্যে বচসার সূত্রপাত হয়। তবে, স্থানীদের একাংশের দাবি, একই আসরে তারা মদ্যপান করেছিল। তবে তদন্তকারীদের অনুমান, আসরে নয়, মদ চাওয়া বা খাওয়ানো নিয়ে বচসার সূত্রপাত। ওই পরিস্থিতিতে হঠাৎই এক অভিযুক্ত বন্ধু লোহার রড দিয়ে তন্ময়ের মুখে আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তন্ময়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হুলুস্থুল বেধে যায় ডোমজুড়ের নিব৷৷ দাসপাড়া এলাকায়। স্থানীয়রাই ঘটনাস্থল থেকে আহতকে উদ্ধার করেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তন্ময়কে ভর্তি করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

ডেঙ্গি আক্রান্ত কবি শ্রীজাত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১ নভেম্বর ঃ শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত এক দশকে এ রাজ্যে এত বেশি মানুষ ডেঙ্গি আক্রান্ত হননি। মৃতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। শহরের বাইরেও দেখা যাচ্ছে একই ছবি। এবার ডেঙ্গি আক্রান্ত হলেন কবি শ্রীজাত। কলকাতার মিন্টো পার্কের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে জ্বর না কমায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে তাঁকে। কয়েকদিন আগেই ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। আপাতত সুস্থ আছেন তিনি। আর এবার আক্রান্ত হলেন শ্রীজাত। জানা গিয়েছে, গত ৪-৫ দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই ছিলেন তিনি। জ্বর না কমায় আর ঝুঁকি নিতে চাননি তাঁর পরিবারের লোকজন। তবে খুব বেশি আশঙ্কার কারণ নেই বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, গত ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার ১০৫। এরপর ফের সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। শুধুমাত্র কলকাতাতে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ০২৯ জন। ইতিমধ্যেই হেল্পলাইন নম্বর খোলা হয়েছে রাজ্যের তরফে।

শুরু হয়ে গেছে ময়দানে বাজি বাজার তৈরির কাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ কলকাতায় বসতে চলেছে বাজি বাজার। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অনুমতি পাওয়ার পর বুধবার থেকে বাজি বাজারের স্টল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ৬-১২ নভেম্বর কলকাতার শহিদ মিনারে বসবে বাজি বাজার। ২০১৯ সালের কালীপুজো ও দীপাবলির আগে শেষ বার এই মেলার আয়োজন হয়েছিল কলকাতায়। তারপর কোভিড সংক্রমণের কারণে আর কলকাতার শহিদ মিনারে বাজি বাজার বসেনি। কিন্তু এ বার অনেক আগে থেকেই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল বড়বাজার ফায়ার ওয়ার্কস ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। অনুমতি পেতে আবেদন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অনুমতি পেয়ে গিয়েছেন বাজি ব্যবসায়ীরা। তবে এই উৎসবের মরসুমে শব্দবাজি পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে বলে আশঙ্কা করে কলকাতা হাই কোর্টে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। বুধবার সেই মামলার শুনানি রয়েছে। তাই বাজি ব্যবসায়ীরাও কলকাতা হাই কোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে। সেই সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক শান্তনু দত্ত বুধবার বলেন, "বাজি বাজারের স্টলগুলি তৈরি করতে তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে। বাজারের প্রস্তুতিপর্ব খতিয়ে দেখতে ৪ নভেম্বর কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা পরিদর্শনে আসবেন। সব পরিকল্পনা মাফিক এগোলে আগামী সোমবার থেকে পুরোদমে বাজি বাজার শুরু হয়ে যাবে।" এ বছর বাজি বাজারে শুধু মাত্র কিউআর কোড যুক্ত সবুজ বাজি বিক্রি হবে বলে জানানো হয়েছে। ভারত সরকারের ঠিক করে দেওয়া ১২৫ ডেসিবেল শব্দতরঙ্গের মধ্যে সব বাজিই পাওয়া যাবে বাজি বাজারে।

সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানার জমি থেকে কোটি কোটি টাকার কারখানার সামগ্রী দেদার লুঠের অভিযোগ

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ১ নভেম্বর ঃ আরবিটাল ট্রাইবুনালের রায় গিয়েছে টাটা মোটরসের পক্ষে। তারপর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে কাঁটা-ছেঁড়া। দায় ঠেলাঠেলি। বাংলায় এক ব্যাপক শিল্প সম্ভাবনা দুরমুশ হয়ে গিয়েছিল ২০০৮ সালে। কৃষকদের আন্দোলনের মুখে পড়ে পিছু হটেছিল টাটা গোষ্ঠী। নির্মীয়মাণ কারখানার কাজ মাঝপথে ফেলে রেখেই পাততাড়ি গুটিয়েছিল টাটা। পরে ২০১৬ সালে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, ওই জমি চাষবাসের উপযোগী করে কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই নির্দেশের পর টাটা গোষ্ঠীর নির্মীয়মাণ ন্যানো কারখানা ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় কারখানার কাজের বিভিন্ন সামগ্রী সিঙ্গুরের ওই মাঠেই পড়েছিল। যেমন লোহার রড, টিনের শেড, ক্যানেল পাইপ কিংবা কারখানার কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রী। কিন্তু সেসব এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ওই মাঠে। এখন শুধু মাঠজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বালি- সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাথরের মতো শক্ত ড্যালা। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কোথায় গেল এই যে গাদা গাদা লোহার রড, টিনের শেড, পাইপ? সব কি কর্পূরের মতো উবে গেল নাকি! স্থানীয় সূত্রে খবর, যে পরিমাণ সামগ্রী এই মাঠে পড়ে ছিল, তার বাজারদর আনুমানিক প্রায় কয়েক কোটি টাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সিঙ্গুরের এই জমি থেকে কোটি কোটি টাকার এই সব সামগ্রী দেদার লুঠ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। সিঙ্গুর আন্দোলনে তৃণমূল যে অনুঘটকের মতো কাজ করেছিল, তাতে অনেকটাই ভূমিকা ছিল সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের। সিঙ্গুর আন্দোলন ও তৃণমূলের প্রসঙ্গ উঠলে, একইসঙ্গে উঠে আসে মাস্টারমশাইয়ের কথাও। তিনি অবশ্য এখন খাতায় কলমে বিজেপির লোক, তবে সক্রিয় রাজনীতিতে এখন আর সেভাবে দেখা যায় না বর্ষীয়ান মাস্টারমশাইকে। সেই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যও এক বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন, সিঙ্গুরের এই জমি থেকে খুলে আম লুঠ হয়েছে কারখানার সামগ্রী। সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই বলছেন, বিপুল পরিমাণ চুরি হয়েছে। কারা চুরি করেছে সেটা এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় লোকেরাই হোক বা বাইরের ব্যবসায়ী হোক প্রচুর পরিমাণে জিনিস চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। বমাল চুরি ধরেও আমরা প্রতিকার চেয়েছিলাম, তখন আমি মন্ত্রীও ছিলাম কিন্তু কোনও প্রতিকার হয়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই এলাকায় চুরির উপদ্রব ঠেকাতে পুলিশ- প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপও করা হয়েছিল। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল এলাকায়। কিন্তু তারপরও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলেই অভিযোগ। হুগলি সাংগঠনিক জেলার বিজেপির যুব মোর্চার সদস্য সৌমিত্র পাখিরা এই নিয়ে রাজ্যকে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, এখানে যখন শিল্প তৈরি হয়, সেই সময় চুরি হয়। শিল্প চলাকালীন শ্রম চুরি হয়। আর শিল্প যখন পাততাড়ি গুটিয়ে নেয়, তখন রড-ইঁট-পাথর- কাঠ সব চুরি হয়। যদিও বর্তমানে সেখানকার তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য দায় ঠেলছে বাম জমানার দিকেই। স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা দুধ কুমার ধারা বলছেন, যদি চুরি হয়ে থাকে, তাহলে যে সময়ের ঘটনা তখন তো এখানে সিপিএম ছিল।

বিদ্যুতের খরচ কমছে চন্দননগরের জগদ্বাত্রী পুজোয়

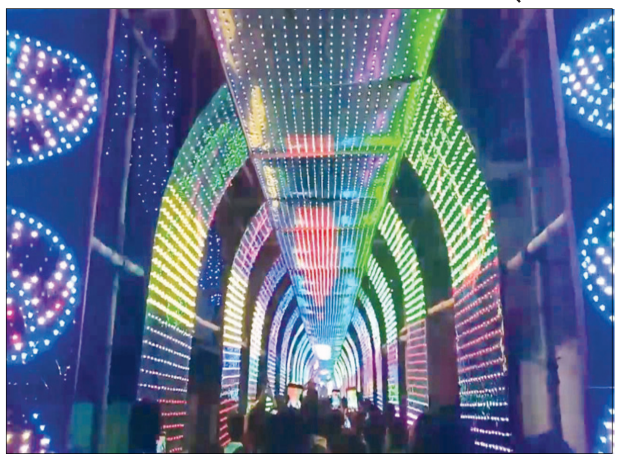

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ নভেম্বর ঃ এবার বিদ্যুতের খরচ কমছে জগদ্বাত্রী পুজোয়। শুধু তাই নয়, বিসর্জনের সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতাও কমবে। জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়েছে বিদ্যুৎ দফতর। আর কয়েকদিন। তারপরই জগদ্ধাত্রী পুজো। আর চন্দননগর যে এই পুজোর জন্য বিখ্যাত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু পুজো নয়, এখানকার লাইটিং দেখার জন্য জেলার বাইরের প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এলাকায়। সেই পুজো নিয়ে নানা ভাবনা যেমন থাকে পুজো কমিটিগুলির। তৎপর থাকে প্রশাসন। প্রতিবারই পুজোর আগে প্রশাসনিক বৈঠক করা হয়। কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা জানিয়ে দেওয়া হয় পুজো কমিটিগুলিকে। সেই মতো এবছরও চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, মেয়র চন্দননগর রাম চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী সহ পুলিশ ও বিদ্যুৎ দফতর, রেল, স্বাস্থ্য দফতর, পুরসভার জন প্রতিনিধি ও আধিকারিকরা। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের জেনারেল ম্যানেজার কিংকর সিং জানিয়েছেন, এই বছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিদ্যুৎ খরচ অনেকাংশে সাশ্রয় হবে। একটি হিসাব তুলে ধরে কিংকরবাবু বলেন, গত বছর ২৭০ টাকা প্রতি কিলো ওয়াট প্রতিদিন বিদ্যুৎ খরচ ছিল। এবার সেটা ১৮৮ টাকা করা হয়েছে। এতে বারোয়ারি পুজো গুলির বিদ্যুৎ খরচ অনেকটা কম হবে। চন্দননগরে প্রত্যেক বারোয়ারি পুজোতে আলোর খেলা দেখা যায়। বড় বড় গেট থেকে নানা ধরনের আলোর কারসাজি থাকে। সেখানে বিদ্যুৎ বেশি লাগে। তবে বিদ্যুতের দাম কমায় সেই খরচ কমবে। এছাড়া বিসর্জন ও রাতে শোভাযাত্রার জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার সময়ও কমানো হচ্ছে। একটা সময় ছিল দশমী ও একাদশীর দিন গোটা চন্দননগরকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা থাকত। কিন্তু এবার সেই সম্ভাবনা অনেক কম। কিংকর সিং বলেন, শোভাযাত্রার রুটে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হবে না। যেসব প্রতিমা দিনে বিসর্জন হয় সেগুলিকে বের করে গাড়িতে তোলার সময় আগে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হত। এবার প্রতিমা বের করার সময় বিচ্ছিন্ন হবে। আবার প্রতিমা বেরিয়ে গেলে লাইন জুড়ে দেওয়া হবে। আগের থেকে অনেক কম সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকবে। চন্দননগরে আন্ডার গ্রাউন্ড কেবলের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী বছর এই সমস্যাও থাকবে না। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির চেয়ারম্যান নিমাই দাস বলেন, আগে দুদিন বিদ্যুৎ থাকত না। অসুবিধা হত। তবে আমরা মানিয়ে নিতাম। এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। এ বছর ৬২ টি বারোয়ারি শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। ২৩২ টি লরি থাকবে। সেই শোভাযাত্রায় যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেটা বিদ্যুৎ দফতরকে দেখতে বলেছি।

বদল হচ্ছে ইকো পার্ক খোলা-বন্ধের সময়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১ নভেম্বর ঃ বাঙালি বরাবরই উৎসব প্রিয়, দুর্গাপুজো শেষ হলেও এখনো কিছু অনুষ্ঠান বাকি রয়েছে , আর এর পাশাপাশি ছুটির মরসুম থাকায় বাঙালির ঘোরাফেরার পালেও যে হওয়া লাগবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শহরবাসীদের ঝটিতি ভ্রমণের জন্য তালিকায় অন্যতম পছন্দের জায়গা ইকো পার্ক। তবে জানেন কী ১ নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে পার্ক খোলা ও বন্ধের সময়? ইকো পার্কের দেখভালের দায়িত্ব রয়েছে হিডকোর উপর। হিডকোর তরফে জানানো হয়েছে, সামনেই আসছে শীতের মরশুম। সেদিকে নজর রেখেই অন্যান্য বছরের মতো এবারও বদলে যাচ্ছে পার্ক খোলা বন্ধের সময়। কর্তৃপক্ষের তরফে নোটিস জানানো হয়েছে, এবার থেকে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ইকো পার্কের গেট খোলা হবে সকাল ১১ টায়। বন্ধ হবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিনের ক্ষেত্রে বাড়বে পার্কে বেড়ানোর সময়। সকাল সাড়ে দশটাতেই ঢোকা যাবে পার্কে। গেট বন্ধ হবে রাত সাড়ে সাতটায়। তবে ওই দিনগুলো পার্কে প্রবেশ করা যাবে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত। কারণ সাতটায় বন্ধ হয়ে যাবে পার্কের টিকিট কাউন্টার। ১ নভেম্বর অর্থাৎ আজ থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পার্কে ঢোকা ও বেরনোর সময়ে একই থাকবে। তবে আগের মতোই সোমবার বন্ধ থাকছে ইকো পার্ক। তবে যদি কোনও উৎসবের দিন সোমবার পড়ে সেক্ষেত্রে পার্ক খোলা রাখা হবে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। তবে প্রার্তভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে নিয়মের কোনও বদল হচ্ছে না। কচিকাচা থেকে কলেজ পড়ুয়াদের ডে-আউট , প্রেমিক-প্রেমিকার ডেটিং থেকে সপরিবারে পিকনিক সবেরই ডেস্টিনেশন হয়ে ওঠে ইকো পার্ক। ভারতীয় যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, নিক্কোপার্কের পাশাপাশি এই মরশুমে ভিড় বাড়ে আকার আয়তনে বৃহত্তম ইকো পার্কেও। ২০০ একর জলাশয়-সহ ৪৮০ একর জমি নিয়ে তৈরি এই পার্ক অবস্থিত নিউটাউনে। সিটি সেন্টার ২ ও প্যাঁচার মোড় থেকে অনতি দূরে অবস্থিত এই পার্কে ছুটির দিনে পা রাখার জায়গা থাকে না শীতের মরশুমে।

৮ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, শীতের আমেজ কমে বাড়বে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ জেলায় জেলায় কমছে শীতের আমেজ। কলকাতায় দুপুরে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কিছুটা অনুভব হতে পারে। বৃষ্টি হবে পার্বত্য জেলাতে। হাওয়া বদল ঘটছে। পূর্ব দিক থেকে বাতাস বইছে। ধীরে ধীরে পূবালী হাওয়ার প্রভাব বাড়বে। আপাতত ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। নভেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রা আরও একটু বাড়তে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে আগামী কয়েক দিন। শীতের আমেজ কিছুটা কমে যাওয়ার আশঙ্কা। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে খুব সকালে হালকা শীতের আমেজ থাকবে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত তাপমাত্রা এরকমই থাকবে। হেমন্তের আবহাওয়ায় তাপমাত্রা ওঠানামা করবে আগামী বেশ কিছুদিন। এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। পুবের হাওয়া চলবে আগামী কয়েক দিন। ধীরে ধীরে পূবালী হাওয়ার প্রভাব বাড়বে। সঙ্গে ঢুকবে জলীয় বাষ্প। তাই আগামী কয়েক দিন উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে আংশিক মেঘলা থেকে কোথাও পুরোপুরি মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬ জেলায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা খুব কম। বৃষ্টির পর মেঘ কেটে গেলে আবারও নামবে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে খুব হালকা বৃষ্টি হতে পারে পার্বত্য এলাকাতেও। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কিছু এলাকায় হালকা দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। ইতিমধ্যেই শীতের আমেজ অনেকটাই বেড়েছে। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ক্রমশ শুকনো হবে বাতাস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও শীতের আমেজ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। কলকাতায় আগামী কয়েক দিনে পুবালী হাওয়ায় জলীয় বাষ্প ঢুকবে। তাই কখনও আংশিক, কখনওবা পুরোপুরি মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সকাল, সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া। তবে কিছুটা হলেও কমেছে শীতের আমেজ। আরও একটু বাড়তে পারে তাপমাত্রা। বেলা বাড়লে সামান্য গরম ও বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে সামান্য অস্বস্তি হতে পারে। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৪ থেকে ৯৪ শতাংশ। তুষারপাতের সম্ভাবনা চলতি সপ্তাহে পশ্চিমী ঝঞ্জার প্রভাবে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ এবং মুজাফফরাবাদে। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কেরল, মাহে, তামিলনাড়ু, কড়াইকাল ও পুদুচেরীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

চুরির অভিযোগ দায়ের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনজনকে ধরল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ নভেম্বর ঃ চুরির অভিযোগ দায়ের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনজনকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ। যে বাইক চুরি গিয়েছিল, তাতে চেপেই পালাচ্ছিলেন অভিযুক্তরা। সিসিটিভি দেখেই তাঁদের চিহ্নিত করে ফেলে পুলিশ। তারপর ধাওয়া করে একেবারে ফিল্মি কায়দায়। ধরা পড়ে যান তিনজন। হুগলি চুঁচুড়া থানার পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে সোমবার রাতে। তাঁরা ওই বাইক নিয়ে কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ। গত রবিবার সন্ধ্যায় চুঁচুড়ার লঞ্চঘাট এলাকায় একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, বাইকটি এক জায়গায় রেখে, কিছুটা দূরেই নিজের কিছু কাজ করছিলেন বাঁশবেড়িয়ার বাসিন্দা প্রদীপ কুমার সরোজ। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে গিয়ে দেখেন সেই জায়গায় তাঁর বাইকটি নেই। খোঁজাখুঁজির পর বুঝতে পারেন বাইকটি চুরি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রদীপবাবু। তাঁর অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শহরের বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চুঁচুড়ার সিংহিবাগান এলাকায় তল্লাশি শুরু করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া বাইকটি নজরে পড়ে যায় তাদের। দেখা যায় তিন যুবক ওই বাইকটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। বাইকের পিছনে তাড়া করে পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলে। তারপর চুঁচুড়া স্টেশন পার করে সিমলা পুলের কাছে তিন যুবক সহ বাইকটি কে পাকড়াও করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তিনজনের নাম সুরজিত ঘোষ ওরফে বরকা, বাবলু বাগ এবং শান্তনু দাস ওরফে শানু। ধৃতদের মধ্যে দুজন সিংহি বাগান এলাকার বাসিন্দা এবং একজন চুঁচুড়ার পেয়ারা বাগান এলাকার বাসিন্দা।

ইসরাইলের আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল, শামিল এসইউসিআই সমর্থকেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ নভেম্বর ঃ প্যালেস্টাইনের গাজায় সাধারণ মানুষের উপর ইসরাইলের অবরোধ হানাদারি ও গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং ভারত সরকারের মার্কিন ইসরাইলপন্থী অবস্থানের প্রতিবাদে বুধবার বিকালে জয়নগরে বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সভা ও কুশপুতলিকা পোড়ানো হয়। এদিন জয়নগর মূলদিয়ার মোড় থেকে এই প্রতিবাদ মিছিলে বের হয়ে উত্তর দূর্গাপুরের এস ইউ সি আই এর দলীয় অফিসের সামনে শেষ হয়।এদিন এই মিছিলে অংশ নেন কয়েকশো এসইউসিআই কর্মী সমর্থকেরা। এদিন প্রত্যেকের হাতে ছিলো প্রতিবাদের পোস্টার। এদিন এখানে প্রতিবাদ সভার পরে কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। একইভাবে এদিন জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের পিওর মোড় থেকে নতুনহাট পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন বহু এসইউসিআই কর্মী সমর্থকেরা। একই ইস্যুতে কুলতলির থানার জামতলা বাজারেও প্রতিবাদ মিছিলের সামিল হন এদিন এসইউসিআই সমর্থকেরা। আর এদিন ইসরায়েল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানানো হয় সর্বত্র।

পুলিশ ও বহুজাতিক সংস্থার উদ্যোগে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হল

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ১ নভেম্বর ঃ হুগলি গ্রামীন পুলিশের উদ্যোগে ও খানাকুল থানা এবং একটি খাদ্য প্রস্তুতকারী বহুজাতিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বন্যা দুর্গতদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। বুধবার খানাকুলের

ঘোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় প্রায় ২০০ প্যাকেট বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মন্ডল সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। জানা যায় কয়েক মাস আগে ডিভিসি এবং টানা বৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়। যার ফলে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় অধিকাংশ চাষের ফসলের জমি বন্যার জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেকেই আবার কেউ কেউ খাবারটুকু জুটাতে পারছেন না। অসহায়ের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছে পরিবার গুলি। তাই বন্যা দুর্গতরা বাড়ি গিয়ে তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রিক তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসনের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আমজনতা। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান কয়েক মাস আগে বন্যার জলে সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে গেছে। বাড়িঘর থেকে খাবার- দাবার বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এলাকায় বন্যা দুর্গত মানুষদের খাদ্য সামগ্রী ব্যবস্থা করার ফলে অনেকটাই উপকৃত হবে প্রত্যেক মানুষ। প্রশাসন তাদের পাশে থাকার জন্য এলাকার প্রত্যেকে বেজায় খুশি। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মন্ডল জানিয়েছেন, খানাকুলে বন্যার সময় আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে অতীতেও দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনেও একইভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন তাঁরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩৩০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ কার্তিক, ১৪৩০

আড়িপাতা

সম্পাদকীয়

আইফোনে আড়িপাতা শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগে থেকেই। দেশের নিরাপত্তার দিকে বিবেচনা করেই গোয়েঃদারা নজরদারি চালিয়ে থাকে। কোথাও জোরালো আকারে আবার কোথাও হালকা চালে। তবে সবাই কিন্তু নজরদারি মধ্যে থাকে। কাউকে বাদ দেওয়া হয় না। দেশের নিরাপত্তাকে রক্ষিত রাখতে আড়িপাতাকে আইনী দিক দিয়ে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। তবে কারোর বিরুদ্ধে কোনও রকম সাইবার অপরাধ হিসাবে গ্রেফতার করতে গেলে জোরালো প্রমাণ থাকা খুবই প্রয়োজন। না হলে কিন্তু পাল্টা চাপ আসতে পারে। পেগাসাস নিয়ে ভারতে ব্যাপক হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেশের সর্বোচ্চ স্তরের কর্তাদের ফোনে নাকি আড়িপাতা হয়েছিল। এই নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা রয়েছে। সেই মামলার কোনও ফয়সালা হয়নি।তারপরে আবার এসে উপস্থিত হল অ্যাপেলের আড়িপাতা সতর্কবার্তা নিয়ে হইচই। এর মধ্যে সরকার জড়িত নেই বলে প্রচার করা হলে বিরোধীরা তাকে কর্ণপাত করতে রাজি নয়। মোদি সরকারকে বিপাকে ফেলাই হচ্ছে এখন বিরোধীদের মূল লক্ষ্য। এদিকে লোকসভার দিন এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। তার ওপরে রয়েছে পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন। এই সব নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জোট ইণ্ডিয়া। তার যদি ভালো ফল হয় তাহলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি বিরোধী জোট ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকবে। ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ এবারে ভারতের নির্বাচনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ভারত এখন দুই কূলকে রক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। এছাড়া ভারতের আর কোনও উপায় নেই। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত। ভারত ধর্মভিত্তিক দেশ না হওয়ার ফলে ভারতকে এখন সব দেশকে নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থন করতে হচ্ছে। তবে সন্ত্রাবাদীদের সমর্থন করে কোনও দেশ এগিয়ে আসতে শুরু করলে ভারত তার বিরোধিতা করতে থাকবে এটা পরিস্কার করে দিয়েছে। এদিকে অ্যাপেল কোম্পানি সতর্ক করে দিয়েছে তাদের গ্রাহকদের। অ্যাপেল থেকে বলা হয়েছে যে বিশেষ রাষ্ট্র সমর্থিত হ্যাকারদের কথা বলেনি আমরা। এই নিয়ে আর তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এর ফলে রাষ্ট্রে সমর্থিত হামলাকারীদের ভবিষ্যতে ধরা যাবে না, তারা বেঁচে যাওয়ার সুযোগ পাবে। তার মানে হল হ্যাকারদের সম্পর্কে অ্যাপেল কোম্পানি ওয়াকিবহাল রয়েছে। তাদের ফোনে হ্যাকিং করা শুরু হয়েছে তা তারা জানতে পেরেছে। অ্যাপেল গ্রাহকদের আগাম সতর্ক করে দেওয়া হলো। ব্যক্তিগত তথ্য মোবাইল ফোনে রাখা চলবে না। যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল। মোবাইলের ওপরে বেশি করে নির্ভর করে চলা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুগ হচ্ছে ডিজিটাল যুগ। এই যুগে মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউচার খুবই জরুরী। এই সব ছাড়া আধুনিক যুগ একেবারে অচল। মোবাইল কোম্পানিগুলির উচিত কাজ হচ্ছে তাদের মোবাইল গ্রাহকদের নিরাপত্তা দেওয়া। এমনকী যারা সিম কার্ড বিক্রি করেন বা ইন্টারনেট কানেকশন দেন তাদেরকে দেখা উচিত হ্যকিং কেউ যেন না করতে পারে। হ্যাকারদের হাত থেকে গ্রাহকদের রক্ষা করা। অ্যাপেল কোম্পানি দেড়শোটি দেশকে সতর্ক করে দিয়েছে।

বিজেপির কাশ্মীর নীতি

কাশ্মীরের এখন ফারুখ আবদুল্লা, মুফতি মহম্মদের কোনও ক্ষমতা নেই। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান এখন আর কোনও কথা বলতে পারছে না। কাশ্মীর ছিল পাকিস্তানের বিদেশ নীতি। কাশ্মীরের গণভোট নিয়ে বারবার পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভারতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে চলছিল। সেই পথটাকে একেবারে রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ভারতের অভ্যন্তরে বেশ কিছু স্থানে বিস্তর গণ্ডগোল পাকাবে। কিন্তু সেটা করতে পারছে না। কারণ ভারতের নিকাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে অটুট। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই চুপ করে বসে নেই। তারাও ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। ভারতের নির্বাচনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিজেপি দল এবারে চেষ্টা করছে বাংলাকে অধিকার করে নেওয়ার। বাংলার রাজনৈতিক অধিকার করে নিলে বিজেপি দল গোটা পূর্ব ভারতটাকে পরিচালনা করতে সুবিধা হবে বলে মনে করছে। সেই কারণে মোদির লক্ষ্য হচ্ছে বাংলায় বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বিজেপি দলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গোটা পূর্ব ভারতের যে সমস্যা রয়েছে বিশেষ করে সীমান্ত সমস্যা তার সমাধান করা। বিজেপির সবচেয়ে বড় কথা তার ইস্তাহারকে সমানে রেখে লড়াই করে যেটা একমাত্র বাম দলের মধ্যে বেশ খানিকটা দেখতে পাওয়া যায়। বিজেপি দলটা ব্যক্তিগত দল নয়। বিজেপি দলটা সমষ্টিগত দল। সেখানে ব্যক্তিপূজো দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। কিন্তু দেশে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রয়েছে তারা ব্যক্তি পুজোর ওপরে বিশ্বাস করে। তার কারণ একজনের ওপরে নির্ভর করে গোটা দলটা পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ভোটকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিজেপি দলের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিজেপি দলটা দেশে লোকেদের ধরে কারগারে ঢুকিয়ে দিয়েছে।প্রথমে নোটবন্দি, তারপরে গণতন্ত্র বন্দি, সংখ্যালঘুদের বন্দি করছে। মহাতো, কুম্ভকার থেকে শুরু করে বাউরিদের বন্দি করছে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

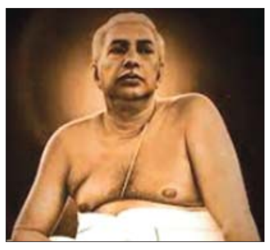

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না......

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করাটা ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানঃদের প্রতিটি লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর ভাষার কতখানি শক্তি ছিল। এখনও তাঁর রচনাগুলি পড়লে মনে হবে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা একদিকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠকে অনুসরণ করছে এবং পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করছে। স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের তলায় বসে দীক্ষা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার মা সারদার স্নেহধন্য ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার এসেছেন বাঘা যতীন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গুপ্ত বৈঠক করেছিলেন পঞ্চবটীর তলায়। সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন রাসবিহারী বোস, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকের কথা পুলিশ জানতে পেরেছিল। কিন্তু বৈঠক চলাকালীন পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এবং সারা ভারত জড়ে যে সেনা অভ্যুত্থান করা হবে তার পরিকল্পনা পুলিশ জানতে আগে পারেনি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে যেত ১৯১৪ সালেই। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস থেকে শুরু করে গদর দলের সদস্যরা এবং সঙ্গে ছিলেন বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সেনা অভ্যুত্থান যদি সফল হতো তাহলে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে দলের একজন বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং সব তথ্য ইংরেজদের কাছে আগাম পৌঁছে দিয়েছিল। ইংরেজরা সেই সব তথ্য পেয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদের গ্রেফতার করে। তার ফলে রাসবিহারী বোস দ্রুত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করে 'ভারত ছাড়া' করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের বিপ্লবী আঃদোলন ব্যর্থ হল। বালেশ্বর যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন। ফলে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী শূন্যতা দেখা দিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে গণ আন্দোলন করতে গান্ধীজি এগিয়ে এলেন। তাঁর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে থাকলো। ভারতের জনগণ বিপ্লবীদের সমর্থন করলে তারা কিন্তু অস্ত্র ধরতে বেশ খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিল। তার ফলে বিপ্লবীদের প্রতি ভারতের জনগণের নৈতিক সমর্থন থাকলেও তারা রাস্তায় নেমে এসে বিপ্লবীদের সাহায্য করেনি। কিন্তু গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে অস্ত্র ব্যবহারের কোনও কথা উল্লেখ ছিল না। গান্ধিজি ভারতের জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অহিংসা আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনের থেকেও বেশি শক্তি ধারন করে। তার ফলে ভারতের অধিকাংশ জনগণ গান্ধিজির ডাকে সাড়া দেয়। গান্ধিজি কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করে তাঁর রচিত আন্দোলনকে সফল করতে শুরু করে দিলেন। কংগ্রেসের ছাতার তলায় থেকে গান্ধিজি তাঁর ডান্ডি অভিযান থেকে শুরু করে লবন আন্দোলনকে সফল করতে তুলতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের সব সদস্যরা গান্ধিজির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। গান্ধিজি আবার সেই সময়ে ভারতের শিল্পপতিদের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। স্বদেশি শিল্পপতিরা গান্ধিজিকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তার মূল কারণ হচ্ছে গান্ধিজি গণজাগরণ তৈবি করে ফেলেছেন। সেই গণজাগরণের অংশিদার হতে শুরু করে দিয়েছিল স্বদেশি শিল্পপতিরা। বাংলার জমিদাররা বিপ্লবীদের গোপনে অর্থ সাহায্য দিত। আর গান্ধিজিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে সেই সময়কার ভারতীয় শিল্পপতিরা। তারা আশা প্রকাশ করতো যে একদিন না একদিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। তখন ইংরেজ পরিচালিত শিল্পগুলি তাদের অধীনে আসতে থাকবে। এমনকী ভারতের বণিক সভাগুলি তাদের অধীনে পরিচালিত হতে থাকবে। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতায় পেড়ে উঠছিল না। ব্রিটিশ পরিচালিত শিল্প কলকারখানাগুলি যে উন্নতমানের শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং তাদের বাজার চাহিদা এত বেশি ছিল যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল হচ্ছিল ভারতীয় শিল্পপতিদের। সেই কারণে তারা গান্ধিজির স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে এবং গান্ধিজির প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলন যাতে সাফল্য

লাভ করতে পারে তার জন্য তারাও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে। গান্ধিজির স্বদেশি শিল্প ভাবনাকে বেশি করে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রাধান্য দিতে শুরু করে।

গান্ধিজির চরকা কেটে কুটির শিল্পকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে একটি করে চরকা যাতে থাকে সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। সেই সময়ে তেত্রিশ কোটি জনগণ যদি একটি করে চরকা নিয়ে বস্ত্র নির্মাণ করে তাহলে বিদেশি বস্ত্র বাজারে মেলা ভার হয়ে দাঁড়াতে থাকবে। সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। কুটির শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। হস্তশিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দেন গান্ধিজি। কিন্তু গান্ধিজির পরিকল্পনা স্বার্থক লাভ করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শিল্পময় বিশ্ব। হস্তশিল্প, কুটির শিল্প বাজারের বিপুল চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে না। শিল্পকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত পণ্য বাজারের চাহিদাকে পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু হস্তশিল্প বা কুটির শিল্প বিশ্বের চাহিদাকে মিটিতে সক্ষম হবে না। তার ফলে শিল্প কলকারখানার উৎপাদনকে ব্যাহত করা সম্ভব হয়নি। তবে হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্প থাকার খুবই প্রয়োজন। এটা না থাকলে স্বদেশিয়ানাটা প্রকাশ লাভ করে না। ইস্পাত তো আর কুটির শিল্প বা হস্তশিল্প দিয়ে তৈরি হবে না। সেই সময়ে ইস্পাতের বাজার চাহিদা তুঙ্গে। প্রতি বছরই নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। স্পাতের প্রয়োজন বৃদ্ধি লাভ করছে। কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের ওপরে ভরসা করতে রাখতে পারছে না বিশ্বের জনগণ। চাদিরা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে গোটা বিশ্ব শিল্প কলরাখানার ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিমান থেকে শুরু করে রেল গাড়ি নির্মাণ, আধুনিক যানবাহন নির্মাণ হতে শুরু করেছে। তার ফলে ব্যাপক ইস্পাতের চাহিদা। সেই চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে তৈরি হয়েছিল টাটা ইস্পাত কোম্পানি। জামশেদজি টাটা ইস্পাত কারখানা তৈরি করলেন। বৃহৎ শিল্পের পাশে হস্তশিল্প থাকলো। কিন্তু হস্তশিল্পের দাম চড়া হতে থাকে। তার ফলে ভারতের গরীব জনগণ হস্তচালিত পণ্যকে ক্রয় করার ক্ষমতা হারাতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের পণ্য কিনতে পারে সমর্থ হয় না অতি সাধারণ মানুষেরা। তারা কলকারাখানা থেকে উৎপাদিত পণ্যকে ক্রয় করে থাকে। কারণ সেই পণ্য কেনা সামর্থ্য তাদের রয়েছে। সুতরাং গান্ধিজির হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পের প্রতি অনুরাগ থকলে তা কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কাছে সৌখিন পণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। স্বদেশি শিল্পপতির এখন আর হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায় না। কারণ বর্তমান বিশ্বটা যান্ত্রিক বিশ্বে পরিণত। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবনা আগেই ভেবে রেখে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন অতীত কিন্তু কোনও সময়ে ফিরে আসে না। বর্তমান এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সব সময়ে প্রাকটিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বাস করতেন। ভাবাবেগ বিজ্ঞানকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বাস্তব বিজ্ঞানের পক্ষে মত দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার জন্য প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা। এর জন্য ভারতবাসীদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে শরীর চর্চার কেঃদ্র স্থাপন করতে উৎসাহ দান করতেন স্বামী বিবেকানঃদ। তিনি ভারতের সমগ্র জনগণকে মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন-' বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' এই মন্ত্রকে পাঠ করে দেশসেবার নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। বাংলার বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের পথকে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

লোকনাথ বল ঃ প্রাণকৃষ্ণ বলের পুত্র লোকনাথ বল বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার ধারলা বোয়ালখালিতে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে তিনি যুব নেতায় পরিণত হন। ১৯২৬ সালে তাঁকে বিশেষ আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে প্রমাণের অভাবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অংশ গ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল ১৯৩০ সালে জালালাবাদ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেফতার হয়ে আঃদামান জেলে ছিলেন। তাঁর কয়েদি নম্বর ছিল ১৮। ১৯৩৭ সালে সেলুলার জেলে দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁকে আলিপুর জেলে আনা হলে সেখানে ১৯৩৯ সেখানে আবার ৩৬ দিনের অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৬৪ সালে ৯ অক্টোবর। উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ যদুগোপাল বঃেদ্যাপাধ্যায়ের পুত্র উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে ১৮৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মেডিকেল কলেজে ছাত্র থাকাকালীন বাবার আদেশে বিবাহ করেন। তিনি যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। তাঁর কয়েকদি নম্বর ছিল ৩১৫৯৬। ১৯২০ সালে মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসেন। তিনি সেই সময়ে 'নির্বাসিতের আত্মকথা' নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটিতে কারাজীবনের বিভিন্ন অত্যাচার নিয়ে বর্ণনা দেওয়া আছে। মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯১৮ সালে তিন আইন বলে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৬ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক বসুমতীতে সম্পাদর হিসাবে য়োগদান করেন। আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি বসুমতীতে কাজ করে গিয়েছেন। জ্যোতিষচঃদ্র মজুমদার ঃ মহিমচন্দ্র মজুমদারের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার ১৯০৮ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের টিপ্পারার পাইকারডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান কালে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছিল। আন্ত ঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে আন্দামান জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর কয়েদি নম্বর ছিল ৩৭২। ১৯৩৭ সালে জেলে দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে মূল ভুখণ্ডে ফিরে আসলে তাঁকে আবার কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে তিনি আবার কারাগারে অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। মুক্তি পাওয়ার পরেও ভারত রক্ষা আইনে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই মহান বিপ্লবী ২০০৫ সালে ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। বাংলা তথা পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সংখ্যা এত বিশাল যে সবাইকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে তা যে কোথায় শেষ হবে তা কেউই বলতে পারে না। বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের . নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গেলে তা মহাভারত আকার ধারন করবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিশাল এবং ব্যাপক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট যেমন বাংলা তথা ভারতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল পাশাপাশি আবার বিদেশের মাটিতেও তার প্রেক্ষাপট রচিত হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসকে ম্লান করে যাবে যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সঠিক মূল্যায়ন করে লেখা হয়। প্রতিটি পদক্ষেপেই বিশাল আকারে ঘটনা উপস্থিতি লক্ষা করা গিয়েছে। আজও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিয়ে গবেষণা চলছে। প্রতিদিনই অবাক করে দিয়ে নতুন নতুন তথ্য সবার সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে।

চিনকে পাশে রেখেই কি পাক লড়াই চান মোদি?

এই মুহূর্তে চিনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলকে প্রাধান্য দিতে চান মোদি। সেই কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখন চিনের বিরুদ্ধে কোনও রকমভাবে মুখ খুলছেন না। চিন লাদাখের কতখানি ভারতের জমি অধিকার করে রয়েছে তা নিয়ে কোনও রকম মন্তব্য করছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি। চিনের আগ্রাসন নীতি নিয়ে কথা বলেছেন প্রধানমমন্ত্রী মোদি। তবে তিনি বেশি জোর দেননি। এদিকে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ। প্যালেস্টাইন নীতিতে ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে যুদ্ধ থামানোর প্রস্তাব এসে উপস্থিত হলে ভারত তাতে ভোট না দিয়ে নীরব থেকেছে। এদিকে কাতারে ভারতীয় নৌ সেনাদের জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভারত কোনও কথা বলেনি। হামাস যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তা ব্যক্ত করেছে। তুরস্ক আবার হামাসকে স্বাধীনতা সংগ্রামী দল বলেছে। ওদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। গোটা বিশ্ব এখন বলতে গেলে যুদ্ধের রণক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। এদিকে যুদ্ধবাজরা ভারতেক কেন্দ্র করে আর একটি কি যুদ্ধের ফ্রন্ট তৈরি করার পরিকল্পনা নিতে শুরু করে দিয়েছে? তবে ভারত সেই ফাঁদে পা দিতে নারাজ। ভারত এখন সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। সারা বিশ্ সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছে। নতুন করে ভারত আর কোনও সঙ্কটে জড়াতে চায় না সেটা পরিস্কার। ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ চলতে থাকবে। রুশ ইউক্রন যুদ্ধ চলতে থাকবে। চিন ভারত সীমান্ত মীমাংসা করে হবে তা কেউই বলতে পারছে না। চিন আবার অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অংশ বলে গ্রহণ করছে। এদিকে ভূটান সিকিম সীমান্ত এলাকার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে চিন। চিন নেপালে কমিউনিস্ট দলকে সমর্থন করে সেখান থেকে রাজতন্ত্রকে একেবারে সরিয়ে দিল। তার ফলে ভারতের যে রাজনৈতিক প্রভাব নেপালের ওপরে ছিল তা খানিকটা হ্রাস হয়েছে। তবে ভারত খুবই সংযত হয়ে চলছে। এখন চিনকে একেবারে চটাতে চাইছে না ভারত। মোদির সঙ্গে যে চিনের চেয়ারম্যানের দোলনা কূটনীতি করেছেন। সেখানে কি কথা হয়েছে তা তিনি বক্তব্য করেননি সাংসদে। চিনের আগ্রাসন নীতি নিয়ে নিছক একটি কথাও বললেন কেন মোদি তা নিয়ে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিস্মৃত। তাঁরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাত থাকলেও সরাসরি কোনও রকম যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হোক সেটা চায় না মোদি সরকার। চিনকে আর্থিক দিক দিয়ে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্র। কিন্তু চিনের সঙ্গে আলোচনার পথটাকে খোলা রেখে দিয়ে চাইছেন মোদি। তিনি কোনও সময়ে চিনের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে কোনও কথা বলতে নারাজ। সেটা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। চিনের আর্থিক করিডর নিয়ে ভারত কোনও কথা বলেনি। শুধু চিন সরকারকে জানিয়েছিল যে তারা যেখানে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভারতের অংশ। পাকিস্তানের অংশ নয়। পাকিস্তান আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে ভারত থেকে কাশ্মীরের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলে নিয়ে আসতে চায়। এতেই পাকিস্তান একেবারে ক্ষিপ্ত। তার ওপরে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি করে দিয়ে কাশ্মীরটাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে নিল ভারত সরকার। কাশ্মীর থেকে লাদাখকে একেবারে আলাদা করে ফেলল। ফলে আজকে কাশ্মীর দ্বিখণ্ডিত। লাদাখ আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তান এখন খুবই মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। এদিকে ইজরায়েলকে নিয়ে ভারত কোনও রকমভাবে সরাসরি মন্তব্য করতে নারাজ। ইজরায়েলকে পাশে রেখে ভারত এখন প্যালেস্টাইন নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যারা সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে থাকবে ভারত। প্যালেস্টাইন হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেনি। প্যালেস্টাইনরা হামাসকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। ইসলামিক দেশগুলি হামাসের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলছে না। তারা শুধু ইজরায়েলের ওপরে দোষ দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট দল থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতারা প্যালেস্টাইনের পক্ষ সাফাই গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে কংগ্রেস নেতা শশী থারুর ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ নিয়ে ব্যালান্স রাজনীতি করতে শুরু করেছে। যার ফলে বহু কংগ্রেস নেতারা শশী থারুরের ওপরে ক্ষিপ্ত। এদিকে পাকিস্তান এখন আবার পাল্টা চাল দিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা কাশ্মীর, লাদাখ এবং গুজরাতকে পাকিস্তানের অংশ বলে তাদের মানচিত্রে ধরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আসলে এই সব হচ্ছে পাল্টা চালের কৌশল। ভারতকে চাপে রাখার কৌশল বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারত যে পাল্টা চালকে বেচালে পরিণত করে দিতে পারে সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভালের কৌশল দেখে বুঝতে পারা যাবে। এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভাল কী পদ্ধতি গ্রহণ করে পাকিস্তানকে কব্জা করার চেষ্টা করছেন তা কারোর কাছে স্পষ্ট নয়। কাশ্মীরকে কেঃদ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার কৌশলটা পুরোপুরি দোভালের সেটা পরিস্কার করে কাউকে বলে দিতে হবে না। দোভাল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে পাকিস্তানকে আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। সেই কারণে পাকস্তান ভারতকে একটা পাল্টা চালাকি দিয়ে কাশ্মীর থেকে গুজরাত পর্যন্ত এলাকা পাকিস্তানের মানচিত্রে নিয়ে এসে উপস্থিত।

বাংলার ইতিহাস ঃ চোর বাগান শীল বাড়ি

চোর বাগান শীল বাড়ির দুর্গা পুজো প্রায় আড়াইশো বছরে পা দিল। তার বেশি তো কম নয়। তবে শীল বাড়ির প্রধান কর্তা এই বাড়ির পুজোর প্রচলন করেছিলেন। শীল বাড়ির রথইপ্রায় দুশো বছরের বেশি সময়ে পা দিয়েছে। এই বাড়ির রথ কলকাতার অন্যতম সেরা প্রাচীন রথ। দুর্গা পুজোর সময়ে এই বাড়ির মেয়েরা নাকে বড় নথ পড়ে। এবং ঢাকাই শাড়ির পরে পুজোর আয়োজন করে থাকে। এটাই এই বাড়ির পুজোর প্রধান রীতি। পুরুষো সব ধুতি এবং গিলে করা পাঞ্জাবি পরে। দুর্গা পুজোর চার দিন পরিবারের কেউ বাইরের খাবার খায় না। সবাই ঘরের তৈরি করা খাবার খায়। চারদিন ধরে নিরামিষ খায়। তারা সবাই এই দিনগুলোতে এক সঙ্গে ভোজন পর্ব অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে। রাতের বেলায় সবাই এক সঙ্গে খাওয়া সম্ভব হয় না। এখন এই পরিবারের তরুণ সদস্যরা বাইরে ঠাকুর দেখতে বের হয়। ফলে রাতের বেলায় একসঙ্গে খাওয়ার দাওয়ার প্রদ্ধতি তুলে দিয়েছে। কিন্তু কেউই বাইরে ঠাকুর দেখতে বের হয়ে বাইরের খাবার খায় না। এটাই হচ্ছে এই পরিবারের রীতিনীতি। ঠাকুর দালানে ভক্তিগীতির আসর বসে। তবে পরিবারের কেউ না কেউ এই গান পরিবেশন করে। ঠাকুর পুজোর বৈশিষ্ট্য হল যে দেবী দুর্গাকে তাদের ঘরের কন্যা মনে করে পুজো করে। সেই ভাবেই পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে থাকে। পাশে চণ্ডীপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। মূল দুর্গা পুজোর সঙ্গে চণ্ডীপাঠ করা হয়ে থাকে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে দেবী দুর্গাকে জাগ্রত করে রাখা। দেবী স্তোত্র পাঠ করার পরই সবাইকে শান্তি জল নিতে হয়। পুড়জোর সমাপ্তের পর শান্তি জল প্রতিদিন ঠাকুর মশাই সবাইকে দিয়ে থাকেন। পাশের বহু পরিবারের সদস্যরা এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। আসলে দেবী হচ্ছেন এই বাড়ির কন্যা। কন্যার মতো তাকে আরাধনার করার ব্যবস্থা আজকের রীতি নয়, দেবী যেদিন থেকে এই বাড়িতে এসেছেন সেই দিন থেকে দেবীকে কন্যা রূপে পুজিত করা হচ্ছেন।

প্রভু যিশুর শেষ ভোজন

প্রভু যিশুর শেষ ভোজন নিয়ে সারা বিশ্বে দুটো মাত্র ছবি রয়েছে। একটি ছবি রয়েছে ইতালির রোমে। আর একটি ছবি রয়েছে কলকাতাতে। সবাই অবাক হয়ে যাবেন যে কলকাতার প্রাচীন চার্চ সেন্ট জোনস চার্চে রয়েছে প্রভু যিশুর শেষ ভোজন ছবিটি। যার নাম 'লাস্ট সাপার'। লাস্ট সাপার' ছবিটি প্রথম এঁকেছিলে লিও নার্দোভিঞ্চি। সেটা রোমের পোপের চার্চে রয়েছে। আগে ধর্ম সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো। লিও নার্দো দ্য ভিঞ্চি লাস্ট সাপার ছবিটি এতো বিখ্যাত হয়েছিল যে তাঁর ছবিকে সামনে রেখে কলকাতার একজন ইউরোপীয় শিল্পী অনুরূপ একটি ছবি এঁকে ফেলেন। সেই শিল্পীর নাম হচ্ছে জোহান জোফানি। শিল্পী এই ছবিটি এঁকেছিলেন ১৭৮৭ সালে। লিওনার্দো দ্যাভিঞ্চির ছবির মধ্যে রোমের সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। আর জোফানির ছবির মধ্যে ভারতীয় সমাজের নিদর্শন পাওয়া যায়।

কার্নিভালে অংশগ্রহণ করায় পুরস্কার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ নভেম্বর ঃ দ্বাদশীর দিন জামালপুর ১পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় যে বর্ণাঢ্য দুর্গোৎসব কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহনকারী পুজো কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করা হল বুধবার। এদিন জামালপুর-১ পঞ্চায়েতের মিটিং হল থেকে কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী ছটি পূজা কমিটিকে পুরস্কৃত করা হল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, দুই জয়েন্ট বিডিও অরিন্দম জানা ও রুদ্রেন্দু নন্দী, জামালপুর থানার এসআই নিমাই ঘোষ, এসআই শরীফ হোসেন, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি নন্দী এবং এই কার্নিভালের মূল উদ্যোক্তা তথা ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব সহ অন্যান্যরা। পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেক কমিটিকে দশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয় বিধায়ক অলোক কুমার মাঝির পক্ষ থেকে। সুসজ্জিত ট্যাবলো ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে কার্নিভালটিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য জামালপুরের বিধায়ক, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি, জামালপুর থানা এবং জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হয়। পুরস্কৃত হয়ে আপ্লুত পুজো কমিটিগুলির সদস্য-সদস্যারা। তারা প্রত্যেকেই আগামী বছর আরও ভালো ভাবে এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানান। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি জানান, মাত্র ৫-৬ দিনের উদ্যোগে এত সুন্দর কার্নিভাল করা সম্ভব হয়েছে। আগামী বছর প্রায় মাস খানেক আগে থেকেই এই কার্নিভালের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নেওয়া হবে। জামালপুর ব্লকের প্রচুর পুজোকমিটি আগামী বছর কার্নিভালে অংশগ্রহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাই আগামী বছর আরও ভাল কার্নিভাল হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান উপপ্রধান সাহাবুদ্দিনের উদ্যোগের প্রশংসা করার পাশাপাশি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জামালপুরবাসীর একত্রিত হয়ে কার্নিভালকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান। জামালপুরের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেন সেটাই নজির হয়ে যায়। তার দেখানো পথেই এই কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতি ও তাঁর পঞ্চায়েতের সকল কর্মী ও সর্বোপরি পুজো কমিটিগুলোর পূর্ন সহযোগিতায় এই কার্নিভাল করতে পারার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আগামী বছর আরও ভালো কার্নিভাল তিনি জামালপুরবাসীকে উপহার দেবেন বলে জানান সাহাবুদ্দিনবাবু।

বেতন আটকে গেল এমটিএস কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ নভেম্বর ঃ ফের বিতর্ক! শান্তিনিকেতনে ধর্ণার মাঝে আরেক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অভিযোগ, এমটিএস কর্মীদের বেতন আটকে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন উপাচার্য। আর তাতেই শুরু নয়া বিতর্ক। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন দফতরে চিঠি দিয়ে বিশ্বভারতীর এমটিএস কর্মীরা বলেন, উপাচার্যর মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে তাদের মিছিলে হাঁটানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই চিঠি ই-মেইল মারফত পাঠানোর প্রেক্ষিতে এমটিএস কর্মীদের অক্টোবরের মাইনে আটকানো হয়েছে। যা সংবিধান বিরোধী কাজ। অথচ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার মাইনে হয়ে গেছে। এরকম প্রতিশোধমূলক আচরণ আগেও করা হয়েছে বলে এমটিএসের তরফে দাবি করা হয়। এব্যাপারে ফের ই-মেইল মারফৎ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে তাদের বেতন পাওনা। তাদের দাবি, আগে বলা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের যে'কটা দিন কাজ হয়েছে সেটা হিসেব করে সব মিটিয়ে দেবেন। এখন তাদের আশঙ্কা প্রতিশোধ নিতেই তাদের প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে। যেহেতু প্রস্তাবিত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা উপাচার্যর সমর্থনে মিছিলে হাঁটবেন না, তাই এই শাস্তি। এমটিএস কর্মীদের যুক্তি, এভাবে জোর করে কারো সমর্থনে মিছিলে হাঁটানো যায় না। আর তারা তা মানতে বাধ্য নয়। এছাড়াও উপাচার্যর উপরে মানুষ বিভিন্ন কারণে ক্ষিপ্ত। তাই মিছিলে হাঁটলে, তাদের বিপদ হতে পারে। এদিনের ধর্ণামঞ্চে বেশি উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। এই ফলক বদলের দাবিতে সোচ্চার হয়ে শান্তিনিকেতনে আন্দোলন পঞ্চম দিনে পড়লো। এদিনের আন্দোলনে সামিল হন সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, গগন সরকার, ময়ুরেশ্বরের ধীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক, বিশ্বভারতী তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রছাত্রী ইউনিটের সভানেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

চাকরির প্রতারণা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর ঃ চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠল উত্তরকন্যায় কর্মরত দুই নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা হল মইনুল রহমান ও বিষ্ণুপদ গুপ্ত। এরা দু'জনই ফুলবাড়ির বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই বিষ্ণুপদ গুপ্তকে ধরেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরকন্যায় নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করছে। অভিযোগ, শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চাকরি দেওয়ার নামে জলপাইগুড়ির তিন যুবতীর কাছ থেকে টাকা নেয় মইনুল রহমান। এরপর বুধবার ওই যুবতীদের বিষ্ণুপদ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরকন্যায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার কথা বলে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে মইনুল রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি যুবতীরা। এরপরই তাদের সন্দেহ হলে তারা বিষয়টি উত্তরকন্যার আধিকারিকদের জানান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষ্ণুপদ গুপ্তকে আটক করে। অন্যদিকে পলাতক রয়েছে মূল অভিযুক্ত মইনুল রহমান। তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

সাংবাদিক সম্বর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলীয় নির্দেশে সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা প্রদান ও একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল। ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে এদিন ৬ জন সাংবাদিককে সংবর্ধিত করা হয়। সকলের হাতে সুন্দর মা দুর্গার একটি মোমেন্টো, উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, একটি জলের বোতল ও একটি পেন তুলে দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ নভেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি সহায়ক মূল্যে কৃষকদের থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হলো। এদিন বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করা শুরু হয়। ফালাকাটার কৃষক বাজারে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করবার জন্য ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা এসে তাদের নাম নথিভুক্ত করে সময় নিয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে বিঘা প্রতি ছয় কুইন্টাল করে কৃষকদের থেকে ধান কিনবে সরকার, যে সকল কৃষকদের কৃষকবন্ধু কার্ড রয়েছে তাদের নাম আগে নথিভুক্ত করা হবে। এরপর যে সকল কৃষকদের কৃষক বন্ধু নেই তারা ব্লক অফিসে গিয়ে বিডিওর থেকে তাদের শনাক্তকরণ শংসাপত্র নিয়ে এলেই তাদের নাম নথিভুক্ত করা হবে পোর্টালে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, কৃষক বন্ধু কার্ড এবং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট এই সকল তথ্য লাগছে এবং কৃষকরা সময় নিয়ে যাচ্ছেন যে কবে তারা ধান নিয়ে আসবেন। ফালাকাটার কৃষকরা জানান, ধান এখনও সে রকম ভাবে পাকেনি। কালী পুজোর আরও ১০-১৫ দিন পর থেকেই ধান কাটা শুরু হবে, তারপর বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লিউএইচ/২০২২ তারিখঃ ৩১.১০.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউল-এর মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. এইচডব্লিউএইচ-২৪-আর৩ঃ- ক্রম নং., লট নং/ক্যাটাগরী এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপঃ-** ১. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এমএলভি-টিডব্লিউ-৮৮-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), মল্লারপুর; ২. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-জেআরএই-টিডব্লিউ-১২১-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), জৌগ্রাম; ৩. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-আরআইএস-টিডব্লিউ-২০৩-২২-২ (পার্কিং-টু হুইলার), রিষড়া; ৪. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-পিএনই-টিডব্লিউ-২২৫-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), প্রান্তিক; ৫. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-কেডব্লিউএই-টিডব্লিউ-২২-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), কাটোয়া; ৬. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-কেএএন-টিডব্লিউ-১৩৬-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), খানা; ৭. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-কেপিএলই-টিডব্লিউ-১৬-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), কোপাই; ৮. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এজিএই-টিডব্লিউ-৮৬-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), অগ্রদ্বীপ; ৯. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এসএএলই-টিডব্লিউ-৮০-২২-২ (পার্কিং-টু হুইলার), সালার; ১০. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-জিওজিটি-টিডব্লিউ-৬৬-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), গোঘাট; ১১. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-সিটিআর-টিডব্লিউ-২১৬-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), ছাতরা; ১২. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এলসিএই-টিডব্লিউ-৫৫-২২-২ (পার্কিং-টু হুইলার), লালবাগ কোর্ট; ১৩. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-কেএএন-টিডব্লিউ-২১০-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), খানা; ১৪. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-বিডিএইচ-টিডব্লিউ-২১১-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), ভেদিয়া; ১৫. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-ভিএসপিআর-টিডব্লিউ-৫৭-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট; ১৬. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-জিজিএলই-টিডব্লিউ-৫২-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), গঙ্গাটিকুরি; ১৭. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-ডিএমএলই-টিডব্লিউ-৮৫-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার), ডুমুরদহ; ১৮. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এসআইজেড-এমএক্স-২২৭-২২-১ (পার্কিং-মিশ্র), শ্রীখণ্ড; ১৯. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এনবিকেএইচ-এমএক্স-৭৭-২২-১ (পার্কিং-মিশ্র), নবগ্রাম কাঁকুরহাটী; ২০. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এসএএলই-এমএক্স-৫৩-২২-২ (পার্কিং-মিশ্র), সালার; ২১. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-বিটিআরএইচ-এমএক্স-৯৩-২২-১ (পার্কিং-মিশ্র), ভাতার; ২২. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এএমবিজি-এমএক্স-২০০-২২-১ (পার্কিং-মিশ্র), আরামবাগ; ২৩. পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-কেএনএসএন-এমএক্স-৭৬-২২-১ (পার্কিং-মিশ্র), কর্ণসুবর্ণ; ২৪. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ- এসএএলই-আরডবলু-৮১-২২-২ (পার্কিং- থ্রি হুইলার), সালার; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৩.১১.২০২৩ বেলা ১১ টায়। অকশন ক্যাটালগ নং পার্ক-এইচডব্লিউএইচ-আর-২ ক্রম নং., লট নং/ ক্যাটাগরী এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপঃ-১. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-ডিটিএই-টিডব্লিউ-২৪৪-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), ধাত্রীগ্রাম; ২. পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এসএমএই-টিডব্লিউ-২৪৩-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), সমুদ্রগড়; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ১৪.১১.২০২৩ বেলা ১১ টায়।** HWH-329/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নং ১০ডব্লুটিসিএওসিইআর ২০২৩-২৪(ওপেন) ই-টেন্ডারিং, তারিখঃ ৩১.১০.২০২৩। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের নির্মাণ বিভাগের অধীনে বাকুড়ি খাদানের জন্য আনুষঙ্গিক সকল ধরনের ব্যয় সমেত যে কোনো ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে করে ৫০০০০ কিউবিক মিটার ৫০ মিমি আকৃতির মেশিনে গুঁড়ো করা ট্র্যাক স্টোন ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ করার কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ ₹ ৭,০৩,০০,০০০/-। টেন্ডার নথির মূল্যঃ ₹ ০.০০। বায়না অর্থঃ ₹ ৫,০১.৫০০/-। সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **বন্ধ হওয়ার তারিখঃ** ২৪.১১.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। CON-73/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice

Online bids are invited for the year 2023-24 from the bonafide contractors for listed work under 15th FC (Tide & Untide) in respect of **NIT No 893/SUSU/2023, 894/SUSU/2023, dated 31/10/2023.** Last date of paper Submission on **08/11/2023** for details information contact to the undersigned.

Sd/- Pradhan
Susunia Gram Panchayet

MANGAL STEEL ENTERPRISES LTD

Regd.Office: 248, G.T.Road (N), Salkia Howrah-711106 PHONE # 2655-8331, FAX # 2655-0468
CIN: L27109WB1981PLC033969

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at its registered office on Friday the 10th day of November, 2023 at 1.00 P.M., inter alia, to consider, approve and take on record amongst other items of Agenda, the Un-audited(Standalone & Consolidated) Financial Results of the company for the quarter/ half year ended on 30th September, 2023.

By Order of the Board
Sd/-
Sarita Shaw
Company Secretary

Place : Howrah
Date : 01.11.2023

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT

P.O.-Rajnagar Biswambhar, Block Namkhana, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-256/SGP/2023 Dated-31/10/2023
NIT NO.-257/SGP/2023 Dated-31/10/2023
NIT NO.-258/SGP/2023 Dated-31/10/2023

Last date of Submission On or before **08/11/2023 (up-to 10.30AM).** Date of Opening **-10/11/2023 (From 10:30A.M).** (For viewing Tender:-**www.wbtenders.gov.in**)

Thanking You
Sd/- Pradhan
Shibrampur Garm Panchayat

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Hiring of one Pay Loader" vide **Tender Id –2023_MAD_598015_1** and "Hiring of Innova / Scorpio/ Bolero Car " vide **Tender Id –2023_MAD_597990_1.** eTender submission end date **-09/11/2023.** Details information will be available from the website – **(i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

SAGRAI GRAM PANCHAYAT

(Khandaghosh Panchayat Samity) Burdwan
Burdwan, PIN: 713424
NIeT No. WB/ Khandaghosh /SGP/eNIT- 13(2023-24)(2nd Call)
NIeT No. WB/ Khandaghosh /SGP/eNIT- 14(2023-24)(2nd Call)

Inviting Electronic Tender are invited by the "Prodhan, Sagrai Gram Panchayat Khandaghosh Panchayat Samity for total 2(Two) nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **10/11/2023 up to 18.00 Hrs.** Date of Opening of Bid(online) **21/11/2023 at 12:00 Hrs.** For details please visit Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sagrai Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat

Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 06/2023-24(3 rd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 09/2023-24(2 nd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 10/2023-24(2 nd Call)

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from **01/11/2023 from 6.30 pm up to 11/11/2023 at 6.30 pm.** Last date of submission of Bid (online) **11/11/2023 up to 6.30 pm.** Date of opening of Tender on **17/11/2023 from 12.00 pm.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L24232WB1987PLC042956
রেজি. অফিস ঃ চার ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
টেলি. নং. ০৩৩-২২৩১৩৩৩৭ / ২২৩১৩৪৫০, ফ্যাক্স নং. ০৩৩-০৩৩-২২৩১৪৭৬৮
E-mail :cs@kilburnengg.com Website : www.kilburnengg.com

বিজ্ঞপ্তি-কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর আইইপিএফ কে

শেয়ারহোল্ডারদের সূচিত করা যায় যে অনুসারী সেকশান ১২৪(৬) কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিক ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোকেটশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ (''রুলস''), ঘোষিত লভ্যাংশ আর্থিক বছর ২০১৫-১৬ ৩১মার্চ, ২০১৬ সমাপ্তে, যা দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে গত সা বছর ধরে যা হস্তান্তর/প্রদান করা হবে আইইপিএফ-কে ৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে। চলতি শেয়ারগুলি যার লভ্যাংশ দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে গত সাত বছর ধরে তা হস্তান্তর করা হবে আইইপিএফ কে উল্লেখিত ধারা মোতাবেক।

উল্লেখিত শেয়ারহোল্ডারদের পৃথকভাবে নোটিস প্রেরণ করা হয়েছে যাদের শেয়ার হস্তান্তর করা হবে আইইপিএফ কে উল্লেখিত ধারা মোতাবেক। শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-https://www.kilburnengg.com/ ।

প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা দয়াকরে উল্লেখিত বিষয়গুলি দেখুন ঃ

১) শেয়ারহোল্ডাররা যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে ঃ নিশ্চিতকরণের চিঠি / নকল শেয়ার শংসাপত্র জারি করা হবে উল্লেখিত শেয়ার হস্তান্তর করতে আইইপিএফ-কে এবং আসল শেয়ার শংসাপত্র যা রেজিস্টার রয়েছে আপনার নামে এবং যা আপনি ধরে রেখেছেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা বাতিল হবে।

২) শেয়ারহোল্ডার যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিম্যাট ফর্মে ঃ আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ডেবিট করা হবে যে শেয়ার দায়বদ্ধ রয়েছে আইইপিএফকে হস্তান্তর করতে।

দয়াকরে লক্ষ্য করবেন কোন দাবী কোম্পানির কাছে বকেয়া নেই দাবিহীন লভ্যাংশ রাশিতে এবং শেয়ার যা হস্তান্তর করা হবে আইইপিএফকে এবং যার বিস্তারিত তথ্য আপলোড করা হয়েছে কোম্পানির তরফে নিজেদের ওয়েবসাইটে যা পর্যাপ্ত বলে গন্য হবে নকল শেয়ার শংসাপত্র জারি করতে কোম্পানির তরফে উল্লেখিত হস্তান্তর কাজের জন্য। যদিও শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ার এবং লভ্যাংশ দাবী করতে পারবেন আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে আইইপিএফ-৫ ফর্মে অনলাইনে (যা পাওয়া যাবে- www_iepf.gov.in ওয়েবসাইটে) এবং উল্লেখিত আবেদনের ফিজিক্যাল কপি পাঠাতে হবে স্বাক্ষর করে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহকারে আইইপিএফ-৫ কোম্পানিকে তার সচিব কার্যালয়ের ঠিকানায় যা উপরে উল্লিখিত।

যে কোন বিশষ তথ্য বা সহায়তার জন্য, দয়াকরে লিখিত আবেদন জানান সচিব কার্যালয়ের ঠিকানায়। ই-মেলে (cs@kilburnengg.com) , পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।

বোর্ডের আদেশানুসারে
কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
অরবিন্দ বাজোরিয়া
কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ থানে
তারিখ ঃ ০১-১১-২০২৩

লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড

CIN: L45209WB1982PLC034804
রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং.১, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, ভারত
ই-মেলঃ info@likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইট ঃ www.likhamiconsulting.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাস সমাপ্তে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৯.২৩	বছর থেকে তারিখ চলতি বছর সমাপ্তে ৩০.০৯.২৩	চলতি ত্রৈমাসিক পূর্ব বছর সমাপ্তে ৩০.০৯.২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	৯.০১৯	২১.৯১৯	১২.৫১৮
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমীএবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	০.৫০২	১.২০৪	৩.১৯১
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	০.৫০২	১.২০৪	৩.১৯১
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	০.৫০২	১.২০৪	৩.১৯১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	০.৫০২	১.২০৪	৩.১৯১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে) মূল ও মিশ্র	০.০০৫	০.০১২	০.০৩২

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাস সমাপ্তে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.likhamiconsulting.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড-এর পক্ষে
বাবু লাল জৈন
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No.:02467622

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০১ নভেম্বর, ২০২৩

টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
রেজি. অফিস ঃ ৪ নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ই-মেলঃ info@tspritualworld.com
ওয়েবসাইট ঃ www.tspritualworld.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ৩য় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৯.২৩	বছর থেকে তারিখ চলতি বছর সমাপ্তে ৩০.০৯.২৩	চলতি ত্রৈমাসিক পূর্ব বছর সমাপ্তে ৩০.০৯.২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	০.১৮০	০.৩৬০	-
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমীএবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৩.৩২৮)	(১২.২৮৪)	(৩.৩০৪)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩.৩২৮)	(১২.২৮৪)	(৩.৩০৪)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩.৩২৮)	(১২.২৮৪)	(৩.৩০৪)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৩.৩২৮)	(১২.২৮৪)	(৩.৩০৪)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,০০০.২০০	২,০০০.২০০	২,০০০.২০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে) মূল ও মিশ্র	(০.০১৭)	(০.০৬১)	(০.০১৭)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাস সমাপ্তে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.tspritualworld.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
নেত্র বাহাদুর রনভাট
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN :06716666

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০১ নভেম্বর, ২০২৩

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

বিজ্ঞপ্তি নোটিশ প্রদান করছে রেজিস্ট্রেশানের জন্য অধীন অংশ ১ চ্যাপ্টার ২১ (অনুসারী সেকশান ৩৭৪(বি) কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং রুল ৪(১) কোম্পানি (রেজিস্টারে অনুমোদিত) রুলস, ২০১৪

১. এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে সাব-সেকশান (২) সেকশান ৩৩৬ কোম্পানি আইন, ২০১৩ একটি আবেদন প্রস্তাব করা হয়েছে পনেরো দিনের পর কিন্তু তিরিশ দিনের মেয়াদ শেষের পূর্বে এরপর রেজিস্টার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশান সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং-৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর ডিস্ট্রিক্ট গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ যে নওয়ালিলা ভেনচার্স এলএলপি একটি বানিজ্যিক উদ্যোগ যা রেজিস্টার হবে অধীন অংশ ১ চ্যাপ্টার ২১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ কোম্পানি লিমিটেড হিসাবে শেয়ার দ্বারা।

২. কোম্পানির প্রধান বিষয় উল্লেখিত ঃ
সমস্ত ধরণের কাপড় তৈরি, রপ্তানি, আমদানি, রিটেল, হোলসেল বানিজ্য ইত্যাদি।

৩. একটি কপি ড্রাফট মেমোরাণ্ডাম এবং আর্টিকেলস অ্যাসোসিয়েশান প্রস্তাবিত কোম্পানির দেখা যাবে বিএল-৪, এফএল-৪১০/ ডি, ১২০/ ২এ, উল্টোডাঙা মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭ অফিসে।

৪. নোটিশ প্রদান করা হল যে কোন ব্যক্তি যিনি এই আবেদনের বিরোধিতা করছেন তিনি আপত্তি জানাতে পারবেন লিখিত আকারে রেজিস্টার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশান সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং-৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এই নোটিশ প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে, সঙ্গে একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে।

আবেদনকারীর নাম
স্বা/-
নেহা আগরওয়াল, মনোনীত অংশীদার
স্বা/-
মনীশা আগরওয়াল

তারিখ ১ নভেম্বর, ২০২৩

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

টেণ্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০৪/২০২৩-২৪ তারিখঃ ৩১-১০-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. এনজে২৩৫০৫৯এ
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-১১-২০২৩

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অনন্তিম সহিত স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (আরইভি ৪.০) অনুসারে পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড আনস্ক্রীনড, আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল ১২ কোর ১.৫ বর্গমিলিমিটার কপার। কনসাইনিঃ এসএসই/এসআইজি/কাটিহার। **পরিমাণঃ** ১২ কিলোমিটার।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএছ ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা ওপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ. সিএমএম, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: 1.DHLYN/waterbody/46/23-24
Tender id: 2023 MAD_598227_1

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors for the work. Rejuvenation of water body at Anupnager block primary health centre ward no 10 within Dhuliyan municipality under AMRUT2.0. Starting date of bid downloading and submission: **03.11.2023 at 18.00 PM.** Last date of Bid submission: 21.11.2023 Upto 18.00 PM. For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (WS)/IGWTP, KMC** invites e-tender for the following works (submission of bid through online):

(1) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/143/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Upliftment of area for making smooth approach towards the Inlet Valves Operating Zones with allied utilities around clarifiers No. 4, 5 and 5 at 100 MGD Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,49,278.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(2) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/144/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Improvement of area infront of workshop at 100 MGD plant by removal of jungles for safe approach at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,49,288.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(3) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/145/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Improvement of area on the approach path proceeding towards DYKE through NST at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,43,824.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(4) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/146/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Upgradation of the surface drain to avert the clogging and logging of water in between Gate No. 3 to PHE Boundary Wall within IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,47,894.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/147/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Improvement of the clogged strainer of the exit part of NST at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,58,186.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(6) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/148/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Development of the areas adjacent to Labour Shed along Western Alignment of DYKE within FST at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,53,904.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(7) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/149/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Improvement of peripheral surface drains/pits of the Godown Barrack with adjacent Toilet Block, Common Utilities etc. to keep healthy ambiance IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,55,376.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(8) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/150/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Enhancement of healthy and hygienic ambiance around the Potable Water Collection O-Chamber within the SSFB Office and its Utilities Premises at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 4,42,143.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(9) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/151/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Development of the peripherial surface drainage system with common utilities and Toilet Blocks of Labour Hut Quarter Premises near Gate No. 2 to keep Hygienic Ambiance at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,53,131.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(10) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/152/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Improvement of the common areas in between Intake-2 and Age Old Engine House Premises to Avert Water Logged Crisis at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,46,662.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(11) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/153/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Improvement of the peripherial area of Security Guard Post of Gate No. 4 with Common toilet Cum Latrine Premises to Keep Hygienic Ambiance at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,65,390.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(12) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/154/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Improvement of the surrounding area of the Chlorine Tonner Unloading Point of 60 MGD WTP along the road side stretch towards the Gate No. 5 at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,57,174.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(13) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/140-2ND/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Repairing of damaged structural shed over HT Panel Room at Intake STN No. 3, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 4,96,355.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(14) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/141/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Renovation by sequential de-assembling and reassembling of dismantling joint connected non-return valves of HT Pump No. 4, 5 and 6 under Intake-3, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 4,29,189.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **35 days.**

(15) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/142/23-24, DT-30/10/2023
Name of the Work: **Repairing of the concentrated liquid alum storage tank adjacent to the Eastern Side Chemical House at 60 MGD Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 4,58,625.00.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **45 days.** Cost of tender and tender documents: **NIL [For Sl. No. 1 to 15].** Last date and time of online submission of tender: **28.11.2023 upto 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 15].** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/ all tenders without showing any reason **[For Sl. No. 1 to 15].**

The Executive Engineer (Water Supply)/Central, KMC invites e-tender for the following works (submission of bid through online):

(1) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/04/2023-2024
Name of the Work : **Development of unfiltered water supply distribution pipe line (100 mm dia) from 54, Sree Gopal Mullick Lane to 47/C, Sree Gopal Mullick Lane in Ward No. 40 under Borough-V**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,985.84**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

(2) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/02/2023-2024
Name of the Work : **Repair and maintenance of filtered and un-filtered water supply distribution pipe line G.I. Service Pipe Line and allied works at different places in Ward No. 37 under Borough-V**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,791.57**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **90 days**.

(3) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/01/2023-2024
Name of the Work : **Changing of 100 mm dia filtered water supply distribution pipe line from 10B, Patwar Bagan Lane to 6, Patwar Bagan Lane in Ward No. 37 under Borough-V**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,801.50**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/05/2023-2024
Name of the Work : **Repair and maintenance of filtered and un-filtered water supply distribution pipe line, G.I. service pipe line and allied works at different places in Ward No. 40 under Br.-V**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,852.63**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 days**.

(5) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/03/Wd-48/23-24
Name of the Work : **Maintenance of filtered and un-filtered water supply distribution pipe line with allied works different places in Ward No. 48 under Br.-V**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,888.92**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 days**. Last date and time of online submission of tender : **11.11.2023 at 3 p.m. [For Sl. No. 1 to 5].** Tender open date and time: **17.11.2023 at 3 p.m. [For Sl. No. 1 to 5].**

(6) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/07/2023-2024
Name of the Work : **Removal of silt from unfiltered water supply main pipe by mechanical scrubbing machine at different places in Ward No. 40**. Estimated Amount : **Rs. 1,80,200.16**. Earnest Money : **Rs. 3,700.00**. Period of Completion: **15 days**.

(7) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/03/2023-2024
Name of the Work : **Removal of silt from unfiltered water supply main pipe by mechanical scrubbing machine at different places in Ward No. 37**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,935.56**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **18 days**.

(8) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/08/2023-2024
Name of the Work : **Renovation of 100 mm dia filtered water supply distribution pipe line from 17D, Patwar Bagan Lane to 166/H/79, Keshab Chandra Sen Street (Horizon Club) in Ward No. 37 under Borough-V**. Estimated Amount : **Rs. 4,12,228.40**. Earnest Money : **Rs. 8,300.00**. Period of Completion : **20 days**.

(9) NIT No.: KMC/WS/C/SEC-F/06/2023-2024
Name of the Work : **Changing of 100 mm dia unfiltered water supply main pipe at Beniatola Lane in Ward No. 40**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,972.50**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **25 days**. Last date and time of online submission of tender : **18.11.2023 at 3 p.m. [For Sl. No. 6 to 9].** Tender open date and time : **21.11.2023 at 3 p.m. [For Sl. No. 6 to 9].** For full and further details, please visit the websites **http://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/ all tenders without showing any reason **[For Sl. No. 1 to 9].**

894/23-24

বেড়ানো

শীতকালে ট্রেকিংয়ের প্ল্যান করছেন? কি কি করবেন দেখে নিন

শীত কাল এলেই অনেকে পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করতে চলে যান। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা গাড়ি-ঘোড়াতে নয়, বরং পায়ে হেঁটে পাহাড়ের চড়াই, উতরাই পথ পেরিয়ে যান। কিন্তু জানেন কি? ট্রেকিংয়ে যাওয়ার আগে বেশ কিছু কথা মাথায় রাখুন। নাহলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

১) প্রথমেই মাথায় রাখুন, ট্রেকিংয়ে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত জামা-কাপড় নেবেন না। লাগেজ যত হালকা রাখবেন ততই সুবিধা হবে ট্রেকিংয়ের সময়।

২) সব জায়গায় যে স্নানের সুব্যবস্থা পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, তাই সুগন্ধি নিতে ভুলবেন না। স্নান করার সুযোগ না পেলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যবস্থা আর কী!

৩) নিন অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু ফার্স্ট এড সামগ্রী। সর্দিকাশির ন্যূনতম ওষুধপত্র নেওয়াও একই রকম জরুরি। ভারতের জলবায়ুতে শীত শুস্ক। তাই টের না পেলেও শরীরে জলের ঘাটতি ঘটা

অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং জল পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ওষুধ নিন সঙ্গে করে।

৪) ব্যাগে রাখুন ড্রাই ফ্রুটস। সঙ্গে রাখতে পারেন কয়েকটা এনার্জি ড্রিঙ্কস। কারণ, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে এগুলো কাজে আসবে।

৫) খুব সহজেই এখন হালকা তাবু কিনতে পাওয়া যায়। কিনে নিতে পারেন। তবে যে জায়গায় যাচ্ছেন, সেখানে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে নিন ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা কি রকম। চেষ্টা করুন ট্রেকিংয়ের সময় গাইড সঙ্গে রাখার জন্য।

বিনা ভিসাতেই ঘুরে আসুন থাইল্যান্ড! বড় ঘোষণা সে দেশের পর্যটন দপ্তরের

বিদেশ ভ্রমণে অন্যতম ঝক্কি ভিসা। সঠিক সময় তা মিলব কি না, কত দিনের ভিসা পাওয়া যাবে, এই নিয়ে আশঙ্কায় থাকেন সকলেই। এই অবস্থায় নিজেদের দেশের পর্যটনকে আরও জনপ্রিয় করতে অভিনব সিদ্ধান্ত নিল থাইল্যান্ড সরকার। ভারতীয়দের জন্য আগামী সাত মাস ' ফ্রি' হয়ে গেল দেশটি। ভারতের পাশাপাশি তাইওয়ানের নাগরিকরাও এই সুবিধা পাবেন। থাইল্যান্ডের পর্যটন মন্ত্রালয় জানিয়েছে, আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ১০ মে ২০২৪ পর্যন্ত ভিসা ছাড়াই ব্যাংকক-পাটায়ার দেশে বেড়াতে যেতে পারবেন ভারতীয়রা। এক দফায় সর্বোচ্চ ৩০ দিন পর্যন্ত থাকতে পারবেন সেখানে। তাইওয়ানের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্দেশ্য, পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আরও বেশি বিদেশি মুদ্রা আয়। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে চিনা

নাগরিকদের জন্য ' ফ্রি' হয় থাইল্যান্ড। এর ফলও মিলেছে। দেশটির জনপ্রিয় পর্যটন শহর ব্যাংকক পাটায়াতে উপচে পড়েছে ভ্রমণপিপাসুদের ভিড়। থাইল্যান্ডের পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুয়ায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২৯ অক্টোবর অবধি বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২ লক্ষ। আয় হয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা। উল্লেখ্য, মালোয়েশিয়া, চিন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পরে থাইল্যান্ডে পর্যটক সংখ্যায় এগিয়ে ভারতীয়রা। বছরে প্রায় ১২ লক্ষ ভারতীয় থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন। এবার আগামী সাত মাসের জন্য ভিসা তুলে নেওয়ায় তা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

টমেটোর পর উত্তরপ্রদেশে পেঁয়াজের দাম আকাশ ছুঁয়েছে

লখনউ, ১ নভেম্বর ঃ টমেটোর পর পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে। নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। গত এক সপ্তাহে খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। প্রতি কেজি ৩০-৩৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬০-৮০ টাকায় পৌঁছেছে। গত চার মাসে আগস্টের পর দ্বিতীয়বার পেঁয়াজের দাম বাড়ল। মাত্র কয়েক মাস আগে টমেটোর দাম বেড়ে

যাওয়ায় রান্নাঘরের বাজেটে প্রবল চাপ বেড়েছিল এবার তারসঙ্গে যুক্ত হয়েছে পেঁয়াজ। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পরিবার এবং রেস্তোরাঁর জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। কারণ সকলেই আসন্ন উৎসবের জন্য তৈরি হচ্ছে। আগামী মাসে আরও দাম বাড়তে পারে বলে ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করছেন। পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। পাইকারী বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এই বছরের শুরুতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, তাপপ্রবাহ এবং অনিয়মিত বৃষ্টির কারণে পেঁয়াজের ফসল খারাপ হয়েছে, যার ফলে পাইকারি পেঁয়াজের দাম বেড়েছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের নতুন জেনারেল ম্যানেজার

১ নভেম্বরঃ শ্রীমতি সৌম্য মাথুর ০১ নভেম্বর, ২০২৩-এ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে, তিনি রেলওয়ে বোর্ড, নয়াদিল্লিতে অতিরিক্ত সদস্য (অর্থ) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫২ সালে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে গঠনের পর, শ্রীমতি মাথুর উত্তর পূর্ব রেলওয়ের প্রথম মহিলা মহাব্যবস্থাপক।

ভুটান পাহাড় আর কালিম্পং পাহাড়ের মাঝে আসুন কটা দিন

দীপাবলি থেকে পাহাড়ের আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। পাহাড়ে পরিস্কার আকাশ দেখতে হলে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সেরা সময়। এই সময় পাহাড় আরও সুন্দরী হয়ে ওঠে। ঝকঝকে নীল আকাশে পাহাড়ের রূপ আরও খুলে যায়। আর এই পাহাড়ি পথে কোনও অচেনা জায়গায় যেতে পারলে তো কথাই নেই। বেড়িয়ে আসুন উত্তরবঙ্গের একেবারে অফবিট পর্যটন কেন্দ্র সুরুকে। উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে একেবারে অফবিট পর্যটন কেন্দ্র সরুক। একদিকে ভুটান পাহাড়। আরেকদিকে রয়েছে কালিম্পং। দুয়ের মাঝে এর অবস্থান।

ভুটান পাহাড়ের যে সৌঃদর্য তা অসাধারণ লাগে। ডিসেম্বর মাসে ভুটান পাহাড়ে তুষারপাত দেখা যায়। খাদ দিয়ে বয়ে গিয়েছে জলঢাকা নদী। হোমস্টের ব্যালকনিতে বসেই দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায়। খুব বেশি পর্যটক এই জায়গাটির কথা জানেন না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় ভুটান পাহাড়ের রূপ। এখানে হোমস্টেতে ব্রেকফাস্ট শেষ করে ঘুরে আসুন নীচের গ্রামে। গ্রামজুড়ে কেবল চাষের কাছ। গ্রামের লোকেরা মূলত চাষের কাজ করেন। তার সঙ্গে গবাদিপশুও প্রতিপালন করা তাঁদের জীবিকা। সুরুক শব্দটি এসেছে পাইন গাছ থেকে। এখানে নাকি একটা সময়ে প্রচুর পাইন গাছ ছিল। এখন আর তেমন নেই। এই খান থেকে একাধিক জায়গায় ঘোরা যায়। বিন্দু, ঝালং, রঙ্গোতে ঘোরার পাশাপাশি কালিম্পংয়ের একাধিক জায়গা রয়েছে যেখানে ঘুরে আসা যায়। এখানে একেবারে নিরিবিলিতে কাটানোর সেরা জায়গা। বারত ভুটান সীমান্তের একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম এটি। কালিম্পংয়ের তোদের একটি অংশ এটি। শিলিগুড়ি থেকে এই সরুকের দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার।

সিকিম বেড়াতে যাওয়া সম্ভব কি বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা

ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে সিকিম। পর্যটনের মানচিত্র থেকে

মুছে গিয়েছে বহু অফবিট গ্রাম। ছুটিতে যারা সিকিম বেড়াতে যাবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরাও দোটানায় ভুগছেন। হাতে মাত্র আরও কয়েকটা দিন, এর মধ্যে অন্য কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলা খুব কঠিন! তাহলে কি এবার কলকাতায় থাকতে হবে? সেই সমস্ত পর্যটকদের জন্য স্বস্তির বার্তা তুলে ধরা হল। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং পর্যন্ত এই রুট ধরেই যাতায়াত করেন পর্যটকরা। সেই রাস্তা আপাতত বন্ধ। তবে সিকিমগামী অন্যান্য সমস্ত রাস্তা খোলা রয়েছে। যাওয়া যাচ্ছে গ্যাংটক অবধি। নতুন মেল্লি থেকে রংপো পর্যন্ত রাস্তা খুলেছে। ফলে অনায়াসে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ সিকিম যেতে পারবেন পর্যটকরা। উত্তর সিকিম পৌঁছনো বেশ কষ্টকর। এখনও অনুমতিও মিলছে না। তবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে উত্তর সিকিমের রাস্তাও দ্রুত মেরামত করা হচ্ছে। সময় না হলেও তার পরে পর্যটকরা যাতায়াত করতেই পারবেন। পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ সিকিমে কোথায় কোথায় যাওয়া যেতে পারে? গ্যাংটক, লুংথাং, লিংথাম, রংপো বেড়াতে যেতেই পারেন পূর্ব সিকিমে। গ্যাংটক পর্যন্ত যেতে পারলেই বেড়ানো যায় গোটা এলাকা। পিছিয়ে নেই পশ্চিম সিকিমও। ঝলমলে আবহাওয়া, রঙিন ফুলে ঢেকে থাকা বার্সে, পেলিং এবং কালুকের মতো অফবিট এলাকাগুলিও পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় থাকবে। দক্ষিণ সিকিমের টেমি, নামচির মতো এলাকাগুলি বেড়ানো যেতে পারে। তাহলে আর চিন্তা নেই, উত্তর সিকিম যেতে না পারলেও সিকিমের অন্যান্য প্রান্ত পর্যটকদের জন্য দরজা কোলা রয়েছে বলে সেখানকার প্রশাসন জানাচ্ছে।

লাদাখ যুদ্ধে সাহসিকতা ও বুদ্ধে বিশ্বাসের জন্য পরিচিত ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ লাদাখে আধ্যাত্মিক, অ্যাডভেঞ্চার, ইকো এবং স্বাস্থ্য পর্যটন সম্পর্কিত অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার একথা বলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, লাদাখ যুদ্ধে সাহসিকতা এবং বুদ্ধের বিশ্বাসের জন্য পরিচিত। বুধবার, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর লাদাখ সফরের দ্বিতীয় দিনে, লাদাখ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিন্ধু ঘাটে একটি নাগরিক স্বাগত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং লাদাখের উপ-রাজ্যপাল অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বি ডি মিশ্রর সিন্ধু নদীতে প্রার্থনার মাধ্যমে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু লেহতে তাঁর সম্মানে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি লেহ এবং লাদাখের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, জলজীবন মিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮০ শতাংশ পরিবারে কলের জল পৌঁছেছে। তিনি এখানকার মানুষের সাহসিকতার প্রশংসা করেন।

মহাবিতর্কের আগে দুটি বিল অনুমোদন করলেন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল

চণ্ডীগড়, ১ নভেম্বর ঃ পাঞ্জাব ইস্যুতে মান সরকারের মহাবিতর্কের আগে রাজ্যপাল বনোয়ারি লাল পুরোহিত দুটি বিল অনুমোদন করেছেন। মান সরকার রাজ্যপালের কাছে তিনটি বিল পাঠিয়েছিল। এই বিলগুলি অনুমোদিত না হওয়ার কারণে, পাঞ্জাব সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। আগামী ৩ নভেম্বর এই মামলার শুনানি হবে। তার আগে রাজ্যপাল দুটি বিল অনুমোদন করেছেন। রাজ্যপাল পাঞ্জাব পণ্য ও পরিষেবা কর (সংশোধন) বিল ২০২৩ এবং ভারতীয় স্ট্যাম্প (পাঞ্জাব সংশোধন) বিল ২০২৩অনুমোদন করেছেন। প্রথম বিলটি অনলাইন গেমিংয়ের উপর জিএসটি আরোপ এবং একটি জিএসটি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের পথ প্রশস্ত করবে। দ্বিতীয় বিলটি সম্পত্তি বন্ধকের উপর স্ট্যাম্প শুল্ক আরোপ সম্পর্কে। পাঞ্জাব ফিসকাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (সংশোধনী) বিল ২০২৩ বর্তমানে রাজ্যপালের সামনে বিবেচনাধীন।

সারথি বদল-নিজের গাড়ি চালকের অবসরের দিনে তাঁকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ কার্তিক চন্দ্র মন্ডল জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন গাড়ি চালানোকে। চাকরি হিসেবে তিনি ড্রাইভার পদে যুক্ত হয়েছিলেন কলকাতা মেট্রো রেলে। সেখানেই তিনি কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয়কুমার রেড্ডির গাড়ি চালাতেন। স্বাভাবিকভাবে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের গাড়ি চালানায় যে বাড়িত সতর্কতা কিংবা নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন-সে বিষয়কে মাথায় রেখে নিজের কাজ দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করেছেন নিজের কর্মজীবনে। ফলস্বরূপ মেট্রোরেলের বিভিন্ন অফিসার এবং সহকর্মীদের স্নেহ ও ভরসার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বিশেষ করে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয়কুমার রেড্ডির কাছের পাত্র হয়েছিলেন প্রতিদিন একসাথে যাওয়া-আসার সুবাদে। সেই কার্তিক মন্ডল কর্মজীবন থেকে অবসর

নিলেন মঙ্গলবার ৩১.১০.২০২৩ তারিখে। এই অবসরের দিনে আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় মেট্রো রেল ভবনে। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল - এদিন কার্তিকবাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সময়ানুবর্তিতাকে সম্মান জানিয়ে বিদায়লগ্নে তাঁকে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি নিজে গাড়ি চালিয়ে-কার্তিকবাবুকে পেছনে বসিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেন। অবসরের দিন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার থেকে এহেন সম্মান পেয়ে হতবাক কার্তিকবাবু। আনন্দ এবং গর্ব অনুভব করার প্রতিফলন ধরা পড়ছিল কার্তিকবাবুর অশ্রুসিক্ত চোখের এক কোণে। এই সম্মান ও ভালোবাসা তাঁর অবসরযাপনকালে স্মৃতির মণিকোঠায় অম্লান হয়ে থাকবে। মেট্রোরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র এবিষয়ে জানিয়েছেন, কার্তিক চন্দ্র মন্ডল-মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির গাড়ি চালানোর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করেছেন। অবসরের দিন স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজারের কার্তিকবাবুর প্রতি এহেন সম্মান প্রদর্শন এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

ঢাকাগামী মৈত্রী এক্সপ্রেসে হামলা

পাবনা (ঈশ্বরদী), ১ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে কলকাতা-ঢাকাগামী মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে ককটেল হামলা। বিএনপির টানা তিনদিনের অবরোধের দ্বিতীয় দিন বুধবার মৈত্রী এক্সপ্রেসে এই হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে ঈশ্বরদী-ঢাকা রেলরুটের ঈশ্বরদী লোকোমোটিভ কারখানার লোকোসেড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ বীরবল মণ্ডল জানান, কলকাতা থেকে আসা ঢাকাগামী মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঈশ্বরদী জংশন স্টেশনে যাত্রাবিরতি করে।

বাংলাদেশে চালু হল 'টাকা পে' কার্ড, উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ১ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে আজ থেকে চালু হল ' পে' কার্ড। বুধবার ন্যাশনাল কার্ড স্কিম ' পে' উদ্বোধন করলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এই ডেবিট কার্ড উদ্বোধন করেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে চালু হওয়া এই কার্ড ভিসা কার্ড, মাস্টারকার্ড ও অ্যামেক্সের মতো আন্তর্জাতিক কার্ড সেবার একটি স্থানীয় বিকল্প। পুরোপুরি দেশীয় মধ্যস্থতায় চলবে এই সেবা। বিদেশি কার্ডের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এই টাকা পে কার্ড চালু করা হয়। প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী ব্যাংক, বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক টাকা পে কার্ড সেবা চালু করছে। পরবর্তীতে অন্য ব্যাংকগুলোও টাকা পে কার্ড চালু করবে। দেশের সব এটিএম, পয়েন্ট স অব সেলস ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই কার্ড ব্যবহার করা যাবে। শুরুতে টাকা পে ডেবিট কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা গেলেও ভবিষ্যতে ক্রেডিট কার্ডও আসবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। আপাতত বাংলাদেশের মধ্যে এই সেবা চালু হলেও ভবিষ্যতে টাকা পে কার্ড ভারতে ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

দেশের মহিলাদের স্থিতিস্থাপকতা এবং দৃঢ়তাকে উদযাপন করে সাধী ডট কম

১ নভেম্বর ঃ ভারতের অন্যতম প্রধান ম্যাচমেকিং প্ল্যাটফর্ম তার সিএসআর শাখা, Shaadi.org এর মাধ্যমে, নারীর ক্ষমতায়নের উপর দৃঢ় জোর দিয়ে সামাজিক রূপান্তরকে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন করে এসেছে। এই বছর, Shaadi.org দ্য স্পিরিট অফ দুর্গা শিরোনামের সদ্য অনুপ্রেরণামূলক দুর্গা পুজো প্রচারণার মাধ্যমে তার দর্শকদের সাথে সংযোগ করার সুযোগ নিয়েছে। উৎসবের ধর্মীয় তাৎপর্যের বাইরে গিয়ে, এবং দেবী দুর্গার প্রতীককে আলিঙ্গন করে, ছবিটি সুন্দরভাবে প্রতিটি নারীর অদম্য শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং সৌন্দর্য উদযাপন করে। একই সময়ে, সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ ফিল্মটি, মহিলারা প্রায়শই যে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় তার দ্বারা আচ্ছন্ন না হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে, এবং তাদেরকে দেবী দুর্গার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে উৎসাহিত করে, যিনি কখনও হাল ছেড়ে দেননি। দুর্গা শক্তির দেবী হিসাবে পরিচিত-তিনি হলেন সর্বশক্তিমান নারী শক্তি যিনি মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।

সিম্পল স্কিনকেয়ার আনল স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বল ত্বক পেতে দ্য কাইন্ড টু স্কিন সম্ভার

১নভেম্বর ঃ সিম্পল স্কিনকেয়ার আনঃদের সঙ্গে জানাচ্ছে যে আপনার দৈনিক ত্বক পরিচর্যা রুটিনে বিপ্লব আনার মত প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে গেছে সাম্প্রতিকতম স্কিনকেয়ার এসেনশিয়াল। কাইন্ড টু স্কিন সম্ভারের পণ্যগুলো ডিজাইন করা হয়েছে আপনার স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছু জুগিয়ে দিতে। আজকালকার সর্বদা বদলাতে থাকা আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল ত্বক বজায় রাখা এক চ্যালেঞ্জ। সিম্পল স্কিনকেয়ারের এসেনশিয়ালসের সাহায্যে বদলাতে থাকা মরসুমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এত সহজ কোনোদিন ছিল না। সিম্পল রিফ্রেশিং ফেস ওয়াশ এই ১০০ সাবানমুক্ত জেল ভিটামিন বি এবং ই-র গুণে পুষ্ট। এটা গভীরে গিয়ে মোলায়েমভাবে ত্বক পরিষ্কার করা নিশ্চিত করে, ফলে আপনার ত্বক সতেজ ও পুনরুজ্জীবিত হয়। এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পণ্য। এই মৃদু ফেস ওয়াশ মেক-আপ, ধুলো এবং অন্যান্য অশুদ্ধ জিনিস সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলে। আপনার ত্বক হয়ে ওঠে তরতাজা এবং পুনরুজ্জীবিত। এই ফেস ওয়াশ তেলতেলে ত্বকের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, কারণ এটা ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নেয় কিন্তু ত্বককে শুকনো করে দেয় না। বরং আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে এবং মোলায়েমভাবে সাফ করে। ত্বকের পক্ষে ভাল উপাদান দিয়ে তৈরি এই ফেস ওয়াশে আছে ভিটামিন ই এবং বি৫ যাতে কোনোরকম জ্বলুনি, চুলকানি ইত্যাদি ছাাই আপনার ত্বককে পুনরুজ্জীবিত ও পুষ্ট করা যায়। এর মোলায়েম, সাবানমুক্ত ফরমুলা আপনার ত্বকের শুকিয়ে যাওয়া নিশ্চিতভাবে আটকাবে। এ এক জেল ফর্মুলা যা স্পর্শকাতর ত্বকের জন্যে সেরা ফেস ওয়াশ হিসাবে পরিচিত। দাম ৩৮৫- টাকা।

সিম্পল সুদিং ফেশিয়াল টোনার- ত্বক সাফ করা এবং ময়শ্চারাইজ করার আগে ব্যবহার করার জন্য আদর্শ আমাদের টোনার আপনার ত্বককে রাখে টোনড এবং সতেজ। ফলে আপনার ত্বক পরিচর্যা রুটিনের জন্যে নিখুঁত ক্যানভাস তৈরি হয়। স্পর্শকাতর ত্বকের মানুষের জন্য একেবারে যথাযথ এই আরামদায়ক টোনার ডিজাইন করা হয়েছে ত্বককে শান্ত ও আর্দ্র করতে। সিম্পল কাইন্ড টু স্কিন সুদিং ফেশিয়াল টোনার সব ধরনের ত্বকের পক্ষে জুতসই কিন্তু বিশেষ করে স্পর্শকাতর

ত্বকের পক্ষে মোলায়েম।
দাম ৪৬০- টাকা

সিম্পল হাইড্রেটিং লাইট ময়শ্চারাইজার- চিনে নিন সিম্পল স্কিনকেয়ার হাইড্রেটিং লাইট ময়শ্চারাইজার - আপনার ত্বকের নতুন অত্যাবশ্যক সঙ্গী! এর পুষ্টিকর উপাদান এবং সারাদিন ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখার ব্যবস্থা এমন ত্বকের অভিজ্ঞতা পাবেন যা কখনো পাননি। এই ময়শ্চারাইজার ১২ ঘঃটা ময়শ্চারাইজেশন দেয়, আপনার ত্বককে রাখে মসৃণ এবং নিখুঁতভাবে আর্দ্র। শুকনো ভাবের সঙ্গে লাাই করে, ফলে আপনার ত্বক সর্বদা আর্দ্র বলে মনে হয়! দাম ৪৬৫- টাকা।

সিম্পলে আমরা এমন এক ক্লিন বিউটি ব্র্যান্ড হিসাবে গর্বিত যে ব্র্যান্ড সেইসব ত্বক সাফ করার পণ্য তৈরিতে একান্তভাবে নিযুক্ত, যেগুলো কেবল কার্যকরী নয়, আপনার ত্বকের প্রতি মোলায়েমও বটে। আমাদের সমস্ত পণ্যেই ত্বক পরিচর্যার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট। আমাদের উদ্দেশ্য সহজ - আপনার মৃদু অথচ শক্তিশালী ত্বক পরিচর্যা সমাধান জোগানো, যা ব্যবহার করার পর আপনার ত্বক সতেজ, পুনরুজ্জীবিত বোধ করে। সবচেয়ে ব। কথা, ত্বকের যত্ন নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের হাত ধরে পরিচ্ছন্ন ও সহক ত্বক পরিচর্যার সৌন্দর্য আবিষ্কার করুন।

Name Change

I DIPAK GHOSH,SON OF MADHAB CHANDRA GHOSH, RESIDING AT 40 MURARI MOHAN MITRA GE-FL-C,CHANDRALAYA APTT,PANIHATI,PO-KAMARHATI, NORTH24PARGANAS - 700058,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK KUMAR GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023.THAT DIPAK GHOSH AND DIPAK KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD KAWCHHAR GAGI, S/O BABURALI GAZI, R/O VILL-NABATKATI, P.O. AMUDIA SWARUPNAGAR, P.S. BASIRHAT, PIN-743273, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAOSAR GAZI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023. MD KAWCHHAR GAGI AND KAOSAR GAZI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSHIL TIWARI, S/O KAMLA SHANKAR TIWARI, R/O 67/1/3, NIMTALA GHAT STREET, BEADON STREET, KOLKATA - 700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHIL KUMAR TIWARI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023. SUSHIL KUMAR TIWARI AND SUSHIL TIWARI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PIMPI MISTRY, W/O KARTICK MISTRY, R/O E-20, 107, NONADANG, P.O CHOWBAGA, P.S. ANANDAPUR, KOLKATA -700105, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIMPI MISTRY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023. PIMPI MISTRY AND RIMPI MISTRY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I ALOKE KUMAR, SON OF LATE GANESH CHANDRA KUMAR, RESIDING AT CHANDITALA KUMAR PARA, PO&PS-CHANDITALA, HOOGHLY - 712702,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOK KUMAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023.THAT ALOKE KUMAR AND ALOK KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I GULZAR SINGH WALIA, S/O LATE DALIP SINGH, R/O 137, B.T. ROAD, BARANAGAR (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GULZAR SINGH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023. GULZAR SINGH WALIA AND GULZAR SINGH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SHANKUNTALA YADAV,WIFE OF RAKESH YADAV, RESIDING AT 3 SHASTRINAGAR,MADHYA KANAIPUR, HOOGHLY - 712246, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAKUNTAL YADAV VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023.THAT SHANKUNTAL YADAV AND SHAKUNTAL YADAV ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MAIRAJ KHAN & MAIRAJUL KHAN, S/O LATE NIYAMAT KHAN, R/O VILL & P.O. KASBAGOLA, P.S. EGRA, DIST-PURBA MEDINIPUR, PIN-721447, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAYRAJ KHAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023. MAIRAJ KHAN & MAIRAJUL KHAN AND MAYRAJ KHAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PARVEZ AHMED, S/O KAMRUZZAMA AHMED, R/O 61G,G J KHAN ROAD, P.S. TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARBEZ AHMED, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023. PARBEZ AHMED AND PARVEZ AHMED SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Phalguni Pal, daughter of Shri Chandan Pal of 1A, MangoliaApsara, Chhoto Chandpur, Near Mangolia Grand, Bishnupur, Rajarhat, Bishnupur, District-24 Parganas (North)-700 135 declare that my son name Abhimanyu Bose Roy shall be henceforth called as Dishaank Pal by virtue of an affidavit duly affirmed before First class Magistrate, Calcutta on 25.09.2023.

Name Change

I UTTAM CHATTOPADHYAY,SON OF BRAJENDRA GOPAL CHATTERJEE, RESIDING AT BJ-326,SALT LAKE CITY,SEC-II, KOLKATA - 700091.WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UTTAM CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BIDHANNAGAR, NORTH24PARGANAS ON 01/11/2023.THAT UTTAM CHATTOPADHYAY AND UTTAM CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BEDA PRASAD JHA,SON OF RADHAKANT JHA,RESDING AT BLOCK-20,FLAT-401,UJAAS THE-CONDOVILLE,69 S K DE,SOUTH DUMDUM, PS-LAKETOWN, NORTH24PARGANAS - 700048,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BEDANAND JHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/11/2023.THAT BEDA PRASAD JHA AND BEDANAND JHA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

পথ শিশুদের জন্য চালু হলো ICDS পরিচালিত ভ্রাম্যমান মুক্ত পাঠশালা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ নভেম্বর ঃ পথ শিশুদের জন্য আলিপুরদুয়ারে চালু হলো ICDS পরিচালিত ভ্রাম্যমান মুক্ত পাঠশালা।

বুধবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে পথ শিশুদের জন্য ভ্রাম্যমান পাঠশালার উদ্বোধন করেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা। জানা গেছে এলাকার ১ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত পথ শিশুদের পঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। সেখানে শিশুদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও বিভিন্ন ধরনের পুঁথিগত শিক্ষা প্রদান করবে শিক্ষিকারা। আলিপুরদুয়ারে এমন ৩ টি মুক্ত বিদ্যালয় মডেল হিসেবে চালু করলো প্রশাসন। বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও থাকছে প্রশাসনের তরফ থেকে। ICDS কর্মী, দামরী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা থাকবে এই বিদ্যালয়ে। বর্তমানে ৪০ জনের মতো শিশু এই বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পঠন করবে। এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা ও মহাকুমা শাসক বিপ্লব সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

প্রত্যেকটি বাড়িতে গ্যাসের পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস দেওয়ার শুভ সূচনা হলো

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ নভেম্বর ঃ ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সহযোগিতায় কোচবিহার পৌরসভার সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনায় আজ গ্যাসের পাইপ লাইনের শুভ সূচনা করা হলো কোচবিহার পৌরসভার

চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ির সামন থেকে। এই বিষয়ে রবিবাবু বলেন প্রথম পর্যায়ে এক বছরের মধ্যে দশ হাজার বাড়িতে পাইপ লাইন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পাঁচটা ধাপে কোচবিহার শহরে প্রত্যেকটি বাড়িতে গ্যাসের পাইপলাইন দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা হবে, তারপর আবার মোড়ে আবার কাজ করা হবে, এই গ্যাসের লাইন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেলে মানুষের অনেক সুবিধা হবে এবং অনেক কম খরচে মানুষের পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস পেয়ে যাবে তারপর কোনো রকম বুকিং এবং গ্যাস নিয়ে আসার কোনো সমস্যা হবে না। এই বিষয়ে মৃন্ময় কুমার ঘোষ প্রোজেক্টিক ইঞ্জিনিয়ার বলেন শহরের মধ্যে এখনো পাইপ লাইনের কাজ সম্পন্ন হয়নি প্রথম ধাপের কাজ চলছে আমরা আশা রাখছি এ মাসের শেষের দিকে পাইপ লাইনের স্টিলের যে কাজটি আছে সেটি আমরা শুরু করতে পারব। এখন পর্যন্ত কোচবিহার শহরে পৌর এলাকায় ১০৪ কিলোমিটার পাইপ লাইনের লাইন করা হয়েছে। এর পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন জায়গায় সার্ভে করে জানা যাবে কতগুলো বাকি আছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছতে মার্চ মাসের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

কোচবিহারেও বিজেপির পক্ষ থেকে চোর ধরার জেল ভরো কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ নভেম্বর ঃ রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির প্রতিবাদে গোটা রাজ্যের সঙ্গে কোচবিহারেও বিজেপির পক্ষ থেকে চোর ধরার জেল ভরো কর্মসূচি পালিত হল। আজ কোচবিহার জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির অভিযোগ রাজ্য জুড়ে সর্বত্র দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। বর্তমানে তারা গরিব মানুষের চার চুরি করে খাচ্ছে। রেশন ব্যবস্থাতেও লাগামহীন দুর্নীতি শুরু হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে দলীয় কার্যালয় থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে।

প্রসাদ খেয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু শিশুকন্যা সহ ২ জনের, অসুস্থ বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১ নভেম্বর ঃ বীরভূমের রাজনগরের বাগদিপাড়া এলাকায় লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খেয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হল এক শিশুকন্যা সহ ২ জনের। অসুস্থ আরও ৮ জন। তাদের সিউড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, সোমবার ওই এলাকার একটি মন্দিরে লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিল। মঙ্গলবার মন্দির পরিষ্কার করার সময় অবশিষ্ট খিচুড়ি কয়েকজন খেয়ে ফেলেন। খিচুড়ি খাবার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। স্থানীয়রা তাঁদের রাজনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতেই মৃত্যু হয় পারু বাগদি নামে চার বছরের এক শিশুকন্যার। বুধবার সকালে সিউড়ি সদর হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে সাধু বাগদি (৫৫) নামে একজনের। চিকিৎসকদের মত, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিন রাজনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। তবে এইবিষয়ে এখনও মন্দির কমিটির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে।

পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করেছে

কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ ৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী স্মরণ করে, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করে।শ্রী সঞ্জীব কুমার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হাওড়া, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, জাতির জন্য তাঁর অসামান্য অবদানকে সম্মান জানিয়েছেন। ঐক্য ও সংহতির চেতনায় রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী রান ফর ইউনিটি ইভেন্টে উৎসাহের

সাথে অংশগ্রহণ করে, যা খুব ভোরে গুলমোহর কলোনির শিশু পার্ক থেকে শুরু হয়েছিল। এর পরে, শ্রী সঞ্জীব কুমার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, ডিভিশনের কর্মচারী ও আধিকারিকদের কাছে জাতীয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতীকী কাজটি জাতীয় সংহতি, একতা এবং একটি শক্তিশালী, অখন্ড ভারতের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি হাওড়া বিভাগের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে। হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার জোর দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস আমাদেরকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শের প্রতিফলন করার একটি মূল্যবান সুযোগ প্রদান করে, যিনি আমাদের বৈচিত্র্যময় জাতিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটি পর্যবেক্ষণ করে। দিন, আমরা বৃহত্তর ভালোর জন্য একসাথে কাজ করার এবং আমাদের প্রিয় দেশের উন্নয়ন ও ঐক্যে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করি।

বাঁকুড়ায় বিজয়া সম্মেলনের সভার অনুমতি না পেয়ে শুভেন্দুর নিশানায় মমতা, আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১ নভেম্বর ঃ মঞ্চ বাঁধার কাজ শেষ হয়ে গেলেও পুলিশের অনুমতি না মেলায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় গেরুয়া শিবির। বাঁকুড়ার মোহিনী মোহন ক্লাবের মাঠে বিজেপির বিজয়া সম্মিলনীর অনুমতি দিলেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সকালে যা বলেছিলেন, বিকালে ঠিক তার বিপরীত মত প্রকাশ করল আদালত। বুধবার দুপুরে আদালত আধ ঘন্টার মধ্যে বাঁকুড়ার সভা করার অনুমতি না দিলে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির হতে হবে বলে নির্দেশ দেয়। পদপৃষ্টের ইস্যু তোলে ঘটে যাওয়া আসানসোল কম্বল কাণ্ড, জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো ঘটনা কে সামনে রাখা হয়। জানানো হয় সেই চিত্র দায় কে নেবে? আসলে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের বক্তব্য শোনার পরেই মত বদলান বিচারপতি। সাফ নির্দেশ দেয় বাঁকুড়ার কোতুলপুরে বিজেপির বিজয়া সম্মিলনীর অনুমতি দেওয়া যাবে না। ওই ক্লাবের মাঠে বুধবার বিকেল ৫ টার সময় বিজেপির বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। সেখানে ইতিমধ্যে কর্মী-সমর্থকরা হাজির হয়েছেন, অনুমতি না দিলে আর্থিক ক্ষতি হবে বলে জানানো হয় বিজেপির তরফে। কিন্তু পুলিশ জানায়, এ দিন ওই মাঠে অন্য একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। মাঠে প্রবেশের ও বেরোনোর দু'টি মাত্র গেট। ফলে কোনোরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পদপিষ্ট হয়ে মারা যেতে পারেন লোকজন। পুলিশের এই যুক্তি শোনার পর সভা করার অনুমতি না দেওয়ার কথা বলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। মেলেনি কলকাতা হাইকোর্টের থেকে অনুমতি। বাঁকুড়ার কোতুলপুরে পৌঁছেও বিজয়া সম্মিলনী করতে পারলেন না শুভেন্দু অধিকারী। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, সভা করার অনুমতি চেয়ে বিজেপির আবেদনে ত্রুটি রয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর ইমেল মারফত অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। আদালতের কাছে ওই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। গত ৩০ অক্টোবর লিখিত ভাবে অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই শেষ মুহূর্তে আদালতেরও কিছু করার নেই। বিজেপির আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আপনারা কয়েক দিন পরে কর্মসূচি করুন। পুলিশকে চার দিন সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে তারা সভার অনুমতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তারপরেই সভা করা যাবে। এদিকে আগামী ৯ নভেম্বর কোতুলপুরে সভা করবেন বলেই জানান তিনি। জমায়েত আরও অনেক বেশি হবে, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন বিরোধী দলনেতা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন শুভেন্দু মুখে শোনা গেল, 'আমি কোর্টকে রেসপেক্ট করি'। কিন্তু যাবতীয় ক্ষোভ শাসকদলের উপর উগরে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি। শুভেন্দু বলেছেন, 'আমি কোর্টকে রেসপেক্ট করি। আমি মাঠে যাইনি। কর্মীদের সঙ্গে মিট করলাম। যা করেছে, তার ফল ভুগতে হবে। একটা বিজয়া সম্মিলনী ৫ থেকে ৬ হাজার কর্মীকে নিয়ে, তার যা মাইলেজ পাবলিসিটি পেতাম, বৈভব দেখানোর ফলে, তার থেকে হাজার গুণ বেশি পেলাম। ৯ তারিখে বিষ্ণুপুরে আসব। কর্মীদের সঙ্গে মিট করব। বিজয়া করব। মিষ্টি খাব, খাওয়াব। ১৭ তারিখে কোতলপুর বাজারে হাঁটব। মূলত, এদিন পুলিশের পর বাঁকুড়ায় শুভেন্দুর সভায় অনুমতি দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট। কোতুলপুরের বিজয়া সম্মিলনীতে অনুমতি দেননি বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তবে তাঁর পাশাপাশি বিচারপতি বলেছেন, 'আজ দুপুর ২ টোর মধ্যে অনুমতি না দিলে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এসপিকে। কেন অনুমতি নয়, ভিডিও কনফারেন্সে ব্যাখ্যা দিতে হবে এসপিকে'। অনুমতি না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা না করলে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার হুঁশিয়ারি বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের। এদিকে জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতারের পর, 'বালুর অবৈধ সম্পত্তির' কথা শুভেন্দুর মুখে উঠতেই, তৃণমূলের তরফেও নিশানা করা হয়। নবান্ন থেকে মমতা বলেন, 'কারও কারও ৬০-৭০-৮০টি ট্রলার আছে, নানা লোকেই বলে। কত বেনামি বাড়ি আছে, কত পেট্রোল পাম্প আছে, কত কোটি কোটি টাকা রয়েছে। তারা বড় বড় কথা বলে কী করে? এতদিন করিনি, এবার আমরাও কাগজপত্র বের করছি। পাল্টা আক্রমন শানিয়ে কোতুলপুরে থেকে বিরোধী দলনেতার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি শুনে রাখুন। আপনার ভাইপো, আপনার পরিবারের, ইনকাম ট্যাক্সে কিছুই দেখানো নেই। আমার সবই দেখানো আছে। এরপরেই তোলেন তাঁর পেট্রোল পাম্পের কথা। বলেন, 'পেট্রোল পাম্প সব বৈধ, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগের পেট্রোল পাম্প। ২১ সালের শুভেন্দু অধিকারীর হলফনামা দেখে নেবেন আপনি।

আপনার একটি ভোট মূল্যবান, এই মুহূর্তে সারা দেশে বিজেপিকে ফাইট দিতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস ঃ শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ১ নভেম্বর ঃ আপনার একটি ভোট মূল্যবান, এই মুহূর্তে সারা দেশে বিজেপিকে ফাইট দিতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস মুরারইয়ে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বললেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। বুধবার সাংসদকে সম্বর্ধনার পাশাপাশি, সিপিএমের মেম্বার সহ কর্মী সমর্থকেরা শতাব্দী রায়ের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মোশাররফ হোসেন, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। বুধবার মুরারই ২ নং ব্লকের হিয়াতনগরে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংসদ শতাব্দী রায়। এদিন মুরারইয়ের জাজিগ্রাম অঞ্চলের সিপিএম সদস্য আনারুল খান এবং পঞ্চাশ জন বাম সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করে। সাংসদ বলেন, দলছুট হয়ে থাকবেন না। সবার সাথে মিলেমিশে থাকবেন। একসাথে কাজ করবেন। নেতাদেরও বলবো, সবাইকে ডাকবেন। সেই বড়ো নেতা যে সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন। এক পরিবারের মতো থাকবেন। বিগত লোকসভা, বিধান সভায় ভালো ফল করলেও, পঞ্চায়েত নির্বাচনে আশানুরূপ ফল হয় নি। সেই এক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এক পতাকা তৃণমূল কংগ্রেসের। তাহলে কেন এমন হলো? আপনাদের বলি, লোকসভা, বিধান সভা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত তৃণমূলের পুরো দখলে না থাকলে আপনাদের উন্নয়ন ব্যহত হবে। বিরোধীরা উন্নয়ন আটকে দেবে। হয়তো দলের কোনো প্রার্থী আপনার মনোমত নয়। আপনি ভাবলেন, ভোট না দিয়ে তাকে জব্দ করবো। কিন্তু না, আপনি আপনার প্রিয় মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জব্দ করলেন। তারপর সাংসদ বলেন, দেখুন দলছুট হবেন না। দলবদ্ধ হবেন। চোখের সামনে দেখলেন সিপিএমের মেম্বার সদলবলে তৃণমূলে যোগ দিলেন। কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে কেউ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে নি। সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন হয়। আর এই মানুষটিকে, অভিষেককে দেখে দলে আসা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মানুষকে কাজ করিয়ে পয়সা দেয় নি। এটা অপরাধ। আমি অপারগ হলে কাজ না দিতে পারি। আপনার রাগ সম্ভব। কিন্তু কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়া অপরাধ। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে নিয়ে একশো দিনের টাকা আদায়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। সেই আন্দোলন তৃণমূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা রাজ্যের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আবারও বলবো, আপনারা দেখেছেন, তৃণমূল থেকে আলাদা হয়ে, অনেকেই ফের তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। আর হাতে পাঁচ মাস সময়। তারপর লোকসভা নির্বাচন। এই মুহূর্তে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার জায়গাই গোটা দেশে তৃণমূল ছাড়া কেউ নেই। তাই আপনার একটি ভোট মূল্যবান। ভাববেন, সিপিএমকে দেব। কিন্তু না, তৃণমূলই জিতবে। শুধু তৃণমূলের ভোট কেটে বিজেপি লাভবান হবে।

এবিভিপি ইউনিয়ন ফি নিয়ে ছাত্রদের প্রতারণার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে নানান দুর্নীতির পর এবার সমস্ত কলেজ গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ইউনিয়ন ফ্রি বাবদ লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা আদায়ের অভিযোগ এনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সরব অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ শাখার) শুভব্রত অধিকারীর নেতৃত্বে কোর্ট মোড়ের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলন করে ইউনিয়ন ফ্রিস নিয়ে নানান কারচুপি তুলে ধরেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা মন্ত্রীরা নানান দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে শ্রীঘরে। এবার আরেক দুর্নীতি গতকাল শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ নিয়ে এসেছিলেন। এবার ভারতীয় জনতা পার্টির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বাংলার বিভিন্ন কলেজ গুলোতে ইউনিয়ন ফ্রি বাবদ যে অর্থ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাচ থেকে আদায় করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। শুভব্রতবাবু জানান, এই দুর্নীতি দায়ে অভিযুক্তদের সঠিক তদন্ত করে শাস্তি দিতে হবে। এই নিয়ে একটি গণসাক্ষ্য অভিযান করে মহামান্য রাজ্যপালকে দেওয়া হবে।

উদ্ধার এক অচৈতন্য যুবতী

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১ নভেম্বর ঃ চলন্ত ট্রেন থেকে অচৈতন্য এক যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করল জিআরপি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল দশটা চল্লিশ নাগাদ ডাউন মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে। হাওড়া গামী ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়া সাথী পাল নামক যুবতীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নবদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করে জি আর পি পুলিশ কর্মীরা। জিআরপি সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার সকাল দশটা চল্লিশ নাগাদ ডাউন মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি কাটোয়া ছেড়ে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্মে এসে পৌঁছায়। সেখানেই ট্রেন যাত্রীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে জিআরপি নবদ্বীপ আউট পোস্টের কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে তারা দেখতে পায় এক অজ্ঞাত পরিচয় বছর ২৬ এর যুবতী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যুবতীকে দ্রুত পুলিশ কর্মীরা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানেই ভর্তি করে শুরু হয় জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা। পাশাপাশি তার পরিচয় জানতে বিভিন্নভাবে খোঁজ চালাতে শুরু করেন জিআরপি'র পুলিশ কর্মীরা। অবশেষে মেলে সাফল্য। তারা জানতে পারেন ওই যুবতীর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া গুমা এলাকায়। সেই মতো পুলিশের পক্ষ থেকে ওই যুবতীর স্বামী সুশান্ত পাল কে খবর দেওয়া হয়, তিনি যাতে দ্রুত নবদ্বীপে এসে পৌঁছান। দুপুর আড়াইটা নাগাদ হাবড়া গুমা এলাকা থেকে যুবতীর স্বামী সুশান্ত পাল নবদ্বীপে এসে পৌঁছান। পুলিশ সূত্রে আরও জানতে পারা যায়, ওই যুবতী মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এ উঠেছিলেন ব্যান্ডেল যাওয়ার জন্য। পথে ট্রেনটি কাটোয়া ছাড়তেই কম্পার্টমেন্টে অসুস্থ হয়ে সংজ্ঞা হারান। ট্রেনটি নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে এসে পৌঁছালে,অন্যান্য যাত্রীদের সহায়তায় জিআরপি'র পুলিশ কর্মীরা ওই যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১ নভেম্বর ঃ তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিজয় সম্মেলনী ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনের সভা হয়ে উঠল রাজনৈতিক। শুভেচ্ছা বিনিময়ের মঞ্চ থেকেই দলের আগামী কর্মসূচি নিয়ে ব্লক ও অঞ্চলের নেতৃত্বকে প্রয়োজন নির্দেশিকা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার বিজয়া সম্মেলনের সঙ্গে জেলা কমিটির বৈঠক হয় তমলুকের মানিক তলায় একটি বেসরকারি হল ঘরে, এই সভায় দলের জেলা কমিটির সদস্য ও ব্লক সভাপতি সহ শাখা সংগঠনের জেলা নেতৃত্বকে ডাকা হয়। উপস্থিত ছিলেন তমলুকের বিধায়ক তথা তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বীরভূমে ড্রামভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১ নভেম্বর ঃ বীরভূমের নানুরের বাসাপাড়া এলাকার তাখরা গ্রামে বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নানুরে চাষের খেতের পাশে জঙ্গলে ড্রামে রাখা ছিল বোমাগুলি। বুধবার উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চলছে। এদিন একটি চাষের জমির ধারে ঝোপ থেকে এক ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। তা উদ্ধার করে নিয়ে যায় নানুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, নানুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিল, নানুরে ঝোপের মধ্যে বোমাভর্তি ড্রাম রাখা আছে। সেই অনুযায়ী, অভিযান চালায় পুলিশ। তার পরেই তাখরা গ্রামে একটি চাষের জমির পাশে গজিয়ে ওঠা জঙ্গলের মধ্যে বোমাভর্তি ড্রাম খুঁজে পায় পুলিশ। পুলিশ বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার পদক্ষেপ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বোমা নিষ্ক্রিয় করার পরিকাঠামো রয়েছে সিআইডির। তাদের বম্ব স্কোয়াডকে খবর পাঠানো হয়েছে। সিআইডির বম্ব স্কোয়াড এলে বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অটো চালককে মারধরের অভিযোগ উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে সিটি অটো চালককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল টোটোচালকদের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার শিলিগুড়ির সমস্ত রুটে সিটি অটো চলাচল বন্ধ করে দিলেন চালকরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ নামানো হয়। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে চম্পাসারি মোড়ে টোটোচালকদের হাতে প্রহৃত হন একজন সিটি অটো চালক। এর প্রতিবাদে এদিন হিলকার্ট রোডে এসডিও অফিসের সামনে অটো চালকরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা বিভিন্ন রুটে অটো চালানো বন্ধ রেখে প্রতিবাদে শামিল হন। সিটি অটো চালকদের অভিযোগ, তাঁরা ট্যাক্স দিয়ে এবং অন্য নিয়ম মেনে গাড়ি চালাচ্ছেন। তারপরও প্রায়ই তাঁদের হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে খারাপ চিকিৎসা পরিষেবার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ নভেম্বর ঃ চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগটা করছেন রোগীর আত্মীয়রা। চিকিৎসা পরিষেবা, একেবারেই তলানিতে ঠেকেছে অভিযোগ বিরোধীদেরও। একটি রোগীকে একাধিক ডাক্তার দেখছেন আবার একাধিক ডাক্তারের পরামর্শ রোগীর আত্মীয়কে সঠিকভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না কথায় কথায় চিকিৎসা না করেই রোগীকে রেফার করে দিচ্ছে অন্যত্র। রোগীর পরিজনদের সাথে চিকিৎসকরা ঠিকমতো ব্যবহার করছে না কথাও বলছে না। সঠিকভাবে রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়েও রোগীর আত্মীয়রা জানতে পারছে না এমনটাই ভুরি ভুরি অভিযোগ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছে না এমন কোন অভিযোগ আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি। তবে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে না ডাক্তাররা ঠিকমতোই চিকিৎসা করছে কোন অভিযোগ পেলে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব। একেকটা ইউনিটে ১০ থেকে ১২ জন চিকিৎসক থাকে সেক্ষেত্রে সেই ইউনিটে একজন সিনিয়র ডাক্তার থাকে তবে সব ক্ষেত্রেই সমস্ত ডাক্তারের চিকিৎসা করে।

নন্দকুমারে দিঘাগামী গাড়ির সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১ নভেম্বর ঃ নন্দকুমারে দিঘাগামী গাড়ির সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৪। জখম বেশ কয়েকজন। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলের দিকে একটি গাড়ি দিঘার দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে আসছিল একটি বাস। ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে নন্দকুমারে ঘটে দুর্ঘটনা। বাসের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে গাড়ির। ঘটনাস্থলেই দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ি। ভিতরে আটকে পড়েন যাত্রীরা। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে হাত লাগায় স্থানীয়রা। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালে। সেখানেই ৪ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। এই দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক। ব্যস্ত সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন আমজনতা। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের পথে।

কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু খাতড়ায়

দেবনাথ মোদক, খাতড়া, ১ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো শেষ হতে না হতেই কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষত, বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের হাজামডিহি গিরিধারী ক্লাবের এবছরের থিম করে বিগ বাজেটের কালীপুজো নজরকাড়া।

এদিন বুধবার খাতড়ার হাজামডিহি গিরিধারী ক্লাবের কালীপুজোর খুঁটি পুজোর মাধ্যমে ইতিমধ্যে মন্ডপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। গত কয়েক বছরের মতো এবছরও নজরকাড়া থিম নিয়ে আসছে খাতড়ার হাজামডিহি গিরিধারী ক্লাব। এই কালীপুজোর মূল আকর্ষণ ছোটোদের জন্য এবারের থিম আলিবাবা চল্লিশ চোর । চিচিং ফাঁক থেকে চিচিং বন্‌ধ সমস্ত দৃশ্য মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। পরিবেশ বান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হবে এই মন্ডপ। ফলে এবারও দর্শনার্থীদের ভিড় হবে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, এবছর তাদের ৩০ তম বর্ষে পড়ল এই পুজো । বাজেট প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। পুজোর কদিন থাকছে বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠান, এলাকার দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ ও সদূর কলকাতার সামাজিক যাত্রাপালার আয়োজন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EE-III/30/5/23-24 (1st Call)

Name of work : **Maintenance work of KMC Chest Clinic at 34, U.C. Banerjee Road in Ward No. 30;** Estimated Cost : ₹ **1,49,447.39 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **3,000.00;** Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **11.11.2023 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **17.11.2023 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **03.11.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/011/2023-2024/BUSTEE
Name of work : **Renovation of bustee sewer line at 13 B.M. Road, 17 C.M. Lane and other places in Ward No. 088;** Estimated cost : ₹ **2,98,675.92 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/022/2023-2024/R
Name of work : **Renovation of IPS passage and allied Civil Works along Deb Narayan Banerjee Lane in Ward No. 083;** Estimated cost : ₹ **2,99,417.24 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/028/2023-2024/D
Name of work : **Restoration of disturbed paver block and I.P. footpath at 33A, 61 62B P.D. Road, 200T S.P.M. Road, 13 P.D. Place, 30/1 S.M. Lane, 47 T.G. Road etc. in Ward No. 88, Disturbed by CESC and Natural Wear and Tear;** Estimated cost : ₹ **3,46,721.99 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **7,000.00;** Period of completion : **75 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/021/2023-2024/BUSTEE
Name of work : **Construction of new privy & bathroom at 34/1A, 21/1/3A Mahim Halder Street & allied Civil Works in Ward No. 083;** Estimated cost : ₹ **4,16,180.54 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,400.00;** Period of completion : **45 days**; Last date and time of submission of bid : **11.11.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; Date of opening of tender : **17.11.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on & from **03.11.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/024/2023-2024/R
Name of work : **Repairing of bustee latrine at 3 No. Kankulia Road and others in Ward No. 68;** Estimated cost : ₹ **1,69,552.35 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **3,400.00;** Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **22.11.2023 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **24.11.2023 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on & from **07.11.2023 (5 pm).**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/017/2023-2024/D
Name of work : **Restoration of footpath at 26C/2, Lansdown Pl., 122/1D Motilal Nehru Rd., 40, 35/F Mahanirban Rd., 37 Panditia PL., 54/4C, 56 Hazra Road 139B Sarat Bose Rd. etc. in Ward No. 85;** Estimated cost : ₹ **4,21,296.13 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,500.00;** Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **24.11.2023 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **28.11.2023 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on & from **09.11.2023 (5 pm);** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system

(1) NIT No. : EEC/BX/091/011/2023-2024/BS
Name of work : **Improvement of passage by IPS at bye lane of Sarat Ghosh Garden & B.B. Chatterjee (Slum Area) near Pre. No. 9A, 303A & 145 etc. in Ward No. 091, Br.-X;** Estimated Value : ₹ **2,63,083.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **5,265.00;** Time of completion : **60 days.**

(2) NIT No. : EEC/BX/096/016/2023-2024/BS
Name of work : **Improvement of passage by laying paver block near Prem. No. F-44, A/120 Bapujinagar Colony etc. in Ward No. 096, Br.-X;** Estimated Value : ₹ **4,91,726.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **9,850.00;** Time of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **17.11.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of bid : **22.11.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **04.11.2023 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the bfollowing works :

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W85/T-04/2023-24
Name of work : **Improvement of F.W. supply by replacing the 100mm dia damaged service main for removal of contamination near the Prem. no. 22/1/1/1, 22/23A, Monohar Pukur Rd. and adjoining area in Ward No.85;** Estimated Amount : ₹ **1,40,450.00;** Earnest Money : ₹ **2,810.00;** Period of completion : **10 days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **23.11.2023 at 1 pm / 25.11.2023 at 1.30 pm.**

(2) NIT No. : KMC/WS/West/W85/T-06/2023-24
Name of work : **Improvement of F.W. and U.F.W. supply by laying of 100mm dia D.I. pipe along with G.I. utility pipe including installation of PVC overhead reservoirs at 16/2, 13, 14, Dover Terrace Bustee in Ward No.85;** Estimated Amount : ₹ **2,99,067.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **25 days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **28.11.2023 at 1 pm / 30.11.2023 at 1.30 pm**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EEBS/ODF/XIV/128/23-24/042 (1st Call) published in this Newspaper on 06.10.2023 (Key No. : 831/23-24) of **Bustee Department (Sl. No. 7)** the last date of submission would be **07.11.2023** instead of 31.10.2023, Date of technical bid open would be **09.11.2023** instead of 02.11.2023. All other details will remain same.

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/11/23-24/D and (2) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/12/23-24/R published in this Newspaper on 06.10.2023 (Key No. : 833/23-24) of **Engineering Civil Borough-VII Department** (Sl. No. 1 and 2) The last date and time of submission of bid will be read as **09.11.2023 at 12 noon** instead of 14.10.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 and 2) and tender will be opened on **11.11.2023 at 12 noon** instead of 17.10.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 and 2). Other details will remain unchened (For Sl. No. 1 to 2).

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/17/23-24/D, (2) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/18/23-24/D, (3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/23/23-24/R, (4) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/21/23-24/R and (5) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/29/23-24/R published in this Newspaper on 05.10.2023 (Key No. : 824/23-24) of **Engineering Civil Borough-VII Department** (Sl. No. 1 to 5) The last date and time of submission of bid will be read as **09.11.2023 at 12 noon** instead of 14.10.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 5) and tender will be opened on **11.11.2023 at 12 noon** instead of 17.10.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 5). Other details will remain unchened (For Sl. No. 1 to 5). **896/23-24**

গিল-বাবরের ব্যবধান মাত্র ২
উন্নতি রোহিতেরও, বোলারদের শীর্ষে শাহিন

দুবাই, ১ নভেম্বরঃ আইসিসির ক্রম তালিকাতে আরও কমল বাবর আজম এবং শুভমান গিলের ব্যবধান। বিশ্বকাপের মাঝেই ব্যাটসম্যানদের একদিনের ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। বিগত কয়েক বারের মতোই এবারও লড়াই মূলত ভারত-পাকিস্তানের দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দল বিশ্বকাপে ভালো জায়গায় না থাকলেও অধিনায়ক বাবর আজম একদিনের ব্যাটারদের ক্রম তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন। তবে বাবরকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন শুভমন গিল। বুধবার আইসিসির থেকে যে ক্রম তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এই এবং দুই নম্বরে থাকা দুই ব্যাটারের পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র ২। ৮১৮ পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটসম্যানদের ক্রম তালিকায় সবার উপরে আছেন বাবর আজম। ৮১৬ পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে আছেন গিল। ভারতীয় তারকা একটা ম্যাচে বড় রান পেলেই সিংহাসন হারাবেন বাবর। সাত ম্যাচে ২১৬ রান করেছেন বাবর আজম। এই বিশ্বকাপে নিজের নামের প্রতি এখনও সুবিচার করতে পারেননি গিল, ইতিমধ্যে তিনি মাত্র ২৬ গড়ে ১০৪ রান বানাতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যাট হাতে দুরন্ত ছন্দে আছেন রোহিত শর্মা। একদিনের ক্রমতালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন হিটম্যান। বিরাট কোহলি আছেন সাত নম্বরে।

চলতি বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে বিরাট এবং রোহিত উভয়েই ভালো পারফরম্যান্স করছেন। চলতি বিশ্বকাপে আপাতত ৬ ম্যাচে ৩৯৮ রান ঝুলিতে নিয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় চার নম্বরে ভারত অধিনায়ক। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরানের কাছে গিয়েও তা হাতছাড়া করেন। ফলে ক্রমতালিকায় দ্রুত উন্নতি করছেন রোহিত। একটা সময় প্রথম দশে স্থানই পাচ্ছিলেন না হিটম্যান। কিন্তু এশিয়া কাপ থেকেই আগের ছন্দ ফিরে পেয়েছেন। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শূন্য রানে আউট হয়ে দৌঁড়ে পিছিয়ে পড়েছেন কোহলি। ৬ ম্যাচ শেষে বিরাটের রান ৩৫৪। একটি শতরান করেছেন কোহলি। এরমধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে আউট হয়েছেন। তাই ক্রমতালিকায় খুব একটা উন্নতি করতে পারেননি বিরাট। বোলারদের তালিকায় এক নম্বরে উঠে এলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। বিশ্বকাপে দুরন্ত পারফরম্যান্স এখনও পর্যন্ত করেছেন পাক পেসার। তারই পুরস্কার পেলেন আফ্রিদি। মঙ্গলবার ইডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ওডিআইতে দ্রুততম ১০০ উইকেটের মালিক হন শাহিন শাহ আফ্রিদি। ৫১ ম্যাচেই ১০০ উইকেট পান আফ্রিদি। এখনও পর্যন্ত শাহিনের বিশ্বকাপের উইকেট সংখ্যা ১৬। সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় আছেন এই পাক বোলার।

বিরাট বন্দনায় নিষেধ বিসিসিআইয়ের
কোহলির জন্মদিন নিয়ে সিএবির পরিকল্পনা বাতিলের খাতায়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের প্রথম দুটি ম্যাচে কোনও চমকই দিতে পারেনি সিএবি। ছিমছামভাবেই হয়েছে নেদারল্যান্ডস বনাম বাংলাদেশ ম্যাচ এবং পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ ম্যাচ। আগামী রবিবার ইডেনে মেগা ম্যাচ। তার উপর সেইদিন আবার বিরাট কোহলির জন্মদিন। কিং কোহলির জন্মদিনের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা করেছিল সিএবি। কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেট কর্তাদের সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল বিসিসিআই। সিএবির পরিকল্পনা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচের আগে ইডেন গার্ডেন্সে জন্মদিনের কেক কাটবেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচের আগে কোহলির জন্য বিশেষ কেকের ব্যবস্থা করার কথা ভেবেছিল সিএবি। এমনকি স্টেডিয়ামের দর্শকদের মধ্যে দেওয়া হবে বিরাটের মুখোশও। বিরাট যখন কেক কাটবেন তখন তা পরে থাকবেন দর্শকরা। কী কারণে বাতিল করে দেওয়া হল এই পরিকল্পনা? ভারতীয় বোর্ড মনে করছে বিরাটের জন্য বিশেষ বন্দনা বা অনুষ্ঠান হলে সমস্যা হবে বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী সংস্থার বিপণনে। তাছাড়া দলের কোনও এক ক্রিকেটব্যক্তিত্বের জন্মদিন পালনে এমন আতিশয্যের আয়োজন হোক, চাইছেন না বোর্ড কর্তারা। মুখোশ ব্র্যান্ডিং এর সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে, সেই কারণে বাতিল। গোটা গ্যালারি বিরাট-উদযাপনে মাতলে সমস্যা হবে বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী সংস্থার বিপণনে। স্পনসরদের কথা মাথায় রেখেই অনুমতি দিতে নারাজ বিসিসিআই। আর বিশ্বকাপের মাঝে কোনও এক ব্যক্তির জন্মদিন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার পক্ষে নয় ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। এই বিষয়ে সিএবি কর্তারা সরকারিভাবে এখনও মুখ খোলেননি। তাঁদের থেকে কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

বিশ্বকাপে আর কী খেলা হবে না হার্দিক পান্ডিয়ার?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গ্রুপস্তরে ভারতের বাকি দুটো ম্যাচ শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে, আর এই দুই ম্যাচেই খেলবেন না হার্দিক পান্ডিয়া। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চোট পাওয়ার পর এখন তিনি গোড়ালিতে চোট সারানোর কাজ করছেন। তাঁকে পুরো ফিট করেই দলে ফেরাতে চায় টিম ইন্ডিয়া। এই কারণে তাঁকে গ্রুপস্তরের বাকি দুটো ম্যাচ খেলানো হচ্ছে না। ফলে ২ ও ১২ নভেম্বর যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারবেন না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পুনেতে বল করার সময় চোট পান হার্দিক পান্ডিয়া। একটি বল আটকানোর সময় ঠিকঠাক ল্যান্ডিং করতে না পেরে তিনি চোট পান। এরপর থেকে তিনি আর ম্যাচ খেলেননি। তিনি চলে যান এন সি এ-তে। সেখানে তাঁর চোট সারানোর কাজ চলছে। ধর্মশালায় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি না খেলায় মনে করা হয়েছিল লখনউতে তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন, কিন্তু সেখানেও তিনি নামেননি। তাঁর অলরাউন্ড স্কিলের দিকে নজর রেখে টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ। তাঁকে সেমিফাইনাল ও

ফাইনালে খেলাতে চায় দল। তাই দল সেফ জোনে থাকায় তাঁকে খেলাচ্ছে না দল। তাঁর জায়গায় দলে খেলানো হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। শার্দূল ঠাকুরকে বসিয়ে খেলানো হচ্ছে মহম্মদ সামিকে। সূর্যকুমার প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে রান পান। অন্যদিকে সামি পরপর দুটো ম্যাচে উইকেট পান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতকে বেশ কিছুটা ভুগতে হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের ব্যাটিংকে। বোলিং দুর্দান্ত ছন্দে দল থাকলেও ১০০ রানে জিততে পেরেছে। ম্যাচের পর ভারতের বোলিং কোচ পারস হামব্রে জানান, মেডিকেল দল হার্দিক পান্ডিয়াকে মনিটর করছে। আগামী কয়েকদিনে তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। যদিও গ্রুপস্তরে বাকি দুটো ম্যাচে হার্দিকের না খেলা নিয়ে দলের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। লিগ তালিকায় ভারত বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে ১২ পয়েন্ট পেয়েছে ৬টা ম্যাচ খেলে। ইংল্যান্ড ম্যাচ ছাড়া বাকি ম্যাচে দলকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। সামনে এবার শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কা ফর্মে না থাকলেও প্রোটিয়ারা ফর্মে রয়েছে। ফলে অপরাজিত থেকে ভারত পরের রাউন্ডে যাওয়াটাই পাখির চোখ করছে। শ্রীলঙ্কাকে পরাস্ত করতে পারলে অফিসিয়ালি সেমিফাইনালে প্রবেশ করবে টিম ইন্ডিয়া।

দিল্লি-মুম্বইয়ের ম্যাচে বন্ধ আতশবাজি প্রদর্শনী

মুম্বই, ১ নভেম্বরঃ বিশ্বকাপের ম্যাচ শেষে দেশের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে দেখা যাচ্ছে আতশবাজির প্রদর্শনী। ওয়াংখেড়ে হোক বা ফিরোজ শাহ কোটলা বা লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে বাজির রোশনাই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচগুলি থেকে বাজি প্রদর্শনী থেকে পিছিয়ে এল বিসিসিআই। তবে সব ভেন্যু থেকে নয়, শুধুমাত্র মুম্বই এবং দিল্লি থেকেই। শীত এখনও পুরোপুরি আসেনি। এরইমধ্যে পরিবেশ দূষণের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে মুম্বই এবং দিল্লিতে। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই হাইকোর্টের পক্ষ থেকে একটি সুয়ো মোটো জারি করা হয়েছে। বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবেশ সচেতনতার জন্যই দিল্লি এবং মুম্বই শহরে কোনও ম্যাচেই আর আতশবাজির প্রদর্শনী হবে না। বৃহস্পতিবার মুম্বইতে ভারত খেলতে নামছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। আগামী সোমবার দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় বাংলাদেশ খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। এই দুটি ম্যাচের শেষে কোনও রকম আতশবাজি প্রদর্শন হবে না। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'আমি বিষয়টি নিয়ে আইসিসির সঙ্গে কথা বলেছি, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত কারণে মুম্বই এবং দিল্লির বাকি ম্যাচ গুলোতে কোনও রকম আতশবাজির প্রদর্শন হবে না।' একইসঙ্গে বোর্ড সচিব উল্লেখ করেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সব সময়ই পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতন। এরসঙ্গে সমর্থকদের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। বিসিসিআই অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করছে দিল্লি এবং মুম্বই শহরের বায়ুদূষণ নিয়ে। ক্রিকেটীয় উদযাপন উপযুক্ত পদ্ধতি মেনেই হবে। সেখানে কারোর স্বার্থ যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হবে।' কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুসারে মঙ্গলবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা অঞ্চলে দূষণের মাত্রা নির্ধারিত

সূচকের থেকে ২৬০ বেশি ছিল। অন্যদিকে শীত শুরু হওয়ার আগেই দিল্লির অবস্থাও উদ্বেগজনক। ভারতের বড় শহরগুলিতে অতিরিক্ত দূষণের ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। দিল্লিতে প্রতি বছরই শীত পড়ার সময় দূষণ বেড়ে যায়। গত বছর ভারতের একটি টেস্ট ম্যাচের সময় দূষণ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ক্রিকেটারদেরও মাস্ক পরে থাকতে হচ্ছিল। মুম্বইয়ের বর্তমান পরিস্থিতি চিন্তায় রেখেছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকেও। তিনি বিমান থেকে তোলা একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। চলতি বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়া এখনও পর্যন্ত ছ'টি ম্যাচের ছ'টিতেই জিতেছে। দল যেমন ফর্মে রয়েছে, তেমনই ব্যাট হাতে রান পাচ্ছেন রোহিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হিটম্যানের ৮৭ রানের ইনিংসের প্রশংসা করেছেন প্রাক্তনীরা। এবার ঘরের মাঠে খেলতে নামছেন রোহিত।

সপ্তম জয়ের সন্ধানে ভারত

মুম্বই, ১ নভেম্বরঃ ছয়ে ছয়! এগিয়ে চলেছে ভারতের জয়রথ। এ বার সপ্তম জয়ের সন্ধানে বৃহস্পতি বার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাঠে নামবে রোহিত শর্মা এন্ড কোম্পানি। টানা ছয় ম্যাচ জিতে সিংহাসন ফিরে পেয়েছে ভারত। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে জ্বল-জ্বল করছে টিম ইন্ডিয়ার নাম। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। একের পর এক চোট আতঙ্কে জর্জরিত লঙ্কান শিবির। হারের হ্যাটট্রিক দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান করেছিলেন কুশল মেন্ডিসরা। মাঝে ঘুরে দাঁড়ালেও ফের আগের ম্যাচে আফগানিস্তানের কাছে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ঝুলিতে মাত্র চার পয়েন্ট নিয়ে সুপ্তমে জায়গা হয়েছে পাথুম নিশঙ্কাদের। বৃহস্পতি বার ভারতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা চালাবে লঙ্কানরা। ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচটির সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পাওয়া যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। এ ছাড়া চাইলে এই ম্যাচটির লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পারেন ডিজনি প্লাস হটস্টারে। ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ২ টোয়। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

মায়ানগরীতে ফের লুকিয়ে ডেট শুভমন-সারার!

মুম্বই, ১ নভেম্বরঃ বিশ্বকাপের মাঝেই ফের নজরে শুভমন গিল ও সারা তেন্ডুলকর। বৃহস্পতি বার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ভারত। মুম্বইয়ে সচিন-কন্যার সঙ্গে একান্তে একটু সময় কাটিয়ে নিলেন গিল। সকলের নজর এড়াতে চাইলেও পাপারাৎজিদের চোখ থেকে বাঁচা যে কঠিন! ঠিক তাই পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা দিলেন দু'জন। মুম্বইয়ের কোথায় দেখা গেল তাঁদের? বহুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটাই গুঞ্জন, সচিন কন্যার সঙ্গে ডেট করছেন ভারতীয় তরুণ ওপেনার শুভমন গিল। এক বার নয়, বহু বার একসঙ্গে দেখা গিয়েছে তাঁদের। সোশ্যাল মিডিয়ার হটকেক এখন শুভমন-সারা। নেটিজেনরা এখনই সারার নামের পাশে 'ভাবি' ও জুড়ে দিয়েছেন। বিশ্বকাপের ম্যাচে গিলের হয়ে গলা ফাটাতে গ্যালারিতে দেখা গিয়েছে সারাকে। শুভমন ক্যাচ নিতেই, সারার মুখে মিষ্টি হাসি! নিমেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল সেই মুহূর্তের ছবি। এ বার মুম্বই পৌঁছে সারার সঙ্গে দেখা করলেন শুভমন। বাণিজ্য নগরীর এক রেস্তোরাঁয় দেখা গেল দু'জনকে। সারার পরনে ছিল লাল গাউন। তবে এক সঙ্গে নয়, আলাদা-আলাদা রেস্তোরাঁ থেকে বের হলেন গিল ও সারা। আর এখান থেকেই দুইয়ে-দুইয়ে চার করেছেন নেটিজেনরা। তাঁদের বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি যে একসঙ্গেই ছিলেন দু'জন। চলতি বিশ্বকাপের মাঝে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন গিল। অসুস্থতার জন্য প্রথমের দিকের ম্যাচ মিস করেন। সিনিয়র বিশ্বকাপে এ বারই অভিষেক হয়েছে শুভমনের। সুস্থ হয়ে ব্যাট বলের বৃত্তে ফিরলেও সেই ছন্দে এখনও পাওয়া যায়নি তাঁকে। বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সপ্তম জয়ের সন্ধানে মাঠে নামবে মেন ইন ব্লু। নজর থাকবে গিলের দিকে। বড় ম্যাচের আগে একটু নিঃশ্বাস নিতেই কি সারার সঙ্গে ডেট? এমন প্রশ্নও ছুঁড়ে দিচ্ছেন অনেকে।

এ বার খেলোয়াড়দের হাতে দেওয়া হোক ক্রিকেট, প্রাক্তন পাক কিংবদন্তির আর্জি

করাচি, ১ নভেম্বরঃ ঘুরে ফিরে আলোচনায় সেই রাজনীতি! জন্মলগ্ন থেকে যা নিয়ন্ত্রণ করেছে ক্রিকেটকে। আজও যার প্রভাব থেকে বেরোতে পারেনি পাকিস্তান ক্রিকেট। কখনও পারবে, এই প্রশ্ন এর আগেও উঠেছে। বিশ্বকাপের টানা চার ম্যাচে হারের পর আবার উঠছে। পাকিস্তানে ক্রিকেট চালান ক্ষমতায় থাকা সরকার ঘনিষ্ঠ কেউ। জাকা আশরফের ক্ষমতায় আসা সে ভাবেই। সাম্প্রতিককালে একমাত্র রামিজ রাজাই ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। ক্রিকেট বোধ না থাকা কেউ কেন দিনের পর দিন পিসিবির চেয়ারম্যান পদে থাকবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন জাহির আব্বাসের মতো কিংবদন্তি। বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর যাঁরা বাবর আজমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, তাঁদের উল্টো স্রোতে হেঁটে আব্বাস ঢিল মেরেছেন মৌচাকে। মঙ্গলবার ইডেনে বাংলাদেশকে দুরমুশ করে জিতেছে বাবরের টিম। তাতেও শেষ চারের স্বপ্ন দেখা মুশকিল। অনেক অঙ্ক মিললে তবেই সেমিফাইনালে যেতে পারবে পাকিস্তান। তারই মধ্যে জাহির আব্বাস বলে দিচ্ছেন, ''পছন্দের লোক যতদিন পাকিস্তানের ক্রিকেট চালাবে, ততদিন এমনই হাল হবে। ঈশ্বরের দোহাই, এ বার খেলোয়াড়দের হাতে ক্রিকেটটা দেওয়া হোক।'' তুমুল বিতর্ক চলছে পাকিস্তান টিম নিয়ে। হারের জন্য দায়ী করা হয়েছে ক্যাপ্টেন বাবরকে। তাঁর চাকরি যাচ্ছে, এমনটাও প্রচার করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, নতুন নেতাও নাকি বেছে ফেলেছে পিসিবি। এতেই শেষ নয়, একঝাঁক সিনিয়র প্লেয়ারও চাপে। তাঁরা পারফর্ম করতে পারেননি কেন, তা নিয়েও কথা উঠছে। এ সব বিতর্কের মধ্যেই আবার জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ইনজামাম উল হক পদত্যাগ করেছেন। যা নিয়েও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। আব্বাস বলে দিচ্ছেন, 'সারা বিশ্বে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। টিম যখন বিশ্বকাপ খেলছে, তখন কেউ একজন পদত্যাগ করছে!'' উল্লেখ্য, পরে অবশ্য পদত্যাগ ফিরিয়ে নেন ইনজামাম। পাকিস্তান এমনই। জিতলে সব ভালো। হারলেই শুরু বিতর্ক। ড্রেসিংরুমে শুরু হয়ে যায় ঝামেলা। ঘেঁটে যায় সিনিয়র-জুনিয়র সমীকরণ। বাবরের টিমেও তাই হয়েছে। শেষ চারে উঠতে না পারলে তার জের পাক ক্রিকেটে থেকে যাবে অনেক দিন। নেতৃত্ব নতুন যেই আসুন না কেন, পাক ক্রিকেটের চেহারা বদলাবে না!

আবারও 'অদ্ভুতুড়ে' দুর্ঘটনার শিকার ম্যাক্সওয়েল

আমেদাবাদ, ১ নভেম্বরঃ টানা চার জয়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। আর টানা চার হারে ইংল্যান্ডের বিদায় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। তবু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই বলে কথা! আহমেদাবাদে শনিবার মর্যাদার লড়াইটা নিশ্চয় জিততে চাইবে দুই দল। তবে অনাকাঙ্ক্ষিত এক দুর্ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার শক্তি কিছুটা হলেও কমে গেল। কারণ, তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না। ক্রিকেটের পাশাপাশি গলফ খেলতে পছন্দ করেন ম্যাক্সওয়েল। পরশু আমেদাবাদের একটি গলফ কোর্সে সতীর্থদের নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন ৩৫ বছর বয়সী অলরাউন্ডার। এক রাউন্ড খেলার পর গলফ কার্টে (একধরনের ছোট গাড়ি) চড়ে ক্লাব হাউস থেকে টিম বাসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। এ সময় হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ম্যাক্সওয়েল চলন্ত কার্টের পেছন দিক থেকে পড়ে গেলে মাথায় আঘাত পান। কনকাশন (মাথায় আঘাতজনিত) প্রটোকলে তাঁকে ৬ থেকে ৮ দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ফলে শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না। ফক্স স্পোর্টস, ইএসপিএন ক্রিকইনফোসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ফক্স

স্পোর্টস জানিয়েছে, ম্যাক্সওয়েলের জায়গায় দলে ঢুকতে পারেন আরেক অলরাউন্ডার মার্কাস স্টয়নিস। আর ম্যাক্সওয়েলের চোটের ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ক্রিকইনফোকে বলেছেন, ''তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সে (ম্যাক্সওয়েল) সৎ থাকতে চেয়েছে। সে এখন ভালো আছে। আজই হালকা অনুশীলন করার কথা। তবে সংগত কারণেই আমাদের মনে হয়েছে প্রটোকোল অনুযায়ী ওকে খেলানো ঠিক হবে না। আমরা সৌভাগ্যবান যে ও আরও বড় ধরনের চোটে পড়েনি। তাহলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত।' শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাক্সওয়েলের না খেলা নিশ্চিত করলেও মঙ্গলবার আফগানিস্তান ম্যাচে ফিরবেন কি না, সে ব্যাপারে কিছু বলেননি ম্যাকডোনাল্ড। ম্যাক্সওয়েলের অদ্ভুতুড়ে চোটে পড়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। গত বছর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই ওয়ানডে সিরিজ শুরুর চার দিন আগে বন্ধুর জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়ে পা ভেঙে যায় তাঁর। জন্মদিন অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে বন্ধুর সঙ্গে দৌড়ানোর সময় বাড়ির উঠানে পা পিছলে পড়ে যান তিনি। সে সময় ম্যাক্সওয়েলের পা বন্ধুর পায়ে আটকে যায়। সেই চোট থেকে সেরে উঠতে পায়ে অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে তাঁকে। এবারের বিশ্বকাপের শুরু থেকে দারুণ বোলিং করলেও প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ব্যাট হাতে ভালো করতে পারেননি ম্যাক্সওয়েল। এ নিয়ে বেশ সমালোচনাও হয়েছে। তবে পঞ্চম ম্যাচে সব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলেন ৪৪ বলে ১০৬ রানের ইনিংস। 'মহাপ্রলয়' বইয়ে দেওয়া ইনিংসটি খেলার পথে বিশ্বকাপ ইতিহাসে দ্রুততম শতকের (৪০ বলে) রেকর্ড গড়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচেও খেলেছেন ২৪ বলে ৪১ রানের ঝোড়ো ইনিংস।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501